পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 282 Friday, 12 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা ❋ ২৬ ভাদ্র ১৪৩২, শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে এসআইআর নথি হিসাবে মান্যতা নয়

রাজ্যের আবেদন খারিজ কমিশনের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে এসআইআর-র নথি হিসাবে মান্যতা দেওয়ার দাবি খারিজ। খারিজ করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বাংলার এসআইআরের ক্ষেত্রেও নথি হিসাবে গণ্য হবে আধার কার্ড। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর দ্বাদশ নথি হিসাবে গৃহীত হবে এই আধার। তবে বাংলায় আধারের পাশাপাশি বাকি ১১টি নথির একটি জমা দেওয়া আবশ্যিক। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে সিইও সম্মেলনে স্থির হয়েছে বিহারে যে ১১টি নথির কথা বলা হয়েছে সেগুলি বাংলায় এসআইআর-এর ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে প্রামাণ্য নথি হিসাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আধার কার্ডকেও গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের ফর্ম ৬, যার মাধ্যমে নতুন ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করা যায় সেখানেও আধার যেহেতু প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করা হয় ঠিক সেই কারণেই এখানেও আধারকে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তার পাশাপাশি বাকি ১১টি নথির একটি জমা দিতে হবে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকার যে আবেদন জানিয়েছিল তাও বুধবার সিইও সম্মেলনে খারিজ করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই ঠিক হয়েছে অক্টোবর থেকেই গোটা দেশেই এসআইআরের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। এর জন্য পুরো প্রস্তুতি চলতি মাসের মধ্যেই শেষ করতে বলা হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের। এদিকে বিহারে এসআইআর শুরু হতেই তা নিয়ে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলে অস্থিরতা কম হয়নি। বারবার সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। এমতাবস্থায় ভোটের কয়েক মাস আগে বাংলায় শুরু হলে জল কোনদিকে গড়ায় এখন সেটাই দেখার।

সোনিয়ার বিরুদ্ধে ‘ভোটার তালিকায় নাম’ মামলার আর্জি খারিজ, অভিযোগ টেকসই নয়, জানাল দিল্লির আদালত

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিল্লির আদালত বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের শীর্ষনেত্রী সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে দায়ের করতে চাওয়া মামলার আর্জি খারিজ করে দিল। অভিযোগ ছিল, ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের আগে তাঁর নাম নাকি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অভিযোগকারীর দাবি, ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকারি বাসভবনে ভোটার তালিকায় নাকি সোনিয়ার নাম যুক্ত করা হয়েছিল। অথচ তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পান ১৯৮৩ সালের ৩০ এপ্রিল। এই তথ্যের ভিত্তিতেই সোনিয়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজুর আবেদন জানানো হয়। তবে আদালত জানায়, এই অভিযোগ টেকসই নয়। ফলে মামলার প্রক্রিয়া এগোয়নি। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারা ১৭৫(৪) এর অধীনে আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল। এই ধারা অনুযায়ী একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন। তাই মামলাকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পুলিশকে এফআইআর নথিভুক্ত করার এবং জালিয়াতির তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এ দিন অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বৈভব চৌরাসিয়া সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এই আবেদনটি খারিজ করে দেন। গত মাসে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ১৯৮০ সালের নির্বাচনী তালিকার কিছু অংশ প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন, সোনিয়া গান্ধির নাম গান্ধি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তালিকায় উঠে এসেছিল। তাঁর অভিযোগ, নাগরিকত্বের আগেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছিল এবং ১৯৮২ সালে জনসমালোচনার জেরে তা মুছেও দেওয়া হয়। পরে আবার ১৯৮৩ সালে নাম ফিরিয়ে আনা হয়, যা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মালব্যর বক্তব্য, যখন পুনরায় তালিকা সংশোধন হয়, তার যোগ্যতা নির্ধারণের দিন ছিল ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি। অথচ সোনিয়া গান্ধি নাগরিকত্ব পান সেই বছরের ৩০ এপ্রিল। তাহলে কীভাবে তাঁর নাম ফের অন্তর্ভুক্ত হল? বস্তুত, সোনিয়ার জন্ম ১৯৪৬ সালে ইতালিতে। তখন তাঁর নাম ছিল সোনিয়া মাইনো। ১৯৬৮ সালে তাঁর সঙ্গে রাজীব গান্ধির বিয়ে হওয়ার পর গান্ধি পরিবারের অংশ হয়ে ওঠেন সোনিয়া, জুড়ে নেন গান্ধি পদবি। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির নাগরিকত্ব পাওয়ার আগে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ করেছিল বিজেপি। ধোপেই টিকল না ওই অভিযোগ। সেই আবেদনই বৃহস্পতিবার খারিজ করে দিল দিল্লির আদালত।

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় ঢুকে এক সপ্তাহের ‘ডেডলাইন’ চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ সকাল থেকেই ফের উত্তাল রাজপথ। দ্রুত নিয়োগের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন ২০২২ সালের উত্তীর্ণরা। তুমুল বিক্ষোভ চলল বিধানসভায়। ‘পাশ করে কি ভুল করেছি?’ রাস্তায় বসে প্রশ্ন আন্দোলনকারীদের। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলছেন, এই আন্দোলন অর্থহীন। খুব দ্রুত যেখানে পর্ষদ ভ্যাকেন্সি লিস্ট পাবলিশ করতে যাচ্ছে, এক-দু’দিনের মধ্যে যা বের হবে তার আগে এই আন্দোলনের পিছনে কী উদ্দেশ্য আছে আমি জানি না। আন্দোলনকারীরা এদিন সন্ধ্যায় পৌঁছে গেলেন শিক্ষামন্ত্রীর কালিংদর বাড়ির এলাকাতেও। তবে সেখানেও তাঁদের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়। যশোর রোডের পাশেই প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে স্লোগান শুরু করে দেন আন্দোলনকারীরা। তুলনা টানলেন নেপালের পরিস্থিতির সঙ্গেও। বিদেশ গাজি নামে এক চাকরিপ্রার্থী স্পষ্ট বললেন, নেপালে হওয়া গণ অভ্যুত্থানের পিছনে রয়েছে বেকারত্ব, স্বজনপোশন এবং দুর্নীতি। আর এই তিনটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই তিন পরিস্থিতির কারণে গণ আন্দোলনের দ্বারা সরকার উৎখাত হল।

কালো চশমা পরে আদালতে ‘হাজিরা’ পার্থর, ‘নির্দোষ’ দাবি করে দায় ঠেললেন অন্য দু’জনের দিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ তিনি যে নির্দোষ এই দাবি পার্থ প্রথম করছেন না। বহুবার করেছেন। আদালত কক্ষেই করেছেন। একই ভাবে করলেন বৃহস্পতিবারও। এদিন একাদশ ও দ্বাদশে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-সহ মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করলেন আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক বিশ্বরূপ শেঠ। সিবিআইয়ের করা কোনও মামলায় এই প্রথমবার গঠন হল চার্জ। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে বিচারপ্রক্রিয়া। এদিন আদালত কক্ষে চার্জ গঠনের শুনানি চলাকালীন মামলা থেকে অব্যাহতি চান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভার্চুয়ালিই আদালতে হাজিরা দেন তিনি। চোখে ছিল কালো চশমা। সূত্রের খবর, বুধবারই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চোখে অপারেশন করিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ভার্চুয়ালি শুনানিতে যোগ দিয়েই পার্থ নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমি শিক্ষামন্ত্রী ছিলাম। আমি নির্দোষ। যারা বলছেন, তারা সম্পূর্ণ অস কথা বলছেন। আমি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ।’’ এরপরেই ইঙ্গিতে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও সুবীরেশ ভট্টাচার্যের দিকে দায় ঠেলে দিতে দেখা যায় তাঁকে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। বর্তমানে তারা জেলে। এদিন বিচারকের মুখেও শোনা যায় তাদের কথা। শোনা যায়, এসএসসি উপদেষ্টা কমিটির প্রধান শান্তিপ্রসাদ সিনহার কথাও। পার্থর উদ্দেশে বিচারক বিশ্বরূপ শেঠ বলেন, ‘‘আপনি এসপি সিনহা, কল্যাণময়দের পদে বসিয়েছিলেন।’’ যার পাল্টা পার্থ

বলেন, ‘‘আমি নির্দোষ। আমার একটা সম্মান রয়েছে। আমি ২৫ বছর ধরে বিধায়ক। আমাকে সাড়ে তিন বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছে। এবার আমাকে মুক্তি দিন। এসএসসি একটি সম্পূর্ণ স্বশাসিত সংস্থা। ওরা নিজেরা নিয়োগ করেছে। আমি মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই সুবীরেশ চেয়ারম্যান ছিল। এমনকি, আমি মন্ত্রী হওয়ার আগেই কল্যান মধ্যশিক্ষা পরিষদে ছিলেন। আমি নির্দোষ।’’ সবশেষে পার্থ অব্যহতি চাইলেও, তিনি তা পাননি। আর্জি খারিজ করে চার্জ তাকে যুক্ত করেছে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত।

‘আমরা মরে যেতে চাই’, পুলিশের পায়ে ধরে হাউহাউ কান্না, তুমুল বিক্ষোভ বিধানসভার সামনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কেউ রাস্তায় শুয়ে স্লোগান দিচ্ছেন, কেউ বসে কাঁদছেন, কেউ পুলিশের পায়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছেন। ফের চাকরির দাবিতে বিক্ষোভের ছবি শহরে। এবার ২০২২-এর টেট প্রার্থীরা রাস্তায় নেমেছেন। কোনও বেনিয়মের অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কেন নিয়োগ হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন প্রার্থীরা। এদিন পরিকল্পিতভাবেই এসপ্লানেডে জড় হন প্রার্থীরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, প্রতি বছর দু বার করে টেট হবে। তা তো হয়নি, এমনকী ২০২২-এ যে টেট পরীক্ষা হয়, তার ভিত্তিতে নিয়োগও হয়নি। তিন বছর ধরে এই নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। প্রার্থীরা বলছেন, ‘‘পাশ করে কি ভুল করেছি?’’ কেউ বলছেন, ‘আমরা মরে যেতে চাই, সেই ব্যবস্থা অন্তত করা হোক।’’ ২০২২ সালের ওই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে ২০২৩ সালেই। প্রার্থীদের একটাই বক্তব্য, স্বচ্ছভাবে টেট পাশ করা সত্ত্বেও কেন তিন বছর ধরে সরকার নিয়োগ করছে না। তাঁদের কথায়, ‘‘অযোগ্যদের জন্য সরকারের ভাবনা আছে, আমাদের জন্য নেই।’’ আগেও এই টেট প্রার্থীরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করেছেন। আর এদিন সেই বিক্ষোভ বড় আকার নেয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে আন্দোলনকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ক্রমশ এগিয়ে যান বিধানসভার সামনে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক আধিকারিক। ওই এলাকা শহরের অন্যতম ‘হাই সিকিউরিটি জোন’। তাই ওই জায়গা খালি করতে তৎপর হয় পুলিশ। তবে তাতে কোনও লাভ না হওয়ায় টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। বিক্ষোভের এই পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে যায় ওই এলাকার যান চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বন্যা বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের পাশে প্রধানমন্ত্রী, ১২০০ কোটির সাহায্য ঘোষণা বৃহস্পতিবার

দেরাদুন, ১১ সেপ্টেম্বরঃ বন্যা ও ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেরাদুন বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যকলাপ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন। তারপরই ঘোষণা করেন ১,২০০ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্যের। উত্তরাখণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও পুনর্বাসনের জন্য এই টাকা খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ত্রাণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আহতরা পাবেন ৫০ হাজার টাকা করে। এ ছাড়া, এই দুর্যোগে যেসব শিশু অনাথ হয়েছে, তাদের জন্য থাকছে বিশেষ সহায়তা। পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন প্রকল্পের আওতায় তাদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা ও দেখভালের ব্যবস্থা করবে কেন্দ্র। এ দিন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বিপর্যস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন, তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাজের প্রশংসা করেন এদিন। কেন্দ্র জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হবে পিএম আবাস যোজনার মাধ্যমে। ধসে ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, স্কুল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো পুনর্গঠনে পুরোপুরি সাহায্য করবে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় দলের সদস্যরা ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আরও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক প্যাকেজকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী।

‘টুকরে টুকরে গ্যাঙের মানসিকতা মুখ্যমন্ত্রীর’ প্রাক্তন সেনাদের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে সরব শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ সেনাকে অপমানের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন প্রাক্তন সেনাকর্মীরা। সেই মঞ্চে পৌঁছে যান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেনাকে কেন অপমান? প্রশ্ন তুলে সরব শুভেন্দু। বললেন, টুকরে টুকরে গ্যাঙের মানসিকতা মুখ্যমন্ত্রীর। শুভেন্দু বলেন, ‘‘সেনারা কেন পালাবে, সেনাদের দেখেই ছারপোকা পালিয়েছে ডোরিনা ক্রসিং। আমাদের দেশের সেনাকে দেখে চিন পালায়, পাকিস্তান পা ধরে।’’ শুভেন্দুর অভিযোগ, এই প্রথমবার নয়, এর আগেও সেনাকে অপমান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘প্রত্যেক ঘটনাতে সেনাকে অপমান করা হয়েছে। অবন্তিপোরায় জঙ্গি হামলার পর যখন আমাদের বায়ুসেনা যখন ভিতরে ঢুকে মেরে এসেছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রমাণ কোথায়?’’ শুভেন্দুর অতীতের একটি ঘটনা তুলে ধরে বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী একবার সারা রাত নবান্নে কাটিয়েছেন। কেন জানেন? আর্মি একটা সার্ভে করে। বড় বড় ব্রিজে কত গাড়ি যাতায়াত করে ইন্টারন্যাশানালি, সেটাকে কাউন্ট করার একটা সার্ভে হয় কয়েক বছর অন্তর অন্তর। এক বছর গাড়ি কাউন্ট করছিল দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে। তখন মুখ্যমন্ত্রী বলে ওঠেন, আর্মি ঢুকে পড়েছে!’’ ঘটনার রেশ ধরেই শুভেন্দু বলতে থাকেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী

বলেছিলেন, এটা যেন আলাদা দেশ, যে সেনা ঢুকে পড়ল? কেন? তার প্রতিবাদে তিনি সেই রাতে নবান্নে ছিলেন।’’ শুভেন্দুর প্রশ্ন, ‘‘এই কোন ধরনের মানসিকতা? এটা দেশ বিরোধীদের মানসিকতা।’’ তখনই তিনি অভিযোগ করেন, টুকরে টুকরে গ্যাঙের মানসিকতা মুখ্যমন্ত্রীর। ঘটনার সূত্রপাত, মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ ঘিরে। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর হেনস্থার অভিযোগ তুলে মেয়ো রোডে প্রতিবাদে বসেছিল তৃণমূল। কিন্তু গত মাসে শেষের দিকে, সেই মঞ্চ খুলে দেয় সেনা। সেনার বক্তব্য, প্রতিবাদ মঞ্চের জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুদিনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মঞ্চের কাঠামো দিনের পর দিন বাঁধা ছিল। তাই সেনাকর্মীরা গিয়ে সেই মঞ্চের বাঁশ খুলে দেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। তারপরই মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, ‘‘আমাকে দেখে ২০০ সেনা পালিয়েছে। আমি বললাম আপনারা কেন পালাচ্ছেন। আপনারা বিজেপির কথায় এটা করেছেন। আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। কোনও সমস্যা থাকলে আমাদের আগে জানাতে পারতেন।’’ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় জোর রাজনৈতিক চর্চা। জল গড়ায় আদালত পর্যন্ত। মেয়ো রোডে প্রতিবাদে বসতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন সেনা কর্মীরা। অভিযোগ ওঠে, প্রশাসন ও কলকাতা পুলিশ তাঁদের অনুমতি দিচ্ছে না। সে প্রসঙ্গেও এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘ওঁদের কেউ পঁচিশ বছর, কেউ কুড়ি বছর, জীবনের যে প্রাইম টাইম, তাঁরা দেশের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এখনও দেশকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছেন। তাঁদের যে অপমান করা হয়েছে, তাঁরা প্রতিবাদ করতে এখানে বসতে চান। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য সরকার অনেক শর্ত চাপিয়েছে, যাতে এখানে কোনওভাবেই করতে না পারেন।

‘কেউ নিজের কাজটুকু না করলে, আদালত কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কেউ যতই উচ্চপদস্থ হোক না, তারা আইনের নীচেই থাকবে, কড়া বার্তা দেশের প্রধানবিচারপতি বিআর গবাইয়ের। কেন্দ্রকে সমঝে দিলেন তিনি। কিন্তু কেন এমন কথা বলতে হল তাঁকে? বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের বিলে সম্মতি সংক্রান্ত সময়সীমা নিয়ে চলা শুনানির মাঝে কেন্দ্রের তরফে একটি হলফনামা জমা দিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সেই হলফনামায় শীর্ষ আদালতকে সলিসিটর জেনারেল বলেছেন, রাজ্যপাল কখনও তিন-চার বছর ধরে একটি বিলকে নিজের কাছে স্থগিত রেখে দিতে পারেন না। সম্মতি অথবা খারিজ তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু রাজ্যপাল সেই কাজ কবে রাষ্ট্রপতিকে সময় বেঁধে দিয়ে কোনও বিল অনুমোদন বা খারিজের নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। তারপরই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তরজা। বিচারবিভাগের সঙ্গে এক ‘অলিখিত’ দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কেন্দ্রের, মত বিশেষজ্ঞদের। রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতিকে আদালতের সময় বেঁধে দেওয়াকে কার্যত ‘এক্তিয়ার বহির্ভূত’ বলেই দাগানোর চেষ্টা করেছে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার সেই সপক্ষে একটি পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন সলিসিটর জেনারেল। শীর্ষ আদালতকে তিনি জানিয়েছেন, গত ৫৫ বছরে ২০টি বিলে সম্মতি স্থগিত করা হয়েছে। আর অন্যদিকে, ৯০ শতাংশ বিল এক মাসের মধ্যেই সম্মতি পেয়েছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রমও দেখা গিয়েছে, যখন

করবেন, তার জন্য কেউ সময়সীমাও বেঁধে দিতে পারেন না। এই হলফনামায় আবারও অনুচ্ছেদ ২০০-এর কথা উল্লেখ করেছেন সলিসিটর জেনারেল। এই বিশেষ অনুচ্ছেদই রাজ্যপালকে বিল অনুমোদন বা খারিজ করার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। কেন্দ্রের দাবি, অনুচ্ছেদ ২০০ অনুযায়ী, রাজ্যপালকে যত দ্রুত সম্ভব একটি বিলে সম্মতি বা সেটিকে খারিজ করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যপালকে কোনও সময় বেঁধে দেওয়া যাবে না। বলে রাখা ভাল, সম্প্রতি রাজ্যপাল ও বিলের জটিলতার কারণে সেটি পাশ হতে অথবা খারিজ হতে অনেকটা সময় প্রয়োজন হয়েছে। যার পাল্টা দেশের প্রধানবিচারপতি বিআর গবাই বলেন, ‘‘কেউ যত বড়ই পদে বসে থাকুক না কেন, তিনি আইনের নীচেই। ক্ষমতার পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। বিচারবিভাগীয় পর্যবেক্ষণ থাকাও প্রয়োজন। কিন্তু বিচারবিভাগীয় সন্ত্রাস তৈরি হওয়া উচিত নয়। আর কোনও সাংবিধানিক কর্মকর্তা যদি ঠিক মতো নিজের কাজ না করেন, তা হলে সংবিধানের রক্ষা কর্তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?’’

রাহুলের লক্ষ্মণরেখা ভাঙা নিয়ে খাড়্গের কাছে নালিশের ফর্দ পাঠাল বাহিনী

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে দলের সভাপতির কাছে বিশাল নালিশের ফর্দ পাঠাল সিআরপিএফ। বহুবার বলা সত্ত্বেও লোকসভার বিরোধী দলনেতা নিরাপত্তাবিধি ভঙ্গ করছেন বলে অভিযোগ কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনীর। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, বিদেশযাত্রাকালেও তিনি নিরাপত্তাবিধি অমান্য করেছেন। শুধু তাই নয়, এভাবে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ বারবার অগ্রাহ্য করলে তাঁর জীবনে গুরুতর ঝুঁকি আসতে পারে। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়্গেকে সিআরপিএফ রাহুল গান্ধির সিকিউরিটি প্রটোকল ভাঙা নিয়ে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। বাহিনী লিখেছে, অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি লিয়াজোঁ দল সহ রাহুল গান্ধি জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান। কিন্তু, বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ন্যূনতম বিধি মান্য করে চলেন না। সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স পৃথক আরেকটি চিঠি দিয়েছে খোদ রাহুল গান্ধিকে। তারা জানিয়েছে, তিনি যেভাবে বিধি লঙ্ঘন করছেন, তাতে তাঁর নিরাপত্তা বিপদের মুখে পড়তে পারে। সরকারি কর্তারা সংবাদ সংস্থাকে জানান, রাহুলের নিরাপত্তাবিধি ভঙ্গ রীতিমতো উদ্বেগের বিষয়। ভবিষ্যতে তিনি যেন নিয়ম মেনে চলাফেরা করেন।

সিআরপিএফ স্পষ্ট জানিয়েছে, প্রথাগত যে নিরাপত্তাবিধি অনুসরণ করা হয়, তা ভেঙে ফেললে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও অসুবিধায় পড়তে হয় দায়িত্বশীল আধিকারিকদের। ভিভিআইপিদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা আগাম তৈরি করা থাকে। হঠাৎ করে তা উপেক্ষা করলে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। চিঠিতে রাহুলের বিদেশযাত্রার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি ইতালি, ভিয়েতনাম, কাতার, লন্ডন ও মালয়েশিয়া ভ্রমণে গিয়েছেন। তিনি প্রায়শই ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে বিদেশ ভ্রমণ করেন। নিরাপত্তাবিধির ইয়েলো বুক প্রটোকল অনুযায়ী ভিভিআইপিদের উচিত এজেন্সিকে আগাম যাত্রাপথ ও কর্মসূচি জানিয়ে দেওয়া। যার মধ্যে বিদেশযাত্রাও আছে। যাতে এজেন্সির লোকজন সুবিধামতো সুরক্ষা কবচ তৈরি করতে পারে। কিন্তু, রাহুল গান্ধি ধারাবাহিকভাবে এই বিধি অমান্য করে নিজের মতো চলছেন বলে চিঠিতে লেখা হয়েছে।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য বড় সুযোগ! এলটিসির মেয়াদ ১ বছর বাড়ানো হল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নবান্নের। রাজ্যের সরকারি কর্মীদের লিভ ট্র্যাভেল কনসেশনের মেয়াদ এবার একবছর বৃদ্ধি করল রাজ্য। একইভাবে হোম ট্র্যাভেল কনসেশন এর সময়সীমাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। যা প্রকাশ্যে আসতে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া। এর ফলে, যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই এলটিসির সুবিধা নিতে পারেননি, তারা আগামী এক বছরের মধ্যে তা গ্রহণ করতে পারবেন। নবান্ন সূত্রের খবর, বর্তমানে এনটিসি বা লিভ ট্র্যাভেল কনসেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩১ অক্টোবর ২০২৫। প্রতি তিনবছরে একবার এই সুবিধা পেয়ে থাকেন সরকারি কর্মচারীরা। এবার তা ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হল। একইভাবে এইচটিসি নির্ধারিত মেয়াদও এক বছর বাড়ানো হল। অর্থাৎ গত তিন বছরের মধ্যে যে সব সরকারি কর্মী এই সুবিধা নেননি, তাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে এই সুবিধা নিতে পারবেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই এক বছরের বাড়তি সময় কেবলমাত্র একবারের জন্য দেওয়া হচ্ছে। এটি ভবিষ্যতের ছুটির ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব ফেলবে না। অর্থাৎ পুরনো ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি হলেও নিয়ম মেনে চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে নতুন ছুটির জন্যও আবেদন করতে পারবেন সরকারি কর্মীরা। বাকি নিয়ম ও শর্তাবলী আগের মতোই প্রযোজ্য থাকবে।

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 13(4), 14(3), AND 15(2) AND SUCH OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED, TO THE SHAREHOLDERS OF

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED

Corporate Identification Number L24299WB1993PLC059449

Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001

Tel No.: 033-22489731 / 9538; **Email:** investor@shentracon.com; **Website:** www.shentracon.com

Open Offer for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty-Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) fully paid-up Equity Shares of face value of Rs. 10/- each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the fully paid-up equity and voting share capital of Shentracon Chemicals Limited. (hereinafter collectively referred to as "Target Company" or "SCL") from the Public Shareholders (as defined below), of the Target Company, at an offer price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per Equity Share, by Mr. Amit Lalit Jain ("Acquirer 1") and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain ("Acquirer 2") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") pursuant to and in compliance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 as amended.

This Detailed Public Statement (the 'DPS') is being issued by **Bonanza Portfolio Limited**, the Manager to the Offer (hereinafter referred as "*BPL/ Manager to the Offer*"), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with the provisions of Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4), 14(3), and 15(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto (hereinafter referred as **"SEBI (SAST) Regulations, 2011"**) and pursuant to the Public Announcement dated Thursday, September 04, 2025, sent through email on Thursday, September 04, 2025 to Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), BSE Limited, The Calcutta Stock Exchange Ltd and the Target Company and was filed with SEBI on September 09, 2025, in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

For the purposes of this DPS, the following terms shall have the meanings assigned to them below:

a) **'BSE'** means BSE Limited;
b) **'CSE'** means The Calcutta Stock Exchange Limited;
c) **'Equity Shares'** means the fully paid-up equity shares of the Target Company of face value of ₹ 10/- each fully paid up;
d) **'Promoters/Promoter Group'** shall mean all the existing promoters/promoter group of the target company namely Savitri Devi Sureka, Sanjay Sureka, Jagdish Prasad Sureka HUF, Manju Banka, Shentracon Finalease Private Limited, Shentracon Financial Services Limited, Shentracon Holdings Private Limited, Satya Leasing Company Limited and Prismo (India) Limited.
e) **'Public Shareholders'** shall mean all the public shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Open Offer, excluding the Acquirers, the existing promoters of the Target Company, and the parties to the Share Purchase Agreement including persons deemed to be acting in concert with such parties to the Share Purchase Agreement, if any;
f) **'SEBI'** means the Securities and Exchange Board of India;
g) **'SEBI (LODR) Regulations'** means Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subsequent amendment thereto.
h) **'Sellers/ Selling Shareholders'** shall mean Promoter Sellers, namely Jagdish Prasad Sureka HUF (**"Seller 1"**), Savitri Devi Sureka (**"Seller 2"**), Sanjay Sureka (**"Seller 3"**), Prismo (India) Limited (**"Seller 4"**), Shentracon Holdings Private Limited (**"Seller 5"**), Shentracon Finalease Private Limited (**"Seller 6"**) and Satya Leasing Company Limited (**"Seller 7"**);
i) **'Share Purchase Agreement' or 'SPA'** refers to the share purchase agreement dated September 04, 2025 executed between the Acquirers and the Selling Shareholders, pursuant to which the Acquirers has agreed to acquire 23,17,343 (Twenty Three Lakh Seventeen Thousand Three Hundred Forty Three Only) equity shares of ₹ 10/- each, representing 52.21% (Fifty Two Point Two One) of the equity and voting share capital of the Target Company from the Selling Shareholders at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share, aggregating to an amount of ₹ 11,58,671.50 (Rupees Eleven Lakh Fifty Eight Thousand Six Hundred Seventy One and Fifty Paisa Only)
j) **'Stock Exchange'** means BSE and CSE;
k) **'Tendering Period'** has the meaning ascribed to it under the SEBI (SAST) Regulations;
l) **'Voting Share Capital'** shall mean the total paid-up equity share capital /voting capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for the Open Offer;
m) **'Working Day'** means any working day of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Mumbai

I. DETAILS OF THE ACQUIRERS, PROMOTER SELLER, TARGET COMPANY, AND OFFER

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER(S)

A 1. Mr. Amit Jain ('Acquirer 1')

A.1 1. Mr. Amit Lalit Jain s/o Lalit Rangraj Jain, aged 36 years, an Indian Resident, currently residing at Flat D-2803, Imperial Heights, Best Nagar, Behind Oshiwara Depot, Goregaon West, Motilal Nagar, Mumbai, Maharashtra 400 104, Mob: 9773479605 and Email: amit0511kingmidas@gmail.com

A.1 2. He carries a valid passport of Republic of India and also holds a Permanent Account Number (PAN) AIBPJ7928F and DIN 05263766.

A.1 3. He has been awarded B.Sc. Information Technology Degree from Vidyalankar School of Information Technology.

A.1 4. Mr. Amit Jain has been serving as Director of Midaas H&A Private Limited since 2012, bringing over 15 years of rich experience in finance and accounts, operations and production management within the imitation jewellery sector. Leveraging his academic background in BSC Information Technology, he blends technical proficiency with practical manufacturing expertise to drive efficiency, innovation, and quality. He possesses in-depth knowledge of chemicals and electroplating processes enabling the company to maintain superior finishing standards, consistent quality, and enhanced durability across its product range. His leadership has been instrumental in optimizing procurement strategies, strengthening financial controls, streamlining operations, and expanding production capabilities.

A.1 5. He does not belong to any group.

A.1 6. He does not hold any shares of Target Company as on the date of the DPS. However, he has agreed to buy 11,58,672 equity shares by way of Share Purchase Agreement ("SPA").

A.1 7. As on the date of this DPS, he does not have any interest in Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to SPA.

A.1 8. The Networth of the Acquirer 1 as on August 31, 2025 is ₹ 4,00,04,106 (Rupees Four Crore Four Thousand One Hundred and Six Only) as certified vide Networth Certificate dated September 05, 2025 (UDIN 25141347BMOBWL9634) issued by CA Pankaj Khandelwal (Membership No. 141347), Partner at KTM & Co., Chartered Accountants, FRN: 141449W, having office at 509, Atlanta Estate, Near Aarey Metro Station, Off Western Express Highway, Goregaon East, Mumbai 400 063, Mob No. +91 9819503328, Tel No.: 022 48019215 and Email: info@ktmco.in.

A 2. Mr. Hanissh Jaain ('Acquirer 2')

A.2 1. Mr. Hanissh Kanakraj Jaain s/o Kanakraj Rangraj Jain, aged 42 years, an Indian Resident, currently residing at Flat No. 803, 8th Floor, Anmol Prestige Co-op HSG Ltd, Anmol Complex, S. V. Road, Opp Patel Petrol Pump, Goregaon West, Motilal Nagar, Mumbai, Maharashtra 400104. Mob: 9867688833 and Email: jkhanish1982@gmail.com.

A.2 2. He carries a valid passport of Republic of India and also holds a Permanent Account Number (PAN) AFDPJ1462K and DIN 05263777.

A.2 3. He has been awarded Master of Commerce in 2005 from University of Mumbai.

A.2 4. Mr. Hanissh Jaain has been serving as Director of Midaas H&A Private Limited since 2012, bringing over 15 years of versatile experience in sales and marketing, procurement, and supplier management within the imitation jewellery industry. With a deep understanding of market trends, consumer preferences, and competitive dynamics, he has played a pivotal role in building strong domestic expanding the company's client base, and enhancing brand visibility. His expertise in procurement and supplier management ensures a robust and cost-effective supply chain, while maintaining high standards of quality and timely delivery. His relationship building skills, combined with his operational insight, have enabled Midaas H&A Private Limited to forge long-term partnerships with key clients, distributors, and raw material vendors, supporting the company's sustained growth in a competitive market.

A.2 5. He does not belong to any group.

A.2 6. He does not hold any shares of Target Company as on the date of the DPS. However, he has agreed to buy 11,58,671 equity shares by way of Share Purchase Agreement ("SPA").

A.2 7. As on the date of this DPS, he does not have any interest in Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to SPA.

A.2 8. The Networth of the Acquirer 2 as on August 31, 2025 is Rs.4,81,69,031 (Rupees Four Crores Eighty One Lakh Sixty Nine Thousand and Thirty One Only) as certified vide Networth Certificate dated September 05, 2025 (UDIN 25141347BMOWM6897) issued by CA Pankaj Khandelwal, (Membership No. 141347), Partner at KTM & Co., Chartered Accountants, FRN: 141449W, having office at 509, Atlanta Estate, Near Aarey Metro Station, Off Western Express Highway, Goregaon East, Mumbai 400 063, Mob No. +91 9819503328, Tel No.: 022 48019215 and Email: info@ktmco.in.

A 3. Acquirers Confirmation and Undertaking

The Acquirers have confirmed, warranted, and undertaken that:

A.3 1. The Acquirers undertakes that if they acquire any equity shares of the Target Company during the Offer Period, they will inform the Stock Exchange and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and they will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of the Regulations.

A.3 2. Acquirers will not sell any Equity Shares of the Target Company, held, and acquired, if any, during the Offer period in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

A.3 3. Acquirers are not forming part of the present promoters and promoter group of the Target Company

A.3 4. Acquirers are not related to any of the promoters, directors and key employees of the Target Company.

A.3 5. There are no directors representing Acquirers on the board of the Target Company.

A.3 6. Acquirers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act or under any other Regulation made under the SEBI Act.

A.3 7. There are no persons acting in concert ("PACs") with the Acquirers for the purpose of this Open Offer.

A.3 8. Acquirers have not been categorized nor are appearing in the 'Wilful Defaulters or a Fraudulent Borrowers' list issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on wilful defaulters or fraudulent borrowers issued by the Reserve Bank of India.

A.3 9. The Acquirers have not been declared as a Fugitive Economic Offender under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

A.3 10. There are no pending litigations or regulatory actions against the Acquirers that may impact the Offer.

A.3 11. The Acquirers are first cousins and share a familial relationship. Additionally, both Acquirers hold common directorship positions in Midaas H&A Private Limited

B. DETAILS OF THE SELLERS

B.1 All the Sellers are part of the Promoters/ Promoter group of Target Company, and prior to the execution of the Share Purchase Agreement dated September 04, 2025, they collectively hold 23,17,343 (Twenty-Three Lakh Seventeen Thousand Three Hundred Forty-Three Only) equity shares, representing 52.21% of the voting and equity share capital of the Target Company.

B.2 The details of the Sellers are as follows:

Name of the Seller	Nature of Entity	Part of Promoter/ Promoter Group of Target company	Equity Shares/Voting Rights held by the Promoter Seller			
			Pre-SPA Transaction		Post-SPA Transaction	
			No of Equity Shares	% of equity shareholding	No of Equity Shares	% of equity shareholding
Jagdish Prasad Sureka HUF C/O Jagdish Prasad Sureka residing at 29E, Ram Krishna Samadhi Road, Kankurgachi, Kolkata, West Bengal, 700054	HUF	Yes	1,50,000	3.38	0.00	0.00
Savitri Devi Sureka residing at 29 E, R. K. S Road, Kankurgachi S.O, Kankurgachi, Kolkata , West Bengal, 700054	Individual	Yes	6,10,700	13.76	0.00	0.00
Sanjay Sureka residing at 29 E, Ram Krishna Samadhi Road, Kankurgachi, Kolkata, West Bengal, 700054	Individual	Yes	1,59,267	3.59	0.00	0.00
Prismo (India) Limited having its registered office at 2 Ganesh Chandra Avenue, Room-No-5, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700013	Body Corporate	Yes	2,27,084	5.12	0.00	0.00
Shentracon Holdings Private Limited having its registered office 6A Kiran Sankar Roy Rd 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700001	Body Corporate	Yes	3,72,750	8.40	0.00	0.00
Shentracon Finalease Private Limited having its registered office 6A Kiran Sankar Roy Rd 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700001	Body Corporate	Yes	5,28,392	11.91	0.00	0.00
Satya Leasing Company Limited having its registered office 2 G C Avenue Room No 5a, 8th Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700013	Body Corporate	Yes	2,69,150	6.06	0.00	0.00
Total			**23,17,343**	**52.21**	**0.00**	**0.00**

B.3 The Sellers do not belong to any other group.

B.4 Post the completion of the offer formalities, the seller promoters, shall not hold any equity shares of the Target Company, and shall be declassified from the promoter/promoter group.

B.5 The Promoter Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulation made under the SEBI Act.

C. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY

C.1 The Target Company was incorporated on July 14, 1993, as Shentracon Chemicals Ltd under the provisions of Companies Act, 1956 *vide* Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, West Bengal. The Corporate Identity Number of the Target Company is L24299WB1993PLC059449. There has been no change in the name of the Target Company during the last three years. The registered office of the Company is situated at 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001; Tel: 033-22489731 / 9538, Website: www.shentracon.com; Email: investor@shentracon.com.

C.2 The Company is engaged in manufacture of sodium dichromate, basic chrome sulphate, sodium sulphate anhydrous and chrome oxide green using rotary batch of fired technology. Project for manufacture of chromium metal, an import substance product, by the internationally accepted exothermic process for the first time in the country (Source: www.shentracon.com).

C.3 The Authorized Equity Share Capital of SCL is ₹ 5,10,00,000 (Rupees Five Crore Ten Lakh Only) divided into 51,00,000 (Fifty One Lakh) equity shares of face value of ₹ 10/- each. The issued, subscribed, paid-up and listed Equity Share Capital of SCL is ₹ 4,43,81,430 (Rupees Four Crore Forty Three Lakh Eighty One Thousand Four Hundred Thirty Only) divided into 44,38,143 (Forty Four Lakh Thirty Eight Thousand One Hundred and Forty Three) equity shares of face value of ₹ 10/- each.

C.4 The Equity Shares of the Target Company are presently listed at BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Ltd.

C.5 The Equity shares bears ISIN 'INE00US01011', Scrip ID 'SHENTRA' and Scrip Code 530757 at BSE and 29095 at CSE. The Target Company has already established connectivity with both the Depositories *i.e.* NSDL & CDSL.

C.6 As on the date of this Detailed Public Statement, as per the data available on the BSE website, the Target Company does not have:

a. Any partly paid-up equity shares;
b. Outstanding instruments in warrants, or options or fully or partly convertible debentures/preference shares/ employee stock options, etc., which are convertible into equity shares at a later stage;
c. Equity Shares which are forfeited or kept in abeyance;
d. Outstanding Equity Shares that have been issued but not listed on any stock exchanges. (However, 12,37,143 equity shares alloted on preferential basis on 15.3.2006 were pending for Listing with CSE for which the application has been filed to CSE but was not processed due to the suspension of the Target Company on BSE during that period. Thereafter CSE filed application with SEBI for derecognizing themselves and hence the application was not processed. However, the entire issued capital is listed on the BSE as on the date of Detailed Public Statement)."

C.7 Except for 4,00,000 equity shares held by Shentracon Financial Services Ltd., which are under lock-in due to non-submission of KYC documents as per BSE directions, the Target Company has no equity shares under any lock-in obligation as on the date of this Detailed Public Statement.

C.8 The Status of Listing and Suspension of Equity Shares of the Target Company:

a. Trading in the equity shares of the Target Company was **suspended by BSE with effect from September 10, 2001**, due to prolonged non-compliance with listing requirements. The suspension was primarily attributed to **regulatory and governance-related deficiencies**, rather than any accounting irregularities or fraud.

b. As per disclosures made in filings with the stock exchange and detailed in the Directors' Report, the key reasons for the suspension included:
i. Non-compliance with SEBI Listing and Disclosure Regulations, specifically under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR");
ii. Violations of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations");
iii. Non-compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations and Depository-related requirements;
iv. Operational and procedural issues, including:
- Promoters' shareholding not being fully dematerialized;
- Deficiencies in statutory filings and disclosures;
- Non-payment of listing fees and lapses in procedural compliance with the exchange;
- Gaps in compliance with independent director requirements (e.g., registration with the independent Directors' databank and completion of prescribed proficiency test).

c. In order to seek revocation of the suspension and achieve relisting, the Target Company undertook comprehensive corrective actions, including:
i. **Filing of all pending financial statements and annual reports;**
ii. **Submission of updated corporate governance reports and shareholding pattern;**
iii. **Appointment of a qualified Company Secretary / Compliance Officer;**
iv. **Reconstitution of the Board of Directors** in compliance with the SEBI LODR requirements;
v. **Payment of all outstanding dues**, including historical listing fees and applicable penalties, to BSE.

d. Following these actions, **BSE and CSE**, vide their letters dated **July 14, 2025**, and **January 13, 2025**, respectively, **granted in-principle approval** for revocation of suspension, subject to payment of reinstatement fees and completion of the remaining formalities.

e. Subsequently, BSE issued a **public notice on August 11, 2025**, confirming the revocation of the suspension.

f. Accordingly, **trading in the equity shares of the Target Company resumed on BSE with effect from August 19, 2025**, under the **"P" Group**, through a **Special Pre-Open Session (Relist Session)**.

C.9 There has been no merger, de-merger and spin off in the last three years in the Target Company

C.10 There are no pending litigations or regulatory actions against the Target Company that may impact the Offer.

C.11 Based on the information available from BSE, the equity shares of the Target Company are infrequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

C.12 The extract of the financial information based on the unaudited and limited reviewed financial statements for the quarter ended June 30, 2025 and audited financial statements for the financial years March 31, 2025, March 31, 2024, and March 31, 2023, are as under:

(Amount in lakhs except EPS)

Particulars	Unaudited and Limited Reviewed Financial Statements for the quarter ended June 30, 2025*	Audited Financial Statements for the Financial Year ending March 31		
		2025	2024	2023
Total Revenue	12.00*	17.86	0.02	1.71
Net Income (Profit after tax)	7.07*	(29.90)	(10.70)	(9.80)
Earnings per share (EPS) before Extraordinary items	0.16*	(0.01)	(0.24)	(0.22)
Net Worth	-	(192.45)	(162.56)	(151.86)

* *Not Annualized*

The financial information of the Target Company is extracted from the audited financial statements filed with the BSE as per Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

C.13 The present Board of Directors of Target Company are as follows:

Sr. No.	Name	Date of Appointment	DIN	Designation
1	Sanjay Sureka	19/12/2017	00491454	Non-Executive - Non-Independent Director
2	Garima Sureka	29/06/2024	07138785	Non-Executive - Non-Independent Director
3	Chandi Das Chakraborty	14/02/2017	07688518	Independent Director
4	Milan Sardar	23/08/2024	08470284	Non-Executive - Independent Director

Source: MCA Website and BSE Limited

D. DETAILS OF THE OFFER

D.1 The Acquirers has made the Offer in accordance with the Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, to acquire upto 11,53,917 equity shares of ₹ 10/- each representing 26.00% of the equity and voting share capital of Shentracon Chemicals Limited (the **"Offer Size"**), at an Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share/ voting rights from the public shareholders of the Target Company. Assuming full acceptance, the total consideration payable by the Acquirers under this Offer, at an Offer Price, aggregates to ₹ 5,76,958.50 (Rupees Five Lakh Seventy Six Thousand Nine Hundred and Fifty Eight Point Fifty Paisa Only) payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, subject to the terms and conditions set out in the Offer Document.

D.2 This Offer is being made to all the shareholders of the Target Company, except to the parties to the Share Purchase Agreement ("SPA") including persons deemed to be acting in concert with such parties.

D.3 This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the public shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of SEBI (SAST) Regulations and is not a competing offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations.

D.4 The Manager to the Offer, Bonanza Portfolio Limited, does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that, they will not deal in their own account in the equity shares of the Target Company, during the period commencing from the date of their appointment as Manager to the Offer until the expiry of 15 (Fifteen) Days from the date of Closure of this Offer.

D.5 To the best of the knowledge and belief of the Acquirers, there are no statutory and other approvals required to be obtained to complete the Underlying Transaction contemplated under the SPA or to complete this Open Offer. However, it will be subject to all statutory approvals that may become applicable at a later date.

D.6 The Acquirers intend to retain the listing status of Target Company and no delisting offer is proposed to be made.

D.7 In terms of Regulation 23(1) of SEBI (SAST) Regulations, in the event that any of the conditions stipulated in SPA, as set out in Part II (Background to the Offer), are not satisfied or are finally refused or are otherwise not met with for reasons outside the reasonable control of the Acquirers, this Offer shall stand withdrawn. In the event of such withdrawal, a Public Announcement shall be made within 2 (two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such Public Announcement will also be sent to SEBI, BSE and to the Target Company at its Registered Office, in accordance with the provisions of Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

D.8 This Detailed Public Statement is being published in the following newspapers:

Publication	Language	Edition
Financial Express	English	All Edition
Jansatta	Hindi	All Edition
Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition
Duranta Barta	Bengali	Kolkata Edition

D.9 If the Acquirers acquire equity shares of the Target Company during the period of 26 (Twenty-Six) weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price to all Public Shareholders whose Shares have been accepted in the Offer within 60 (Sixty) days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, including subsequent amendments thereto, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

E. In terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers do not currently have any intention to alienate, restructure, dispose of or otherwise encumber any assets of Target Company in the succeeding two years from the completion of this Offer, except in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company. Notwithstanding anything contained herein and except with the prior approval of the shareholders of Target Company through a special resolution, passed by way of postal ballot, the Acquirers undertakes that they will not restructure, sell, lease, dispose of or otherwise encumber any substantial assets of Target Company other than in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company.

F. The Equity Shares of the Target Company is listed at BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited. As per Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations") read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding, on a continuous basis for listing. If, pursuant to this Offer and upon transfer of shares under SPA, the public Shareholding in the Target Company reduces below the minimum level required as per the listing agreement entered into by the Target Company with BSE read with Rule 19A of the SCRR, the Acquirers hereby undertake that their shareholding in the Target Company will be reduced, within the time period specified in the SCRR, such that the Target Company complies with the required minimum level of public shareholding.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. The Acquirers have entered into a Share Purchase Agreement with the Sellers on September 04, 2025 with an Intent to acquire 23,17,343 equity shares of ₹ 10/- each representing 52.21% of the equity and voting share capital of the Target Company at a price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share, aggregating to a total consideration of ₹ 11,58,671.50 (Rupees Eleven Lakh Fifty Eight Thousand Six Hundred Seventy One and Fifty Paisa only). payable in cash, subject to such terms and conditions as mentioned in the Share Purchase Agreement and subject to Acquirers maintaining their shareholding within the limit prescribed for minimum public Shareholding with the acquisition will result in change in control and management of Target Company. The Sellers are part of the Promoters/ Promoter Group of the Target Company.

2. The details are mentioned below:

Promoter Sellers			Acquirer		
Name of Promoter Seller	No. of Equity Shares	% of Equity Shares/Voting Rights	Name of Acquirer	No. of Equity Shares	% of Equity Shares/Voting Rights
Jagdish Prasad Sureka HUF	1,50,000	3.38			
Savitri Devi Sureka	6,10,700	13.76	Amit Jain	11,58,672	26.105
Sanjay Sureka	1,59,267	3.59			
Prismo (India) Limited	2,27,084	5.12			
Shentracon Holdings Private Limited	3,72,750	8.40			
Shentracon Finalease Private Limited	5,28,392	11.91	Hanissh Jaain	11,58,671	26.105
Satya Leasing Company Limited	2,69,150	6.06			
Total	**23,17,343**	**52.21**		**23,17,343**	**52.21**

3. A summary of the salient features of the SPA, which are all subject to detailed terms in the SPA, include the following:

(i) The Sellers are the registered members and beneficial owners of 23,17,343 fully paid-up equity shares of ₹10 each of the Company, comprising 52.22% of the paid-up equity share capital, and have agreed to sell the said Sale Shares to the Acquirers. The Sale Shares are fully paid-up and free from all encumbrances and defects in title.

(ii) The Sellers hereby represent to the Acquirers that
- The Sellers have full authority and power to sell the Sale Shares;
- The Sellers have full authority and power to sell the Sale Shares,
- The Sale Shares are not subject to any pre-emptive or other right,
- The Sale Shares are not subject to any lock-in period,
- The Sellers have not given any non-disposal undertaking to any Lender in respect of the Sale Shares,
- The Sale Shares rank pari-passu in all respects to the Existing Shares,
- The Sale Shares are not the subject matter of any suit or other proceeding or subject to any prohibition, injunction or restriction on sale under any decree or order of any Court or other authority,
- The Sellers have not entered into any agreement for sale in respect of the Sale Shares with any other person nor has the Sellers granted any options in respect of the Sale Shares to any third party and
- There are no outstanding warrants or options in favour of any persons entitling such persons to acquire Shares in the Company.

(iii) On the date of execution of this agreement the Acquirers shall make payment of the full Purchase Consideration to the Sellers in their designated bank account. The Sellers shall transfer Sale Shares in demat form post effective date in accordance with clause 2.3 subject to Acquirers depositing 100% of open offer/obligation in escrow account.

(iv) Subject to Acquirers making payment in full the Purchase Consideration to the Sellers and upon deposit of 100% of Open Offer In Open Offer Escrow Account, the Acquirers within 21 working days from the date of publishing the detailed public statement of the Open Offer by the Merchant Banker, shall appoint3 (three) Directors in the Company to control the management and accept and file the resignation of the existing Directors of the Company from the Board and other Keyman Personnel.

4. Pursuant to SPA, this Offer is being made by the Acquirers in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price will be payable in cash by the Acquirers in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. The main object of the Acquirers for the acquisition is substantial acquisition of Shares/Voting Rights and taking control over the Management, of the Target Company and by above proposed acquisition pursuant to SPA which resulted in triggering of Regulations, the Acquirers will be holding substantial stake and will be in control of the Target Company.

6. The Acquirers will continue with the existing line of business of the Target Company and any subsequent change in the line of activity shall be effected after taking the necessary approvals. However, depending on the requirements and expediency of the business situation and subject to all applicable laws, rules and regulations, the Board of Directors of the Target Company will take appropriate business decisions from time to time in order to improve the performance of the Target Company.

III. EQUITY SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding pattern of the Acquirers in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Mr. Amit Jain		Mr. Hanissh Jaain	
	No. of Equity Shares	% of Voting Share Capital	No. of Equity Shares	% of Voting Share Capital
Equity Shareholding as on the PA date	0	0.00%	0	0.00%
Equity Shares agreed to be acquired under SPA	11,58,672	26.105%	11,58,671	26.105%
Equity Shares acquired between the PA date and the DPS date	0	0.00%	0	0.00%
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	5,76,958	13.00%	5,76,959	13.00%
Post-Offer Shareholding on diluted basis on 10th Working Day after closing of tendering period (assuming full acceptance)	17,35,630	39.105%	17,35,630	39.105%

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed and traded at BSE and CSE.

2. Based on the information available on the BSE and CSE, the annualized trading turnover of the equity shares of the Target Company during the twelve calendar months preceding the month of the Public Announcement *i.e.*, September 01, 2024 to August 31, 2025:

Stock Exchange	Total no. of Equity Shares traded during the 12 calendar months prior to the month of PA	Total no. of listed Equity Shares	Annualized Trading Turnover (as % of total Listed Equity Shares)
BSE	0	44,38,143	0
CSE	0	44,38,143	0

3. Based on the above, the equity shares of the Target Company are infrequently traded on the BSE and CSE in accordance with the provisions of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

4. The Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per share of ₹ 10/- each has been determined considering the parameters as set out under Regulations 8 of the SEBI (SAST) Regulations, being highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price
a)	Highest Negotiated Price under the Share Purchase Agreement attracting the obligations to make an Open Offer	₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa)
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s) by the Acquirers, during the 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirers, during the 26 (Twenty-Six) weeks immediately preceding the date of Public Announcement	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price of Equity Shares for a period of 60 (Sixty) trading days immediately preceding the date of Public Announcement as traded on BSE where the maximum volume of trading in the Equity Shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Available
e)	Where the equity shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the Manager to Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies;	0.24*
f)	The per share value computed under sub-regulation (5) of Regulation 8 of SEBI (SAST) Regulations	Not Applicable, since this is not an indirect acquisition of equity shares

* *Mr. Rushabh Doshi, IBBI Registered Valuer bearing number 'IBBI/RV/03/2022/15050', through his Valuation Report dated September 04, 2025, has certified the fair value of the equity share of Target Company at ₹ 0.24 (Rupees Zero Point Twenty Four Paisa Only) per Equity Share.*

5. In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirers and Manager, the Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share, being the highest of the prices mentioned above, is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations and is payable in cash. The Offer Price is denominated and payable in Indian Rupees only.

6. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted in the event of any corporate actions like bonus, rights issue, stock split, consolidation, dividend, demergers, reduction, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls between the date of this Detailed Public Statement up to 3 (Three) Working Days prior to the commencement of the Tendering Period, in accordance with Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this DPS. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers would comply with Regulation 18 and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations.

8. In case the Acquirers acquires or agrees to acquire any shares or voting rights in the Target Company during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer price, the offer price shall stand revised to the highest price paid or payable for any such acquisition in terms of Regulation 8(8) of SEBI (SAST) Regulations. However, the Acquirers shall not acquire any equity shares of the Target Company after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.

9. An upward revision to the Offer Price or to the Offer Size, if any, on account of future purchases/ competing Offer or otherwise, may be done at any time prior to the commencement of the last one working day before the date of commencement of the Tendering Period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall in accordance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations (i) make further deposit into the Escrow Account prior to such revision; (ii) make a Public Announcement in the same newspapers in which this DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such Public Announcement, inform BSE, SEBI and the Target Company at its Registered Office of such revision.

10. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of 26 (Twenty-Six) weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, the Acquirers will pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within 60 (sixty) days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid if such acquisition is made under another Open Offer under SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptance of this Offer, the total requirement for the Open Offer is ₹ 5,76,958.50 (Rupees Five Lakh Seventy Six Thousand Nine Hundred and Fifty Eight Point Fifty Paisa only) for acquisition of 11,53,917 equity shares of ₹ 10/- each, at an Offer Price of ₹ 0.50 (Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) (**"Offer Consideration"**).

2. The Acquirers have confirmed that they, have adequate financial resources to meet the financial requirements under the Open Offer and have made firm arrangement for financial resources for fulfilling the payment obligations under this Open Offer in terms of Regulation 25(1) of the SEBI (SAST) Regulations and are able to implement this Open Offer. The Open Offer obligations shall be met by the Acquirers through their own internal resources and no borrowings from any Bank/ Financial Institution or NRIs or otherwise is envisaged by the Acquirers for the purpose of this open offer.

3. In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have opened an Escrow Account in the name and style of **"SCL OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT"** bearing **Account No.** 2050858433 with Kotak Mahindra Bank Limited, having its registered office at 2nd Floor, 27BKC, Plot No. C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, Maharashtra (**"Escrow Banker"**) pursuant to an escrow agreement dated September 10, 2025 executed between the Manager to the Offer, the Escrow Banker, and the Acquirers deposited an amount ₹ 6,00,000 being more than 100% of the Offer Consideration payable under this Offer.

4. The Acquirers have duly empowered and authorized Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer, to operate and realize the value of the Escrow Account and the Special Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

5. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied, (a) about the adequacy of resources to meet the financial requirements for the Open Offer and the ability of the Acquirers to implement the Open Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations; and (b) that firm arrangements for payment through verifiable means are in place to fulfill the Open Offer obligations.

6. In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Acquirers would deposit appropriate additional amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As on the date of this DPS, to the best of knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. However, in case any statutory approvals are required by the Acquirers at a later date before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals.

2. All Public Shareholders, including non-resident shareholders of equity shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserves the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the equity shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.

3. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any wilful default or negligence of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the Public Shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if a delay occurs on account of wilful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

4. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers shall have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, the Acquirers, through the Manager to the Offer, shall within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the Detailed Public Statement was published, and such announcement will also be sent to SEBI, BSE, CSE and the Target Company at its registered office.

5. No approval is required from any bank or financial institutions for this Offer.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. No	Tentative Activity Schedule	Day and Date
1.	Date of the Public Announcement	Thursday, September 04, 2025
2.	Publication date of the DPS in the Newspapers	Friday, September 12, 2025
3.	Last date of filing the Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, September 19, 2025
4.	Last date for Competing Offer(s)	Monday, October 06, 2025
5.	Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, October 13, 2025
6.	**Identified Date***	Wednesday, October 15, 2025
7.	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company	Friday, October 24, 2025
8.	Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the Newspapers	Wednesday, October 29, 2025
9.	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Thursday, October 30, 2025
10.	Last date of publication of opening of Offer Public Announcement in the Newspapers	Thursday, October 30, 2025
11.	**Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)**	Friday, October 31, 2025
12.	**Date of Closing of Tendering Period (Offer Closing Date)**	Friday, November 14, 2025
13.	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Friday, November 28 , 2025

(*) Date falling on the 10th working day prior to the commencement of the tendering period, for the purposes of determining the public shareholders of the Target Company to whom the Letter of Offer shall be sent. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) of the Target Company, are eligible to participate in this Offer any time during the tendering period of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All the Shareholders of the Target Company, except the parties to the Share Purchase Agreement including persons deemed to be acting in concert with such Parties, whether holding the Equity Shares in physical form or dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period for this Open Offer.
2. Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e., the date falling on the 10th (tenth) Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. Accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.
3. The Letter of Offer shall be sent through electronic means to those Public Shareholder(s) who have registered their email ids with the depositories and also will be dispatched through physical mode by registered post / speed post / courier to those Public Shareholder(s) who have not registered their email ids and to those Public Shareholder(s) who hold Equity Shares in physical form. Further, on receipt of request from any Public Shareholder to receive a copy of Letter of Offer in physical form, the same shall be provided.

4. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 3, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated February 16, 2023, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an Open Offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well as are eligible to participate in this Offer through Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations
5. In the event that the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under this Offer is more than the number of Equity Shares agreed to be acquired in this Offer, the Acquirers shall accept those Equity Shares validly tendered by such Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager to the Offer.
6. The Open Offer will be implemented by the Acquirers through stock exchange mechanism made available by BSE in the form of separate window ("**Acquisition Window**") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCRIII/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021.
7. The shares of the Target Company are listed at BSE and CSE. The Acquirers intend to use the Acquisition Window Platform of BSE for the purpose of this offer and for the same BSE shall be the designated stock exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer. Further, Separate Acquisition Window will be provided by the BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for demat shares as well as physical shares.
8. The Acquirers have appointed Nikunj Stock Brokers Limited ("**Buying Broker**") as the registered broker for this Offer, through whom the purchases and the settlement of the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	Nikunj Stock Brokers Limited
CIN	U74899DL1994PLC060413
Address	A-92, Ground Floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007
Contact Number	011- 47030017 / 8700240043
E-mail Address	complianceofficer@nikunjonline.com
Contact Person	Mr. Pramod Kumar Sultania
Website	www.nikunjonline.com
SEBI Registration No.	INZ000169335

9. Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers ("**Selling Broker**") within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
10. Upon finalization of the entitlement, only accepted quantity of equity shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.
11. The process of tendering Equity Shares by the Public Shareholders holding demat and physical equity shares will be separately enumerated in the Letter of Offer and would be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and on website of Manager to the Offer at www.bonanzaonline.com.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED OR COURIERED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS ON THE IDENTIFIED DATE. KINDLY READ IT CAREFULLY BEFORE TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER. EQUITY SHARES ONCE TENDERED IN THE OFFER CANNOT BE WITHDRAWN BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS.

X. OTHER INFORMATION

1. All the information pertaining to the Target Company and/or the Sellers in the Public Announcement and the Detailed Public Statement has been obtained from publicly available sources or provided by the Target Company or the Sellers, as the case may be, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirers or the Manager to the Offer. The Acquirers and the Manager to the Offer does not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company and/or the Sellers.
2. The Acquirers, jointly and severally, accept full responsibility for the information contained in the Detailed Public Statement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by the Target Company and/or the Sellers) and also accept responsibility of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations.
3. The Acquirers have appointed Purva Sharegistry (India) Private Limited (CIN No:U67120MH1993PTC074079), as the Registrar to the Offer, having their office located at Unit No.9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (East), Mumbai, Maharashtra 400011, **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri, **Tel:** 91 022 4961 4132, **Email:** support@purvashare.com and **Website:** www.purvashare.com.
4. The Acquirers and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in the securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under the SEBI Act.
5. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have appointed Bonanza Portfolio Limited as the Manager to the Offer.
6. A copy of the PA is available and this DPS is expected to be available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and Bonanza Portfolio Limited (Manager to the Offer) at www.bonanzaonline.com.
7. In this DPS, all references to Rs., ₹ are references to the Indian Rupees
8. In this DPS, any discrepancy in any amounts as a result of multiplication and/or totaling is due to rounding off

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OPEN OFFER

Bonanza

BONANZA PORTFOLIO LIMITED
CIN: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063
Contact Person: Ms. Swati Agrawal/ Mr. Abhay Bansal
Tel No.: +91 22 68363773/ +91 11 40748709
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com/ abhay.bansal@bonanzaonline.com
Investor Grievance Email: mbgrievance@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

For and on behalf of the Acquirer,

Place : Mumbai
Date: September 11, 2025

Sd/- Mr. Amit Jain
Sd/- Mr. Hanissh Jaain

নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পাওয়া যাবে

কলকাতা, দুরন্তবার্তা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ নোয়াপাড়া থেকে বিমান বন্দর মেট্রো রুট ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে খোলা থাকবে। নয়া টাইম টেবিল ঘোষণা করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে শনি এবং রবিবারও নোয়াপাড়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো রুট খোলা থাকবে। এমনটাই ইতিমধ্যে মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে। ২২ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মেট্রোর উদ্বোধনের পর সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শনি এবং রবিবার মেট্রো চলাচল করবে এই রুটে ১৩ ই সেপ্টেম্বর থেকে। শনিবার সকাল ৭ টা ৩৫ মিনিট থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে চলবে ৮টা বেজে৩২ মিনিট পর্যন্ত। রবিবার ৮ ৩৫ মিনিটে পরিষেবা চালু হবে চলবে ৮ ২২মিনিট পর্যন্ত। ওই রুটে মেট্রো যাত্রীর চাহিদা যথেষ্ট। তাই পুজোর আগে রোজগার বাড়াতে শনি ও রবিবার মেট্রো চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একদিকে শনি ও রবিবার বহু মানুষ পুজোর কেনাকাটা করতে বের হবেন এবং তার পাশাপাশি অনেকেই ঘরের বাইরে বের হন এই দুদিন। তাই উৎসব মুখর বঙ্গে এই দুদিন যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে অতি দ্রুত মানুষকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে ওই রুটে মেট্রো পরিষেবা দিতে নয়া টাইম টেবিল চালু করল কর্তৃপক্ষ। এদিকে, গত ফেব্রুয়ারি মার্চ থেকে নিউ গড়িয়া বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের কাজ চিংড়িঘাটার জটিলতায় আটকে রয়েছে। গত মঙ্গলবার এই নিয়ে আলোচনায় বসেন উভয়পক্ষ। মেট্রো জটিলতা কাটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উৎসবের মৌসুম শেষ হলে কাজ শুরু হতে পারে অসম্পূর্ণ চিংড়িঘাটার ওই অংশে। ফলে নিউ গড়িয়া বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের যে কাজ আটকেছিল মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশে তার ছাড়পত্র মিলতে চলেছে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চালু হলে বিমানবন্দর পৌঁছতে খুব কম সময় লাগবে। উৎসবের মাশরুম শেষ হলেই গতি পেতে পারে চিংড়িঘাটার আটকে থাকা মেট্রো অরেঞ্জ লাইনের কাজ। চিংড়িঘাটার অচল অবস্থা সমাধানের পথে। সব ঠিক থাকলে আগামী ১৪ নভেম্বর কাজ শুরু হতে পারে ওই আটকে থাকা অংশে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার দুপুরে মেট্রো ভবনে বৈঠকে বসেন মেট্রো রেল বিকাশ এবং কলকাতা ও বিধান নগর কমিশনারের পুলিশের আধিকারিকরা। দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নভেম্বরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ট্রাফিক চলাচল বন্ধ করে ওই এলাকার কাজ করা হতে পারে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নিউ গড়িয়া বিমানবন্দরের মেট্রো প্রকল্পের কাজ চিংড়িঘাটায় গিয়ে থমকে যায়। প্রায় গোটা প্রকল্প শেষ হলো মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ওই লাইনের সম্প্রসারণ বন্ধ থাকে। কলকাতা পুলিশ ছাড়পত্র না দেওয়ায় কাজ বন্ধ রাখা হয়। নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রো চালু হলেও বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবারে দীর্ঘ বৈঠকে ঠিক হয়েছে নভেম্বরের নির্দিষ্ট সপ্তাহ গুলিতে শুক্র শনি ও রবিবার চিংড়িঘাটা মোড়ে ট্রাফিক বন্ধ রাখা হবে। সেইসব দিনে গাড়ি ঘোরানো হবে অন্য রুটে। সেই সময়ের মধ্যে ৩৬৬ মিটার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে আরভিএন এল। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর তথা জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশন অরেঞ্জ লাইন চালু হয়ে যাবে অতি দ্রুত। এর ফলে মেট্রোর গতি আরো বাড়বে।

কলকাতা পুরসভায় বোনাস বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে বোনাস তরজা কলকাতা পুর সভার মাসিক অধিবেশনে। বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আগে বোনাস তরজা কলকাতা পুর সভার মাসিক অধিবেশনে। কলকাতা পুর সভার অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীদের বোনাস সহ বাংলা ভাষায় বোর্ড নিয়ে উত্তাল মাসিক অধিবেশন। বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী ও বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষ। হাউসে প্রস্তাব উত্থাপন করে একদিকে সজল ঘোষ যখন বাংলায় সাইন বোর্ড করার সিদ্ধান্ত কে স্বাগত জানান। আবার অন্যদিকে কলকাতা পুর সভায় মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ছবি জ্বালানোর ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাবের দাবি তুলেন তিনি। এছাড়া এদিন কলকাতা পুর সভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কটাক্ষের জবাব দিলেন সজল ঘোষ যেখনে অধিবেশনে সজল ঘোষের বাড়িতে আগে একটা গাড়ি ছিল এখন ৬ টা গাড়ি বলে কটাক্ষ করেন মেয়র। তার উত্তরে মেয়রকে পাল্টা কটাক্ষ করে সজল ঘোষের বলেন যে মেয়র একদিকে উর্দু ভাষায় কথা বলতে বলছেন। আবার অন্য দিকে বাংলায় সাইন বোর্ড লাগানোর কথা বলছেন। এদিন তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন যে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মী যারা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মিশনে কাজ করে তাদের টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন অরূপ চক্রবর্তী। তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করছে। তারই প্রতিফলন হিসাবে কলকাতা পুর সভার স্বাস্থ্য কর্মীরা দুর্গা পুজোর উৎসবে বোনাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাসিক অধিবেশনে কলকাতা পুর সভার পক্ষ থেকে এই সমস্ত কর্মীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে অরূপ চক্রবর্তী। তার উত্তরে ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পরিষদ স্বাস্থ্য অতীন ঘোষ অধিবেশনে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে স্বাস্থ্য বিভাগের অস্থায়ী কর্মীদের আর্থিক সাহায্যের আবেদন রাখেন। মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে দেখার আশ্বাস দেন মেয়র। তবে পুরভার কর্মীরা যাতে বোনাস পায় তার চেষ্টা হচ্ছে।

ভারতীয় রেলওয়ে আনন্দের সাথে আইজলের সাইরাং স্টেশন থেকে তিন জোড়া নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করার ঘোষণা করছে। এই ট্রেনগুলি মিজোরাম রাজ্যের রাজধানী ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থলগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যাপকভাবে উন্নত করবে। তিন জোড়া ট্রেনের উদ্বোধন ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে হবে এবং তারপরে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে।

মুর্শিদাবাদে বালি ব্যবসায়ী খুনের চারদিন পর গ্রেপ্তার ৪

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের বালি ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে চারদিন পর এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক মহিলা সহ চারজনকে গ্রেফতার করলো রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মাসুদুল শেখ ওরফে রাজা, আব্দুল কায়েম ওরফে রিপন, আসি আলী এবং চুমকি বিবি। এর মধ্যে রাজা হল মৃত বালি ব্যবসায়ী কায়েম শেখের খুড়তুতো ভাই। ধৃতদের সকলেরই বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে বৃহস্পতিবার তাদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান ত্রিকোণ প্রেমের কারণেও খুন হয়ে থাকতে পারেন ওই বালি ব্যবসায়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত শনিবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর গ্রামে নিজেরই ব্যবসার জায়গার কিছুটা দূরে নৃশংসভাবে খুন হন মুর্শিদাবাদের এক নামকরা বালি ব্যবসায়ী, কায়েম শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই বালী ব্যবসায়ীকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য তাকে একাধিকবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। মৃত ওই যুবকের মাথা, হাত, পা এবং শরীরের অন্য কয়েকটি জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর একাধিক চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, জরুর গ্রামের বাসিন্দা কায়েম শেখ বছর কয়েক আগে পর্যন্ত রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সম্প্রতি সে বালির ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং এলাকায় 'নামি' বালি ব্যবসায়ী হিসেবে ধীরে ধীরে তার পরিচিতিও গড়ে উঠেছিল। নুরুল শেখ নামে মৃত ওই যুবকের এক ভাই খুনের ঘটনার পর জানিয়েছিলেন, 'শনিবার রাতে আমার দাদা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জরুর গ্রামেই ধর্মীয় একটি গানের অনুষ্ঠানে গান শুনতে গিয়েছিল।' সূত্রের খবর, ধর্মীয় কিছু গান শোনার পর কায়েম ওই আসর থেকে বেরিয়ে চলে আসেন এবং বন্ধুদের সঙ্গেই অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে একটি চায়ের দোকানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দেন। এরপর কায়েম নিজের মোটরসাইকেলটি ওই চায়ের দোকানে রেখে অন্য এক ব্যক্তির মোটরসাইকেল করে কোথাও চলে যান। তারপর থেকে কায়েমের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। মৃতের পরিবার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, শনিবারের গভীর রাত পর্যন্ত কায়েম বাড়িতে ফিরে না আসায় তারা বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ করা হলেও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। নুরুল বলেন, 'রবিবার সকাল নাগাদ আমরা জানতে পারি নিজের ব্যবসার জায়গা থেকে কিছুটা দূরে রক্তাক্ত অবস্থায় একটি পুকুরের মধ্যে কায়েমের দেহ পড়ে রয়েছে।' তিনি বলেন, কায়েমের যা শারীরিক সক্ষমতা ছিল তাতে এক বা দু'জনের পক্ষে তাকে এত নৃশংসভাবে খুন করা সম্ভব নয়। আমাদের অনুমান একাধিক ব্যক্তি এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।' প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক বিবাহ বিচ্ছেদের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেই কারণে দু'টি পরিবারের মধ্যেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। তবে ঠিক কী কারণে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ধৃত চারজনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে পুলিশ।

হাওড়ায় দাসনগরে আরতি কটন মিলের শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্তবার্তা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ নরেন্দ্র কাপ টুর্নামেন্ট উদ্বোধনে গিয়ে হাওড়ার দাসনগরে রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির নেতৃত্বে আরতি কটন মিলের শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের স্মরণে বৃহস্পতিবার সকালে 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তেওয়ারি। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর ব্লকের তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন আরতি কটন মিলের শ্রমিকরা গত প্রায় সাত মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। মিলের উৎপাদন কয়েক বছর বন্ধ। পুজোর মুখে এদিন বিক্ষোভকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। নামানো হয় র‍্যাফ। বিক্ষোভের সময় রাজ্যের মন্ত্রী মনোজের সঙ্গে কথা হয় শমীক ভট্টাচার্যের। এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। শমীক ভট্টাচার্য নরেন্দ্র কাপ টুর্নামেন্ট এর উদ্বোধন করেন। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, আজ শিকাগো বক্তৃতার ঐতিহাসিক দিন। সেই সম্মান জানাতেই এই কাপের আয়োজন। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কোনও রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করা নয়। মিল বন্ধ থাকলে সেটা খোলার জন্য শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাবেনই। তিনি আরও বলেন, শিকাগো বক্তৃতার ঐতিহাসিক দিনে সারা ভারতবর্ষে প্রতিটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে নরেন্দ্র কাপ। মিল বন্ধ থাকলে শ্রমিকরা চাইবে তা খোলা হোক। হাওড়াকে একসময় শেফিল্ড অফ ইন্ডিয়া বলা হত। ৪০ বছর আগে বেলিলিয়াস রোড, বেনারস রোডের যে অবস্থা ছিল এখন সেখানে তা আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গার কলকারখানাগুলো শুধু বন্ধ হচ্ছে না সেগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যাতে ভারী শিল্পের পুনরুত্থান হয়, এখানে যাতে বিনিয়োগ আসে, এবং বন্ধ কারখানার তালা খোলে সবাই চায়, আমিও চাই। এই মিলটি যাতে চালু করা যায় তার জন্য টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টের মেন্টর হিসেবে জানিয়েছি যাতে বন্ধ কারখানাগুলো শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে আবার চালু করা যায়। সেই ব্যাপারে যাতে সচেষ্ট হওয়া যায়। এই বিষয়টি নিয়ে সরকার চেষ্টা করছে। অনেক ফান্ড আছে। কিন্তু খরচ হচ্ছে না। অন্যদিকে, এদিনের আন্দোলন প্রসঙ্গে মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, আরতি কটন মিল বন্ধ হয়ে আছে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। ওরা (বিজেপি) এখন মানুষের কাছে পৌঁছতে ফুটবল টুর্নামেন্ট করছে। এর থেকে লজ্জার ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আমরা এরই প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি। যেখানে দিনরাত পরিশ্রম করে শ্রমিকদের রুজি রোজগার হয় সেই মিল প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের কি করে মনে হয় যে এখানে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করা হবে। এখানকার শ্রমিকদের দাবি যাতে অবিলম্বে এই কারখানার উৎপাদন চালু হয়। ততদিন পর্যন্ত এখানে যেন কোনও টুর্নামেন্ট না হয়। সেই কারণে আমরা আজকে মিলের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তাদের অবস্থার কথা চিন্তা করে আমার কষ্ট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি চাইতো তাহলে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলতে পারত। খেলাটা ওয়াক ওভার দেওয়া দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যেখানে পুলওয়ামায় পর্যটকদের খুন করা হয়েছে। এয়ার স্ট্রাইক এর সময় আমাদের কয়েকজন সেনা শহীদ হয়েছেন। তারপরেও কি করে পাকিস্তানের সাথে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয় ? শ্রমিকদের অভুক্ত রেখে কি করে এই আরতি কটন মিলের মাঠে খেলা পরিচালনা করতে পারে? এর উত্তর আমরা চাই। আমরা দাবি করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরতি কটন মিলের উৎপাদন যেন চালু হয়। মনোজ বলেন, বিজেপি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। তারা বলেছিল ক্ষমতায় এলে পেট্রোলের দাম কম হবে, কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। সে ব্যাপারে এখন কোনও উত্তর নেই। তাদের দেশের মানুষের বা শ্রমিকদের কি লাভ হচ্ছে ? যারা দেশের জন্য লড়াই করছে সেই সেনাদের কি লাভ হচ্ছে? আসলে একন কেউ আর শ্রমিকদের কথা ভাবে না। ভোট রাজনীতি শুরু হয়েছে। রাজ্যে শিল্প মার খেতে শুরু করেছে। বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বাংলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। রাজ্য ত্যাগ করে বাইরে রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। বাংলার মানুষ অপমানিত হচ্ছে। তার কোনও প্রতিকার করা যাচ্ছে না। সবাই এ ব্যাপারে নিরব হয়ে রয়েছে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ-১) **দিনেশ প্রসাদ সিং** পিতা-মৃত বাসদেও সিং ২) **শেখর সিং** পিতা-দনেশ প্রসাদ সিং। আমক্তোরনামা দাতাঃ- **জগবন্দু বর্মন ২) দীনবন্দু বর্মন ৩) কৃষ্ণপ্রসাদ বর্মন** সকলের পিতা-বিজয় লাল বর্মন, আমক্তোরনামা গ্রহিতা- **মুন্না কুমার সিং** পিতা- রামেশ্বর সিং, ঠিকানা-প্রকাশনগর, সালুগাড়া, জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি।

আমক্তোনামা নং ও সন **IV-0012 (2019) A.D.S.R BHAKTINAGAR** আমক্তোনামা বলে দলিল ও সন **I-2930 (16/03/2022), I-2931 (16/03/2022) ALL DEED A.D.S.R BHAKTINAGAR OFFICE**

মিউটেশন কেশ নং- **MN/2025/0701/19929 & MN/2025/0701/19930**

উক্ত আমক্তোনামা দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাস এর মধ্যে রাজগঞ্জ. বি.এল. এণ্ড এল.আর. ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদন টি নিস্পত্তি করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তপশীল সম্পত্তির বিবরন ও পরিমান এবং খতিয়ান।

মৌজাঃ ডাবগ্রাম
সীট নং-আর.এস.-৫, এল.আর.-২২
আর.এস. দাগ নং-৭ / ৮৮৮ ও ২ / ৭০৫, এল.আর, দাগ নং-১৪১
আর.এস. খং নংঃ ৮১৪ /১ ও ১১৮ /৩, এল.আর, খং নং-২২,২৩ ও ২৪
জমি- ২০ কাঠা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী বিভাগ ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম ও ঠিকানা ১) **দিনেশ প্রসাদ সিং** পিতা-মৃত বাসদেও সিং ২) **শেখর সিং** পিতা- দনেশ প্রসাদ সিং, ঠিকানা-প্রকাশনগর, সালুগাড়া, জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি।

HIRBANDH GRAM PANCHAYAT
Vill.-Tilabani, PO-Bauridiha, Dist-Bankura, Pin-722121
NIeT No.-06/HirGP/2025-26, Date-11/09/2025

e-Tender are hereby invited by this office from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for the different works. Fund: APAS. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid (online) on **19.09.2025 up to 16.00 hrs**. Date of Opening of Bid at office of the Hirbandh Gram Panchayat on **23.09.2025 from 11.00 hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' এবছর হবে

দুরন্তবার্তা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা, ২২ টি জেলা সহ বিশ্বের নানা প্রান্তের সেরা পুজোগুলিকে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, সেরা মণ্ডপ, সেরা প্রতিমা, বিশেষ পরিবেশ বান্ধব পুজো, সেরা সমাজ সচেতনতা এরকম কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ থেকে শুরু করে অনলাইনে আবেদন জমা করা যাবে এ মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত। জেলাগুলির ক্ষেত্রে অফলাইনে আবেদন করার সুবিধা থাকছে। পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীর দিন পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হবে। মন্ত্রী জানান, আগামী মাসের ৫ তারিখে কলকাতার রেড রোডে পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে জেলাগুলিতেও পুজো কার্নিভাল হবে আগের দিন ৪ঠা অক্টোবর। তথ্য সচিব শান্তনু বসু, রাজ্যে তথ্য অধিকর্তা কৌশিক বসাক ও অতিরিক্ত তথ্য অধিকর্তা কৌস্তভ তরফদার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/SLUDGE/B-1/25-26**
Name of the Work: **Periodical inspection and desilting the suction end of the pump units of sludge water pimping stations at sludge pond area under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,98,940.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **180 days.**
2. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-36**
Name of the Work: **Construction of M.S. fabricated store room after developing the RCC foundation, adjacent to the office annex building at RWPS Campus.** Estimated Amount: ₹ **4,90,497.00.** Earnest Money: ₹ **9,810.00**. Period of Completion: **21 days.**
Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **23.09.2025 at 2.00 p.m./ 25.09.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2).

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/W79-26/T-32/25-26**
Name of the Work: **Providing new F.W. connection to The Community Toilet Blocks Constructed by Water for people for ITC Mission Sunehra Kal Project at Hide Road, Jackson Bustee, 11 No. Dock East Boundary Road etc. in Ward No.-79.** Estimated Amount: ₹ **1,98,447.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/W78-18/T-53/25-26**
Name of the Work: **Maintenance of existing F.W. Pipes and Replacement of damaged G.I. Utility Pipes at 41/H/7, Ekbalpore Lane, 2 Mominpore Road, 3 Nawab Ali Lane and surrounding areas in Ward No. 78 (Br. Fund 25-26).** Estimated Amount: ₹ **2,99,089.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **18 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/West/W69/T-06/2025-26**
Name of the Work: **Improvement of F.W. supply at Uttaran No. 39B Beltala Road, Ahiripukur 2nd Lane and also its Adjoining area in Ward No.-69.** Estimated Amount: ₹ **3,99,695.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
4. NIT No.: **KMC/WS/West/W69/T-08/2025-26**
Name of the Work: **Laying of New 100 mm Dia D.I. Pipeline for replacement of existing damaged one along Valmikee St. and Eastern Flank of Earle St. in Ward No.-69.** Estimated Amount: ₹ **2,42,466.00.** Earnest Money: ₹ **4,900.00**. Period of Completion: **12 days.**
5. NIT No.: **KMC/WS/WEST/W71/T-08/2025-26**
Name of the Work: **Extension of 100 MM Dia D.I. Pipeline Network in the Unpiped Zone of 1, 3 Debendra Ghosh Road Bustee area for improvement of F.W. supply in Ward No.-71.** Estimated Amount: ₹ **4,79,661.00.** Earnest Money: ₹ **9,595.00**. Period of Completion: **12 days.** Last date of receipt / opening of Tender (Online): **22.09.2025 at 11.00 a.m./ 24.09.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1), **23.09.2025 at 11.00 a.m./25.09.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 2), **23.09.2025, 1.00 p.m./25.09.2025, 1.30 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4) & **23.09.2025, 1.00 p.m./ 25.09.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 5). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3 & 4).

The **Executive Engineer (Water Supply), Br.-XVI, KMC** invite e-tender for the following work :–
NIT No.: **KMC/WS/JOKA/33/2025-26**
Name of the Work: **Restoration of Water Supply by Leaks repair stand Post repair cut and flush end Cap Wash at P. Roy Road, Ishan Ghosh Road Road, Kailash Ghosh Road and B.M. Roy Road Ward No. -123.** Estimated Cost of the Work: ₹ **2,62,184.23.** Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **35 days.** Last date of submission of bid: **22.09.2025 upto 2.00 p.m.** Tender will be opened on: **24.09.2025 at 3.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.09.2025 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), S.S. Unit, KMC** invite e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-121/17/25-26/110 (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of service main by fixing of leakages, sluice valve at B.C. Roy Road near Jayashree Park and other places with Allied Works in Ward No.-121 under Borough-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **1,58,703.01.** Earnest Money: ₹ **3,180.00**. Period of Completion: **21 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-121/16/25-26/109 (1st Call)**
Name of the Work: **Mending of leakages along with Street Tap, Chamber, Cap Wash Entire P.B. Road, Netaji Sarak, Mondal Para, 47 B.C. Roy Road, Jadu Colony Sukanta Pally etc. in Ward No.-121 under Borough-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,61,475.72.** Earnest Money: ₹ **5,230.00**. Period of Completion: **31 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-121/15/25-26/108 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing and maintenance of different dia F/W Service Main at Sukanto Pally, Majlish Ara, Nazu Ostaga Lane, Monmohan Park and other places in Ward No.-121 under Borough-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,02,183.87.** Earnest Money: ₹ **4,050.00**. Period of Completion: **21 days.**
4. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-128/08/25-26/111 (1st Call)**
Name of the Work: **Enhancement of F/W Supply works for damaged portions of 500 mm dia and 450 mm dia R/Main Pipe Lines at Biren Roy Road (West) near (1) Natunpara Axis Bank (2) Bishal Garments (Sakuntala Park) (3)H/No. 3 etc. in Ward No.-128 (Br.-XIV).** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,88,998.03.** Earnest Money: ₹ **5,780.00**. Period of Completion: **18 days.**
5. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-128/09/25-26/112 (1st Call)**
Name of the Work: **Laying of 100 mm dia D.I. Filtered Water S/Main Pipe Line at Dr. N.G. Saha Road (1) near H/No. 35C, to H/O, Samir Das (2) near 66, Parui Dharmarajtala to 80/4, Parui Kancha Road in Ward No.-128 (Br.-XIV).** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **1,11,418.51.** Earnest Money: ₹ **2,230.00**. Period of Completion: **16 days.**
6. NIT No.: **KMC/WS/EE/SSU/W-122/15/25-26/D7/106**
Name of the Work: **Repairing of service main leakages, damaged pipes, fittings, HSC and allied works for execution of S&D Deptt's Work near 103/1, 271 Ramkrishna Nagar, 866, 112D, 1053, 1139, 1371, 1671 U.A.K. Sarani, 82 Pally etc. in Ward No.-122, Borough-XIII.** Estimated Amount: ₹ **2,41,480.05.** Earnest Money: ₹ **4,900.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **13.10.2025 (upto 2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) & **22.09.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 6). Tender will be opened on: **15.10.2025 (at 2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5) & **24.09.2025, 2.00 p.m.** (for Sl. No. 6). The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5) & **12.09.2025, 10.00 a.m.** (for Sl. No. 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer, Water Supply (South), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/092/2025-26/07/1st Call**
Name of the Work: **Maintenance of water supply network system by cut and flush method and other allied works at Naskar Para Lane, Beni Banerjee Lane and other different places in Ward No.-92, Br-X.** Estimated cost: ₹ **1,95,657.49.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/092/2025-26/03/1st Call**
Name of the Work: **Development of F/Water Supply by replacement with necessary diversion of old and damaged 150 mm dia. C.I. Main from Jadavpur P.S. to 25/1, Selimpore Road (Jibanananda Setu) in Ward No.-92.** Estimated cost: ₹ **2,97,363.58.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.**
3. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/081/2025-26/04/1st Call**
Name of the Work: **Replacement of old worn out and damaged 100 mm dia C.I. Main at 538, 563, 584A, 586 Block-N (near Kasheswari Girl's Primary School & St. Thomas Institution) in Ward No. -81.** Estimated Cost: ₹ **2,99,762.52.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.**
4. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/093/2025-26/04/1st Call**
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Net Work system by replacing 100 mm dia pipe near Prem. No. 1/1H, 1/1F, 191, 195, 202, 212 Jodhpur Park in Ward No. 93, Borough-X.** Estimated Cost: ₹ **4,56,221.60.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/WS/EE/S/081/2025-26/03/1st Call**
Name of the Work: **Replacement of Old Worn out and damaged 100 mm dia C.I. Main at 808 to 782, Block-P (Krishna Chanrda Dey Sarani), in Ward No.-81.** Estimated cost: ₹ **3,78,637.14.** Earnest Money: ₹ **7,600.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date of submission of bid: **22.09.2025, 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on: **24.09.2025, 2.30 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025, 5.30 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

1053/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২

বাঙালি কথা সাহিত্যিক

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলতেন তিনি কলম ধরেছেন শুধু সাহিত্যিক হবেন বলে। ফরমাইসি চিত্রনাট্য লেখার জন্য নয়। নিজের লেখা গপ্পো-উপন্যাসে সেটা করে দেন কারণ সেটা তাঁর সৃষ্টি। তখন তিনি উঠতি লেখক, শশধর মুখার্জির থেকে স্ক্রীপ্ট লেখার প্রস্তাব আসে। মাসমাইনের সাথে লোভনীয় অফার কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে টলানো যায় নি। সত্যি বলতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই সাহিত্যিক যিনি আমৃত্যু দিয়ে গিয়েছেন বিনিময়ে কিছুই পাননি। বহু বাংলা, হিন্দি সুপারহিট ছবির কাহিনীকার অথচ পর্দায় নাম দূরে থাক, কৃতজ্ঞতা স্বীকারটাও তিনি পেয়েছেন, এমন নয়। গভীর প্রেমের পাশাপাশি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ছিল তুমুল চলচ্চিত্র-উপাদান। বিশিষ্ট পরিচালকদের নজর এড়ায়নি।শুধু বাংলার নয়, হিন্দিরও। 'নার্স মিত্র' গল্পটি প্রকাশ পাওয়া মাত্র দারুণ জনপ্রিয় হয়। একজন নার্সের জীবনের প্রেম এবং প্রেমহীনতার গল্প। সেই গল্প নিয়ে বাংলা ছবি 'দীপ জ্বেলে যাই' তৈরি করেছিলেন অসিত সেন। অভিনয়ে সুচিত্রা সেন, বসন্ত চৌধুরি, অনিল চট্টোপাধ্যায়। দারুণ সাফল্য পেয়েছিল ছবিটি। একই গল্প নিয়ে প্রায় দশ বছর পর অসিত সেন হিন্দিতে তৈরি করেছিলেন 'খামোশি'। অভিনয়ে ওয়াহিদা রেহমান, রাজেশ খান্না, ধর্মেন্দ্র। আবার সাফল্য। দুটি ছবিতেই অসাধারণ সুর করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এই গল্প নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছিল তেলুগু ভাষাতেও। একজনও কি মনে রেখেছেন হিট সেই ছবিগুলোর কাহিনীকারের নাম! তখনও কি কেউ মনে রেখেছিলেন, আজও কি কেউ মনে রেখেছেন! আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর প্রতিটি গল্প, উপন্যাস ছিল কন্যাসম। সিনেমার রাইট দিয়ে দেওয়াকে তিনি বলতেন পরের হাতে তুলে দেওয়া। চিত্রনাট্য লেখাটা তাঁর কাছে ছিল সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া। হয়ত উপেক্ষায়, অবজ্ঞায় আশুতোষ বাবু অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বলতেন কী যায় আসে! বিয়ের সময় বাবা যেভাবে মেয়েকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরের হাতে তুলে দেয়, আমিও সেটাই করেছি। বিয়ের পর মেয়ে তো পরেরই হয়ে যায়। কতটা বেদনার সাথে কথাগুলো বলতেন না হলে এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়! ব্যতিক্রম 'কাল তুমি আলেয়া'। তিনি উত্তমকুমারকে বলেছিলেন, এটা হতে পারে না দাদা। তুমি আমার বাড়ি এসে রাতের পর রাত জেগে ঘষেমেজে স্ক্রিপ্ট করবে। আর তোমার নাম থাকবে না, তা হয় না। সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাহিত্যিক আশুতোষ এতটাই লতায় পাতায় জড়িয়ে ছিলেন, দেখে বোঝার উপায় ছিল না ওরা সহোদর, নাকি বন্ধু? কালকূট সমরেশ বসুর সাথে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সমরেশের 'বিবর' আর 'প্রজাপতি' নিয়ে সাহিত্য মহলে তুলকালাম। একদিন সমরেশ বসু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বললেন, 'পড়েছেন?' প্রশ্নের মতোই জবাবও একটি শব্দে, 'পড়েছি।'

বাঙালি মুসলিম সঙ্গীত সাধনা

বিশিষ্ট বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ এবং সেতার ও সানাই এবং রাগ সঙ্গীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু আলাউদ্দিন খাঁ। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ একজন বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ। বাবা আলাউদ্দিন খান নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। সেতার ও সানাই এবং রাগ সঙ্গীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু হিসাবে সারা বিশ্বে তিনি প্রখ্যাত। মূলত সরোদই তার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাহন হলেও সাক্সোফোন, বেহালা, ট্রাম্পেট সহ আরো অনেক বাদ্যযন্ত্রে তার যোগ্যতা ছিল অপরিসীম। আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম তৎকালীন ত্রিপুরা প্রদেশের শিবপুর গ্রামে যা বর্তমানে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত। তার সন্তান ওস্তাদ আলী আকবর খান ও অন্নপূর্ণা দেবী নিজস্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আচার্যের বিখ্যাত শিষ্যরা হলেন পণ্ডিত রবি শঙ্কর, পণ্ডিত নিখিল ব্যানার্জী, বসন্ত রায়, পান্নালাল ঘোষ সহ আরো অনেকে। আচার্য আলাউদ্দিন খান সাহেব নিজেও অনেক বিখ্যাত গুরু হতে দীক্ষা নিয়েছেন। আলাউদ্দিন খাঁ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর সংগীত সভায় যন্ত্র বাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জগৎকিশোর সানন্দে তার ব্যবস্থা করে দেন। জানা যায় যে, আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতে পারদর্শীতা দেখাবেন এমন অভিলাষ নিয়েই সকাল বেলায় সভায় আসন গ্রহণ করেন। সেসময় মুক্তাগাছার সংগীত সভায় ছিলেন বিখ্যাত সরোদী আহমদ আলী খাঁ। আলাউদ্দিনের সভায় আসার আগে থেকেই তিনি সরোদ বাজাচ্ছিলেন। তার বাজনা শুনে আলাউদ্দিন খাঁ অভিভূত হয়ে পড়েন ও তার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন। জগৎকিশোরের অনুরোধে আহমদ আলী খাঁ আলাউদ্দিনকে শিষ্যরুপে গ্রহণ করেন। জগৎকিশোর আলাউদ্দিনকে একখানা সরোদ উপহার দেন। মুক্তাগাছা কিছুদিন থেকে আহমদ আলী খাঁ রামপুর আসলে আলাউদ্দিন রামপুর আসেন ও সরোদ শিক্ষা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। কিছুদিন পর আহমদ আলী জানান যে তার শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত - এবার যেন তিনি ওয়জির খাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর তিনি ওস্তাদ ওয়াজির খান এর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও ১৯৩৫ সালে বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন তিনি। এ সময় তিনি ইংল্যান্ডের রানী কর্তৃক সুরসম্রাট খেতাবপ্রাপ্ত হন। ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব পদ্মভূষণ ছাড়াও পদ্মবিভূষণ, বিশ্ব ভারতীয় দেশীকোত্তমসহ দিল্লি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি। আলাউদ্দিনের ডাকনাম ছিল আলম। বাল্যকালে অগ্রজ ফকির আফতাবউদ্দিন খাঁর নিকট সঙ্গীতে তার হাতেখড়ি হয়। সুরের সন্ধানে তিনি দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তি জাগরিত হবে।

বিপ্লবী বাঘা যতীনকে সম্মান দেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট

বিশেষ প্রতিবেদক

(বালেশ্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে। বাংলার বিপ্লবী বাঘা যতীন তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ইংরেজ পুলিশদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই করে গিয়েছিলেন। গুরুতর আহত হয়ে বালেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে সম্মান দিতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশের কর্তা চার্লস টেগার্ট। এই পুলিশ কর্তা বাঘা যতীনকে শ্রদ্ধা করতেন। বালেশ্বর দিবসের সম্মানে আজকের প্রতিবেদন)

১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। আজ থেকে ঠিক ১১০ বছর আগেকার কথা । পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর চিন্তামণি সাহু বালেশ্বরে যাদের খবর নিতে পাঠিয়েছিল, তাদের মধ্যে রঙ্গ রাউত আর মুরলি মোহান্তি একদম পাকা খবর দিল বালেশ্বরের কাছাকাছি আছে বিপ্লবীরা। পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট ছুটল জেলাশাসক কিলবির কাছে। কিলবি ইতিমধ্যেই সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে ফেলেছে। কিলবি তখনই পুলিশ সুপারিটেনডেন্টকে আদেশ দিলেন বালেশ্বরের দিকে রওনা দিতে। নির্দেশ পেয়েই রওনা দিল কয়েকশো সশস্ত্র সৈন্য। ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই গ্রামবাসীরা ব্রিটিশদের দেখিয়ে দিল টিলার পথ । যে টিলার উপরে আত্মগোপন করেছে বিপ্লবীরা। চারিদিক ঘিরে ফেলল সশস্ত্র বাহিনী। টিলা থেকে তখন তারা ৪০০ গজ দূরে। ধীরে ধীরে তারা টিলার চারিদিকে এগিয়ে চলল। এদিকে রাদার ফোর্ডের নেতৃত্বে আরও কয়েকশো সশস্ত্র সৈন্য তখন যোগ দিয়েছে সেখানে। কিলবি তখন টিলার বাঁদিকে বন্দুক তাক করে ধানক্ষেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে । রাদারফোর্ড খুব শীঘ্র টিলার ডানদিকের নেতৃত্ব দিতে চলে গেলেন।

বাঘাযতীন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী,নীরেন দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল বাংলার পাঁচ বীর সন্তান তখন টিলার উপরে ঊ তারা দেখতে লাগলেন ব্রিটিশ সেনারা টিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাঘাযতীন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী মাউজার পিস্তল (রডা কোম্পানি থেকে যে অস্ত্র ডাকাতি করা হয়েছিল সেই অস্ত্র ব্যবহার করেছিল বিপ্লবীরা - যে ডাকাতি দি গ্রেটেস্ট ডেলাইট রবারি বলে বিখ্যাত) তাক করে রইলেন ঊ জ্যোতিষ আর নীরেন পিস্তলগুলোতে গুলি ভরে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন। ব্রিটিশদের ধারণা ছিল না যে বিপ্লবীরা মাউজার পিস্তল ব্যবহার করছেন। এই মাউজার পিস্তলে বাট লাগিয়ে দিলে তা রাইফেলের মতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

টিলা থেকে তখন সৈন্যবাহিনীর দূরত্ব আড়াইশো গজের কাছাকাছি। ফায়ার! নির্দেশ দিলেন বাঘাযতীন ।গর্জে উঠল বাঘাযতীন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মাউজার পিস্তল। রাদারফোর্ডের সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন লুটিয়ে পড়লেন ধানক্ষেতে। তারা আর উঠল না। রাদারফোর্ড উপুড় হয়ে বসে পড়লেন। গুলি চালাল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী। চারিদিক থেকে ঝাঁকে

ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে। এদিকে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে । চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। হঠাৎ বাঘাযতীনের ডান কনুইতে গুলি বিঁধল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।তাই দেখে বাঁ হাতেই অস্ত্র ধরে গুলি চালাতে লাগলেন তিনি। রাদারফোর্ডের একটা গুলি চিত্তর মাথা ঘেঁষে চলে গেল। চিত্ত আবার গুলি চালাতে গেল। হঠাৎ ১৫-২০ টা বুলেট ঝাঁজরা করে দিল চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে। দাদা বলে লুটিয়ে পড়লেন চিত্ত। বাঘাযতীনের তলপেট তখন গুলির আঘাতে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সেই অবস্থাতেই চিত্তকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর দাদা। দাদার কোলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল চিত্ত। দাদা গুলি যে শেষ হয়ে আসছে, বলল জ্যোতিষ। না রে ওই চামড়ার থলিটাই অনেক গুলি আছে, বলল বাঘাযতীন। জ্যোতিষ আর নীরেন অনেক চেষ্টা করল থলির চাবি খুঁজে বের করার। কিন্তু না সেই থলির চাবি আর পাওয়া গেল না। হঠাৎ একটা মারাত্মক বুলেট এসে গুড়িয়ে দিল বাঘাযতীনের বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো।গুলি এসে লাগল জ্যোতিষ পালের বুকে। নীরেনের জামা রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

দাদার ওই অবস্থা দেখে মনোরঞ্জন পাশের ডোবা থেকে হাতে করে জল নিয়ে এসে ছিঁটিয়ে দিল দাদার মুখে। চিত্ত তো চলেই গেল। আমারও দেরি নেই। তোরা থাকলি। মরবার আগে দেশবাসীকে শুধু বলে যাস আমরা ডাকাত নই ।ওদের বলিস - আমরা মরতেই চেয়েছিলাম , দেশের লোক জেগে উঠবে বলে। দেশের মঙ্গল হবে বলে। মুখ থেকে তখন রক্ত উঠছে বাঘাযতীনের। লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

বিপ্লবীরা তখন ছন্নছাড়া। গুলিও শেষ। টিলা দখল করেছে ব্রিটিশরা ।রাদারফোর্ডের আদেশানুসারে আর গুলি চালাল না সৈন্যবাহিনী । বাঘাযতীন, নীরেন, জ্যোতিষ ও মনোরঞ্জন ধরা দিল ব্রিটিশদের কাছে। জলপান করে তেষ্টা মেটালেন বিপ্লবীরা। আমার সঙ্গে এই ছেলেরা নিরাপরাধ। যা কিছু ঘটেছে তাঁর জন্যে আমি দায়ী। একটু দেখবেন এদের উপর যেন অবিচার না হয়। কিলবিকে বললেন, বাঘাযতীন। তখন গ্রামবাসীরা ভিড় করেছে ঘটনাস্থলে ।তারা বুঝলেন যাদের সাথে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন একটু আগে তারা ডাকাত নয়। সকলকে নিয়ে আসা হল বালেশ্বর হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর নীরেন ও মনোরঞ্জন ছাড়া পেলেন। তাদের নিয়ে যাওয়া হল জেলখানায়। চিত্তকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মর্গে। জ্যোতিষ পালকে রাখা হল হাসপাতালে। এদিকে বাঘাযতীনের অবস্থা তখন সঙ্কটজনক। ডান হাতের আঙ্গুল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। তলপেটে বুলেটের আঘাত। তাজা রক্ত বেরোচ্ছে। হচ্ছে রক্তবমি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন কক্ষে

আমার সঙ্গে এই ছেলেরা নিরাপরাধ। যা কিছু ঘটেছে তাঁর জন্যে আমি দায়ী। একটু দেখবেন এদের উপর যেন অবিচার না হয়। কিলবিকে আবার বাঘাযতীন বললেন এই কথা। আবার রক্তবমি হল। হাসতে হাসতে বললেন, এত রক্ত ছিল শরীরে? ভাগ্যক্রমে, প্রতিটি বিন্দু অর্পণ করে গেলাম দেশমাতার চরণে। রাতেই অপারেশন হল। পরদিন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এলেন বাঘাযতীনের সাথে দেখা করতে। সঙ্গে রাদারফোর্ড, বার্ড, ডেনহ্যাম। গুড মর্নিং মিস্টার টেগার্ট। হাউ আর ইউ? বলুন মুখার্জী আপনার জন্যে কিছু করতে পারি? আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালোই হল। আমি চললাম। যারা রইল - তারা নির্দোষ। আমার প্ররোচনাতেই এ পথে তারা এসেছে। দেখো তাদের উপর যেন অন্যায় অত্যাচার না হয়। টেগার্ট বের হয়ে গেলেন। ততক্ষনে স্টিচ ছিঁড়ে গিয়েছে বাঘাযতীনের। রক্ত বেরোচ্ছে। হচ্ছে রক্তবমি। সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে পরলোকগমন করলেন বাঘাযতীন। বিচারে ফাঁসি হয়েছিল মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তর। দীপান্তর হয়েছিল জ্যোতিষ পালের।

ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এই ইতিহাস। মুছে দেওয়া হচ্ছে অনেক ইতিহাস। আর বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। না হলে কি বাঘাযতীন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী,নীরেন দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল এদের কথা কেউ ভুলে যেতে পাবে?

১০ সেপ্টেম্বর, বাঘাযতীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস।

ঘটনার আগের পরিকল্পনা ঃ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার নির্দেশকে কার্যকর করতে রাজপুত রেজিমেন্টের সেনা কর্তা মনসা সিং এর সঙ্গে ভারত সিং কথা বললেন ভারতে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মনসা সিং খিদিপুরে গিয়েছেলেন দুই বাঙালির সঙ্গে একটি ফাঁকা দোকানে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে সেনা কর্তাকে জানানো হয় সে যেন পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার সেনা দের অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন। রাজপুত সেনাটি তাঁর উচ্চপদস্থ সেনা কর্তাকে বিষয়টা জানালে একজন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে। এদিকে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে অস্ত্র এলে সেই সব অস্ত্র হাতিয়া (সনদ্বীপ), কলকাতা এবং বালাসোরে আগে আসবে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের বহু তথ্য আজও অজানা

নির্মল মাঝি, ঢাকা

১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট। ঠিক ৯৩ বছর আগের কথা। দিনটা ছিল শুক্রবার ঊ ঘড়ির কাঁটা সকাল নয়টা ছুঁই ছুঁই। ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে আর পাঁচটা দিনের মতই একটি কর্মব্যস্ত দিন। হাসপাতালের সর্বত্রই নিকটবর্তী জেলাগুলির থেকে আসা রোগীদের এবং রোগীদের আত্মীয়স্বজনের থিকথিকে ভীড়। অ্যাম্বুলেন্স ঢুকছে-বেরচ্ছে। স্ট্রেচারে করে রোগীদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে নিয়ে ছুটছেন হাসপাতালের কর্মীরা। আর মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের আসা যাওয়া তো লেগেই আছে। যদিও সকাল থেকেই হাসপাতালের নিরাপত্তা বেশ আঁটোসাঁটো। সকাল নটার সময় পুলিশের আই জি মিস্টার লোম্যান আর তার সহকারী মিস্টার হাডসন নৌ-বিভাগের অসুস্থ পুলিশ সুপার মিস্টার বার্ডকে দেখতে আসবেন। তাই নিরাপত্তায় ঢিলেমি একদম বরদাস্ত নয় ব্রিটিশদের। চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে পুলিশের সশস্ত্র রক্ষীরা। সন্দেহভাজন মনে হলেই চলছে তল্লাশি।

মিস্টার বার্ডের ওয়ার্ডে তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। মাছি গলার উপায় নেই। মিস্টার লোম্যান আর তার সহকারী মিস্টার হাডসন নির্দিষ্ট সময়েই হাসপাতালে আসলেন। দেখা করলেন মিস্টার বার্ডের সঙ্গে। সাক্ষাৎ এবং কুশল বিনিময় চলল মিনিট কুড়ি। এবার ফেরার পালা। বার্ডের ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দার শেষে সিঁড়ি। নামবেন বলে সেই সিঁড়িতে সবে পা দিয়েছেন লোম্যান। দোতলার সিঁড়ির কোণ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন সাদামাটা ফতুয়া আর ধুতি পরিহিত এক যুবক। কেউ কিছু বোঝার আগেই গর্জে উঠল যুবকের .৩২০ বোরের অগ্নিবর্ষী রিভলভার । প্রথম নিশানা অব্যর্থ। লক্ষ্যভেদ । বুলেট ভেদ করল শিরদাঁড়া। মুখ থুবড়ে মাটিতে বসে পড়লেন লোম্যান। আর উঠলেন না। যুবকের দ্বিতীয় নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গুলি লাগল হাডসনের কাঁধে ।ক্ষতস্থানে হাত চেপে বসে পড়লেন তিনি। সশস্ত্র রক্ষীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলেন। লোম্যানের ঠিক পেছনেই ছিলেন ঢাকার সরকারি কন্ট্রাক্টর সত্যেন সেন। সত্যেন সেন চিনতে পারলেন যুবককে। তিনি আটকাতে গেলেন যুবককে। যুবক একটা ঘুষি মারলেন তাকে। ছিটকে পড়লেন সত্যেন সেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত ব্রিটিশ পুলিশ। আতঙ্কের রেশ কাটিয়ে যখন তারা ওই যুবকের পিছনে ধাওয়া করলেন তখন বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। যুবক তখন ছুটছেন উল্কাবেগে। এই হাসপাতালের প্রত্যেকটা গলি, রাস্তা, ওয়ার্ড তাঁর নখদর্পনে। সে নিজেই যে এই কলেজের চতুর্থ বর্ষের মেডিক্যালের মেধাবী ছাত্র। তাঁকে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করল পুলিশ। কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হল। যুবক তখন হাসপাতালের ছাদের কার্নিশের উপর দিয়ে ছুটছেন। তারপর সুকৌশলে সেই ছাদের কার্নিশ বেয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেলেন হাসপাতালের রাস্তায়। হাসপাতালের মেথর সুষেন তাঁকে পালতে দেখে খুলে দিলেন পাঁচিলের ছোট দরজা। যুবক হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সামনেই এক গৃহস্থের জলের ট্যাঙ্ক। যুবক জলের ট্যাঙ্কের উপরে উঠলেন। তারপর ট্যাঙ্ক অতিক্রম করে ঢুকে পড়লেন গৃহস্থের বাড়ির ভেতর। তারপর একেবারে সদর রাস্তায়। দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে যুবকের পায়ের জুতো তখন ছিঁড়ে গেছে। রিভলভারে আর একটাও গুলি নেই। জনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলে এক মুহূর্ত সে নিরাপদ নয়। যুবক থাকতেন আরমানি টোলার সামনে মেডিক্যাল মেসে। সেখানে ফিরে যাওয়া আরও ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিক তখনই একটি ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে ঊ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামালেন যুবক। আপনি যেইখানে বলবেন সেখানে যাবু। - বক্সীবাজার। - নেন ঊ বইয়া পড়েন।- ঠিক আছে। চল। ঘোড়ার গাড়ি যুবককে নিয়ে ছুটে চলল বক্সীবাজার। পনেরো মিনিটের যাত্রাপথ। বক্সীবাজারে নেমেই ভাড়া মিটিয়ে যুবক ছুটলেন মণি সেনের বাড়ি। মণি যুবককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। যুবক তাঁকে খুলে বলল সব ঘটনা। সারা দিন মণি সেনের বাড়িতে আত্মগোপন করলেন যুবক। এরপরের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর ।কিভাবে বিনয় বোসকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করে কলকাতা নিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী সুপতি রায়।

সত্যেন সেনের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারল ওই যুবকের পরিচয়। কলেজের ম্যাগাজিনে টেনিস টিমের দল থেকে যুবকের ছবি বের করা হল। ছাপানো হল কয়েক হাজার কপি। ঢাকাসহ বাংলার সর্বত্র সেই ছবি ছেয়ে গেল ঊ ছবির নিচে লেখা -লোম্যানের হত্যাকারী। হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিতে পারলে মোট দশ হাজার টাকা পুরস্কার। পরিচয় গোপন রাখা হবে ঊ নিকটস্থ থানায় খবর দিন।

সর্বোচ্চ আদালত সাংবাদিক স্বাধীনতার পক্ষে

বিশেষ প্রতিবেদক

উমর খালিদের বন্দিত্ব আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা ঃ গণতন্ত্রের সংকট ও ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো সবসময়ই বহুল আলোচনার বিষয়। এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভিন্ন মত প্রকাশের অধিকার, প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক সুযোগ ,এসবকে দেশের প্রাণশক্তি হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বারবারই উঠে আসছে এমন কিছু প্রশ্ন, যা এই মৌলিক নীতিগুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। দিল্লির প্রাক্তন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও ছাত্রনেতা উমর খালিদকে ঘিরে বিতর্ক সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেরই প্রতিফলন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কারাগারে বন্দি, এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাঁর বন্দিত্ব হয়তো আরও দীর্ঘায়িত হতে চলেছে। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি কেবলমাত্র আইনি প্রক্রিয়ার অংশ, নাকি এর মধ্যে অন্য কোনও রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সক্রিয়ভাবে কাজ করছে?

উমর খালিদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লি দাঙ্গার মামলার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে। বিশেষত ইউএপিএ বা 'অসামরিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন'-এর আওতায় তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। ইউএপিএ আইন স্বভাবতই কঠোর এবং প্রায়শই সমালোচিত হয় এই কারণে যে এর মাধ্যমে সহজেই দীর্ঘদিন ধরে কাউকে জামিন ছাড়াই কারাবন্দি রাখা সম্ভব হয়। এই আইনকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জরুরি বলা হলেও, একই সঙ্গে এটিকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকিও বলা হয়, কারণ এটি ভিন্নমতকে দমন করার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। উমর খালিদের ক্ষেত্রেও সেই অভিযোগ বারবার উঠেছে। সমর্থকরা দাবি করেছেন, তিনি কখনও সহিংসতার পক্ষে কথা বলেননি, বরং সবসময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সপক্ষেই ছিলেন। অথচ আজ তিনি বছরের পর বছর বন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছেন।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে বিচার প্রক্রিয়ার গতি। গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা, আর সেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নির্ভর করে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার ওপর। যদি কোনও ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে বিচার ছাড়াই বন্দি থাকেন, তবে তা ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি

লঙ্ঘন করে। উমর খালিদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শুনানি পিছিয়ে যাচ্ছে, আদালতের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তিনি মুক্তির সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এটা নিছকই বিচার ব্যবস্থার জটিলতা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও চাপ কাজ করছে;তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন।

এই ঘটনা ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি ফলনও বটে। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিসরে ভিন্নমতকে কতটা স্থান দেওয়া হচ্ছে, তা এক বিতর্কিত বিষয়। সরকারের বিরোধিতা করা মানেই কি রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ? কোনও আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানেই কি সহিংসতার দায় কাঁধে নেওয়া? এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি। উমর খালিদের গ্রেফতার এবং দীর্ঘ বন্দিত্ব যেন এই বিতর্কের কেন্দ্রে। তাঁর সমর্থকরা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সরকারের নীতির সমালোচনা করেছিলেন, আর সেই কারণেই তাঁকে চুপ করানো হচ্ছে। অন্যদিকে শাসক পক্ষ দাবি করছে, তাঁর বক্তৃতা ও কার্যকলাপই সহিংসতার পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু সত্যি কী, তা স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ বিচার প্রক্রিয়াই ক্রমশ বিলম্বিত হচ্ছে। ভারতের সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে মত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। আর এই অধিকার শুধুমাত্র শাসকের প্রশংসা করার জন্য নয়, সমালোচনার জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনও সরকারের সমালোচনা করলেই যদি রাষ্ট্রদ্রোহ বা সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ ওঠে, তবে গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ক্ষুণ্ণ হয়। এই জায়গাতেই উমর খালিদের মামলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তাঁর দীর্ঘ বন্দিত্ব শুধু একজন ব্যক্তির দুর্ভোগ নয়, এটি সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি।

এখানে আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য। উমর খালিদ কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি এক সময় ছাত্র রাজনীতির পরিচিত মুখ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ অনেক তরুণকেই ভীত করেছে। আজকের প্রজন্মের অনেকেই মনে করছেন, রাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করলে তাঁদেরও একই পরিণতি হতে পারে। ফলে ভিন্নমত প্রকাশের সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি হল সেই ভিন্নমত, সেই বিতর্ক, সেই প্রশ্ন, যা শাসককে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। কিন্তু যদি সেই ভিন্নমতই স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে গণতন্ত্র কেবল মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হয়ে দাঁড়ায়, তার মৌলিক রূপ হারিয়ে ফেলে।

এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও সমালোচনার মুখে। অনেক সংবাদমাধ্যম উমর খালিদের মামলা নিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান নেননি। কেউ তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছেন, কেউ আবার তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সাংবাদিকতার কাজ হল তথ্যের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা, যাতে সাধারণ মানুষ নিজের মত গড়ে তুলতে পারেন। সেখানে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন গণতন্ত্রকে আরও দুর্বল করে তোলে।

উমর খালিদের বন্দিত্ব আরও দীর্ঘায়িত হলে এর সামাজিক প্রভাবও কম হবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তারা মনে করছে, তাঁদের কথা বলার অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে যে সরকারের সমালোচনা মানেই শত্রুতা। এই বিভাজন সমাজকে আরও অস্থির করে তুলছে। অথচ ভারতের শক্তি সবসময়ই ছিল তার বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। যদি এই মৌলিক কাঠামোই নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা দেশের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত। সবশেষে বলা যায়, উমর খালিদের বন্দিত্ব কেবলমাত্র একটি আইনি মামলা নয়, এটি ভারতের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক কাঠামোর জন্য একটি পরীক্ষা। আমরা কি সত্যিই সেই গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করি?

'দৃষ্টিকোন' মহাকাশ চর্চায় চাষিসন্তান

দেবেন হালদার, নদীয়া

গণিতে স্নাতক। তারপর মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। অতঃপর বিখ্যাত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর থেকে এ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তারপর ডক্টরেট। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বোম্বাই থেকে। এমন তো কতই হয়! তাই না? হ্যাঁ, এমন শিক্ষাজীবন এদেশে বহু মানুষেরই আছে। ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু যে মানুষটির কথা হচ্ছে, তিনি খানিক ব্যতিক্রমী। তাঁর পরিবারে তিনিই প্রথম স্নাতক। এরপর মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যাবার সময়ই পায়ে প্রথম জুতো পরতে পান ভদ্রলোক। তার আগে অব্দি খালিপদই ঘুরে বেড়িয়েছেন।

স্কুল শেষ করার পরপরই চেয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে। এক সপ্তাহ ভুখা অনশনও করেছিলেন এই নিয়ে। বাপের মন টলেনি।

-তুই যদি দূরের কলেজে পড়তে যাস, তবে চাষের মাঠ কি আমি একা সামলাবো? আর তোকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে গেলে আমাকে জমি বিক্কিরি করতে হয়। তুই কি চাস আমরা সবাই না খেতে পেয়ে মরি? এই ছিল বাপের কথা। এরপর আর কথা চলে না। ছেলেকে অতঃপর যুক্তি মেনে নিতেই হয়। সত্যিই তো, তাদের তো এই 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা। তাও আবার খরার দাপটে কোনও বছর ফসল ভালো না হলে তো আর কথাই নেই! বড় ক্লাসে ওর বয়সী ছেলেরা ফুলপ্যান্ট পরে আসত। ওকে কিনা বাপের পুরোনো ধুতি পরেই কাজ চালাতে হয়! সেই বাপই অবশ্য মতবদল করলেন একসময়। ততদিনে গণিতে স্নাতক হওয়া গিয়েছে। বাড়ির কাছেই ছিল কলেজ। রোজ কলেজ যাওয়ার আগে আর পরে চাষের মাঠে বাপকে সাহায্য করতে হয়েছে। তাঁদের তো আর আলাদা করে মুনিশ রেখে চাষ করার সামর্থ্য নেই! তবুও বাপের মন বদলেছে। যা হয় হোক। তুই যখন চাইছিস তো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই পড়। জমি বিক্রি না হয় করেই দেব। তবে দেখ, তোকে কিন্তু চাকরি একটা জোগাড় করতেই হবে। চাষীর ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিস। আমাদের চোদ্দপুরুষে যা কেউ হতে পারেনি। তোকে আর আটকাবো না। সেই প্রথম বড় শহরে গিয়ে পড়ল ছেলে। এবার পায়ে জুতো উঠল। ফুলপ্যান্টও। কুড়িয়ে বাড়িয়ে গরীবের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েই গেল! পরিবারে স্নাতকই কেউ ছিল না, তায় ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর! অবশ্য জিদ থাকলে কি না হয়! জীবনে যখন যা চেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাননি কোনওটিই। যা পেয়েছেন, যেটুকু পেয়েছেন, তাতেই জান লড়িয়ে দিয়েছেন। সাফল্য এসেছে। গরীব প্রান্তিক চাষীর ছেলের লড়াই কখনও ব্যর্থ হয়না। হয়নিও।

মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পাস করার পর ভেবেছিলেন হ্যাল বা ন্যালে চাকরি জুটবে। জোটেনি। তার বদলে আইআইএস ব্যাঙ্গালোরে মাস্টার্স করার সুযোগ জোটে। ইসরোয় চাকরি পেয়ে ভেবেছিলেন কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরির প্রকল্পে তাঁকে সামিল করা হবে। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে জুটল বিক্রম সারাভাই সেন্টার। তবে ঐ, যখন যে সুযোগ পেয়েছেন সেটিতেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন।

নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত ক্ষমতা ছিল। জীবনে কখনও কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকেননি। পড়াশুনোয় কোনও প্রাইভেট টুশনি, কোনও কোচিং নেওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

অবৈধভাবে পাচার হওয়া বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল ভূমি সংস্কার দপ্তর

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বেআইনিভাবে পাচার হওয়া একটি গঙ্গার সাদা বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এদিন শহরের দক্ষিণাঞ্চল চারিচারা বাজার রোড থেকে গঙ্গার সাদা বালি বোঝাই ট্রাক্টর করে পাচারের সময় ধাওয়া করে ধরে ফেলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব পরিদর্শক সোমদীপ চক্রবর্তী। যদিও ঘটনায় সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় ট্রাক্টর চালক। সূত্রের খবর সম্প্রতি গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় জেগে ওঠা সমস্ত গঙ্গার চর জলের তলায় চলে যায়। ফলে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় গঙ্গা থেকে

বেআইনিভাবে সাদা বালি পাচারকারীরা। পাশাপাশি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে বেআইনি বালি পাচার। অপরদিকে গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর জলস্তর কিছুটা কমতেই ফের তৎপর হয়ে ওঠে বালি পাচারকারীরা। বেশ কিছুদিন বন্ধের পর আবারও শুরু হয় বেআইনিভাবে চোরা গোপ্তা গঙ্গার সাদা বালি পাচার। এদিন দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান চালায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর রাজস্ব পরিদর্শক সোমদীপ চক্রবর্তী নেতৃত্বে দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। সেখানে চারিচারা বাজার রোড এলাকা থেকে গঙ্গার সাদা বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করলেও চালক সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটকের পাশাপাশি খবর পাঠানো হয় নবদ্বীপ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নবদ্বীপ থানার একটি টহলদারি পুলিশ ভ্যান। এরপর পুলিশের উপস্থিত আটক বালি বোঝাই ট্রাক্টরটিকে নিয়ে যায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীরা। এ বিষয়ে ভূমি ও ভূমির সংস্কার দপ্তরের রাজস্ব পরিদর্শক সোমদীপ চক্রবর্তী জানান, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ট্রাক্টর বোঝাই করে গঙ্গার সাদা বালি পাচার করছিল একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে গঙ্গার সাদা বালি বোঝাই ট্রাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে। রাজস্ব পরিদর্শক সোমদীপ চক্রবর্তী আরও জানান, অবৈধভাবে গঙ্গার চর কেটে গঙ্গার সাদা বালি তুলে নেওয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের একমাত্র সংযোগকারী সেতু গৌরাঙ্গ সেতু। তিনি বলেন, আমাদের বিএলআরও নবীন কুমার গৌতম এই বিষয়ে সদাই তৎপর। রাজস্ব পরিদর্শক সোমদীপ চক্রবর্তী জানান, বেআইনিভাবে গঙ্গার সাদা বালি পাচারের অভিযোগে ট্রাক্টর মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গজরাজের আগমনে আতঙ্ক! ফেন্সিং তারে মুড়ে ফেলা হয়েছে জঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বিশাল জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম, আর এই জঙ্গলেই রয়েছে ৬৯ টি গজরাজের একটি দল। সামনেই দুর্গাপুজো, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। কীভাবে পুজো কাটবে? ফেন্সিং তারে মুড়ে ফেলা হয়েছে জঙ্গল! সাধারণ মানুষের জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে বন দফতর। তা সত্ত্বেও আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা! কখন বাড়ির সামনে গজরাজ এসে দাঁড়িয়ে যাবে, বা কখন ঘরবাড়ি ভেঙে দেবে, এই ভয় ও চিন্তা নিয়ে বসবাস করছেন গ্রামের মানুষরা। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের পাবয়ার জঙ্গলে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে ৬৯ টি হাতির একটি দল! এই জঙ্গলেই হাতিদের আস্তানা। সারা বছর দু'চারটে হাতি থাকলেও পুজোর আগে একদল করে হাতি এসে আশ্রয় নেয় এই জঙ্গলে! ঠিক এই বছরও পুজোর আগে ৬৯ টি হাতির একটি দল এসে পৌঁছেছে এই জঙ্গলে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, আরও বেশ কিছু হাতির দল আসতে চলেছে এই জঙ্গলে! বড়জোড়া রেঞ্জের জঙ্গল লাগোয়া কালপাইনি, ডাকাইসিনি, পাবয়া সহ বেশ কিছু গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামের মানুষগুলি হাতির আতঙ্কে বসবাস করছেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কখনও হাতি তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, বা কখনও ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়। এছাড়াও চাষবাসের ক্ষতি করে। ঠিকমত এইসব ক্ষতিপূরণও পাওয়া যায় না। হাতির আতঙ্কে চিন্তায় ঘুম উড়েছে এই এইসব গ্রামের মানুষগুলির! ফেন্সিং তার দিয়ে ঘেরা এই জঙ্গল তার মাঝেই রয়েছে ৬৯ টি হাতির একটি দল। এই জঙ্গলেই সারাক্ষণ হাতিদের নজরদারির জন্য রয়েছেন হুলা পার্টি ও বনকর্মীরা। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সচেতন বার্তা দেওয়া হচ্ছে বন দফতরের পক্ষ থেকে। তাহলেও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্ক রয়েই যাচ্ছে। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গাপুজো। এই গ্রামের মানুষগুলির পুজো কেমন কাটবে, সেই নিয়েই চিন্তিত রয়েছেন তারা।

রাতের অন্ধকারে পরপর ১৩টি দোকানে চুরি ঃ আতঙ্ক ও ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় স্টেশন বাজার এলাকায় পরপর চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বৃহস্পতিবার সকালে। থানার অদূরে পরপর ১২-১৩ টি দোকানে চুরির ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশন বাজার এলাকার আলুর গোদি, রেলের কন্ট্রাক্টরের গোডাউন, হোটেল, চায়ের দোকানসহ একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটে বুধবার রাতে। এর আগে এই এলাকায় একসঙ্গে এত দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আলুর গোদি ঘরের ম্যানেজার সজল সামন্ত জানান, এই রাস্তা দিয়েই থানায় যেতে হয়। রাতে বারবার নাকি পুলিশ টহলদারি করে। তবুও কিভাবে এত বড় চুরি হলো বুঝতে পারছি না। আমরা ভয় পাচ্ছি। সকালে দোকানে এসে দেখি তালা ভাঙা, লকার ভেঙে নগদ টাকা ও আলুর বস্তু নিয়ে গেছে। রেলের কন্ট্রাক্টরের গোডাউনের কর্মী হাফিজুল মল্লিক বলেন, আমাদের কাছ থেকে নগদ ৭৫ হাজার টাকা ও ৩-৪ লক্ষ টাকার মালপত্র চুরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শক্তিগড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোট ১২টি দোকানের চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতগুলি দোকানে একসঙ্গে চুরির পর এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের কাজ নিয়ে শুরু স্বয়ংসিদ্ধা মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমান টাউন হলে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ২০২৫ সালের 'স্বয়ংসিদ্ধা মেলা'। বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে ও নিজস্ব তহবিল থেকে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সিটি মিশন ম্যানেজার তাপস মাকড়, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পৌরসভার চেয়ারম্যান বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সারা বছর যেসব পণ্য তৈরি করেন, দুর্গাপুজোর আগে সেই পণ্য বিক্রির জন্যই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে তাঁদের সারাবছর বাজার তৈরি হয় এবং তারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে পারেন। পৌরসভার সিটি মিশন ম্যানেজার তাপস মাকড় জানান, প্রাক-পুজোয় মহিলাদের তৈরি পণ্য বিক্রির সুবিধার্থে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এতে তাঁদের প্রত্যক্ষ বিক্রির পাশাপাশি প্রচার ও বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। মেলাটি চলবে ১১ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ৪৮টি স্টলে হস্তশিল্প, পোশাক, শাড়ি, সজ্জাসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য রয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে ১২-১৪টি ফুড স্টল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য স্বয়ংসিদ্ধা মেলা একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। পৌরসভার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মেলা ঘিরে ইতিমধ্যেই শহরবাসীর মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। পুজোর আগে কেনাকাটার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠে এই মেলা বলে আশাবাদী পৌরসভা।

পয়েন্ট বিভ্রাটে ব্যাহত মেট্রো চলাচল

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পয়েন্ট বিভ্রাটে মেট্রো চলাচল ব্যাহত হল শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের মধ্যে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২০ মিনিট নাগাদ কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের কাছে ট্রেনের লাইন পরিবর্তনের একটি পয়েন্ট আচমকা বিকল হয়ে যায়। এর জেরে প্রায় ৪০ মিনিট মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। এই সময় টালিগঞ্জ থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে পরিষেবা সচল ছিল বলে মেট্রো সূত্রের খবর। দুপুর ১টা ৫ মিনিট নাগাদ পয়েন্টের সমস্যা মিটে যাওয়ার পরে পুরো পথে মেট্রো চলাচল আবার শুরু হয়।

জাল জন্মের শংসাপত্র ধরা পরল কোচবিহার পৌরসভায়

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ এবার জাল শংসাপত্র ধরা পরল কোচবিহার পৌরসভায় আর যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য। বারংবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জাল আধার কার্ড ভোটার কার্ড ধরা পড়ার ঘটনা ঘটেছে বারংবার। কখনো উদ্ধার হয়েছে জাল টাকা। এবার কোচবিহার পৌরসভার থেকেই উদ্ধার জাল শংসাপত্র। মূলতঃ জন্মের শংসাপত্র দেওয়া হয় পৌরসভা থেকে। এতদিন পর্যন্ত জন্মের শংসাপত্র দেওয়া হতো হাতে লিখে। যদিও পরবর্তীতে শংসাপত্রকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পুরনো শংসাপত্র গুলিতে ডিজিটাল তোলার জন্য যখন পৌরসভার হাতে এসে পৌঁছায় তখন দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি জাল এমনকি শংসাপত্রে সই করে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তার স্বাক্ষর ও জাল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন - এই সমস্ত জন্মের শংসাপত্র গুলি ১০-১২ বছর কুড়ি বছরের পুরানো। আগে এগুলি হাতে তৈরি করা হতো কিন্তু এখন ডিজিটালি করা হয়। শংসাপত্রের দায়িত্ব যারা রয়েছেন তারা ডিজিটাল শংসাপত্র করতে গিয়ে এই জাল শংসাপত্র গুলি উদ্ধার করেছে। তিনি আরো বলেন এস আই আর ঘোষণা কথা শুনে প্রচুর মানুষ এখন শংসাপত্র ঠিক করতে চাইছে। তারা এসে যখন আমাদের আধিকারিকদের দিচ্ছেন তাদের পুরনো শংসাপত্র তখন ডিজিটাল করতে গিয়েই এই জাল শংসাপত্রগুলো হাতে এসেছে। এর আগেও আমরা এক দুটো উদ্ধার

করে পুলিশকে জানিয়েছিলাম কিন্তু এবার বিগত প্রায় এক বছরে ৭০ থেকে ৮০টা শংসাপত্র জাল উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা তদন্ত করে দেখছি এবং পুলিশকে জানানো হবে কিন্তু এতদিন কেন জানানো হয়নি সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন আসলে যারা শংসাপত্র নিতে এসেছে তারা গ্রামের মানুষ সঠিকভাবে জানেন না কাকে দিয়ে বানিয়েছেন তবে একটি জাল চক্র রয়েছে যারা এই সমস্ত কাজ করছে আমরা পুলিশকে বলেছি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সাধারণত শংসাপত্রগুলি সই থাকে ভাইস চেয়ারম্যানের। এক্ষেত্রে তার সইও জাল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ। যদিও এই প্রসঙ্গে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিভাগ নিখিল রঞ্জন দে বলেন - তৃণমূলের জামানায় সব সম্ভব। জালাআধার জাল ভোটার এখন জন্মের শংসাপত্র। এই শংসাপত্র গুলি তো পৌরসভা থেকেই দেওয়া হয়েছে। তাহলে এক বছর ধরে কেন তারা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলো না। সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। তিনি দাবি করেন এটাই নিতে হবে কোচবিহার পৌরসভাকে এবং অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। উল্লেখ্য এস আই আর ঘোষণা হওয়ার আগেই ইতিমধ্যে শংসাপত্রসহ ভোটার কার্ড সংশোধন করার যেন হিরিক পড়ে গেছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যানের এহেন বক্তব্য নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে এই জাল চক্র পৌরসভা অবধি পৌঁছে গেছে ? কারা জড়িত ? আদৌ কি এদের ধরা সম্ভব নাকি এর পিছনে রয়েছে বিরাট রহস্য। যদিও এসব কিছুর উত্তর তদন্তের পরেই জানা যাবে। ইতিমধ্যে পৌরসভার পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পূর্বস্থলীতে সচেতনতা শিবিরঃ বাল্যবিবাহ, কিশোরী গর্ভাবস্থা ও প্রতিবন্ধী অধিকার নিয়ে জোর প্রচার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নজরুল মঞ্চে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ

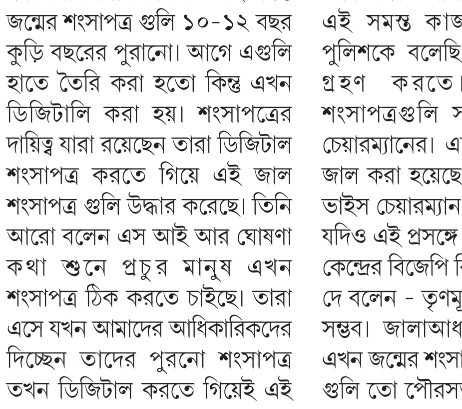

সচেতনতা শিবির। মূলত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কিশোরী গর্ভাবস্থা রোধ এবং প্রতিবন্ধীদের আইনি অভিভাবকত্ব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের সমাজে কিশোরী কিশোরদের শিক্ষিত করে তোলা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। বাল্যবিবাহ শুধুমাত্র কন্যাশিশুর ভবিষ্যত নষ্ট করে না, গোটা সমাজকে পিছিয়ে দেয়। তাই একসাথে আমাদের এগিয়ে এসে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। শিবিরে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল, এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী, কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। জেলাশাসক আয়েশা রানী এ বলেন, প্রতিটি অভিভাবকের সচেতন হওয়া জরুরি। কিশোরী মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিলে শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ঝুঁকিও তৈরি হয়। সরকার ও প্রশাসন কড়াভাবে বাল্যবিবাহ রোধে কাজ করছে, তবে এই লড়াই সফল করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন কিশোরী গর্ভাবস্থা থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা, পড়াশোনার বিঘ্ন এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনি অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আইন ও অধিকার সম্পর্কেও বিশদ তথ্য দেওয়া হয়।

নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির ছোঁয়া ভারতে, পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে অচলাবস্থা অব্যাহত!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত নেপাল সীমান্ত থমথমে পরিবেশ। বৃহস্পতিবার সেই ছবি ভেসে উঠল ইন্দো নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। নেপাল থেকে জরুরি ভিত্তিতে ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে ভারত থেকে নেপালে যাওয়ায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বুধবারের মতোই এদিনও সীমান্তে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি এসএসবিরও ঘেরাটোপ কড়া দেখা গেছে। ইতিমধ্যে সীমান্তে পৌঁছে গেছেন এসএসবির ডিআইজি মঞ্জিত সিং। নেপালে জেন জির আন্দোলনের আঁচ ভারতে এসে না পরলেও তার প্রভাব সীমান্তে যে পরেছে তা পরিস্কার। প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে প্রায় আটশো থেকে এক হাজার ট্রাক পারাপার করে। মঙ্গলবার থেকে সেই সমস্ত ট্রাক সীমান্তে আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ ট্রাকেই রয়েছে আলু, পটল, তেলের ট্যাঙ্কারে মতো জরুরি সামগ্রী। পণ্যবাহী ট্রাকগুলো পারাপার না করতে না পারায় চিন্তায় ব্যবসায়ী মহল। পাশাপাশি ব্যাপক সমস্যায় পরেছে ট্রাক চালকরা। অন্যদিকে, সীমান্ত বন্ধ থাকায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও। কবে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এখন সেই আশায় দিন কাটাচ্ছে সীমান্তের ব্যবসায়ী থেকে ট্রাক চালকরা। তবে সীমান্ত দিয়ে যারা ভারতে আসছেন তাদের মতে বৃহস্পতিবার থেকে নেপালের পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি দেশ ছাড়ার পর ও শাসন ক্ষমতা সেনা নিজেদের হাতে নেওয়ার পর আন্দোলনের তীব্রতা অনেকটাই কমেছে। সেখানে জারি করা হয়েছে কার্ফু। নেপাল থেকে আগত প্রবীন কুমার রাই বলেন, ওপারে এখনও উদ্বেগের পরিবেশ রয়েছে। কোন প্রশাসন নেই। সেনা এখন সবটা দেখছে। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের এডিজি অজয় নন্দা আজ পরিদর্শন করেন ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা। তিনি বৈঠক করেন এসএসবির সাথে। নেপালের সাথে থাকা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার সীমান্ত পুলিশের বাড়তি নজর রয়েছে বলেই জানেন তিনি।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তামান্নার পরিবার! এসপি অফিসের সামনেই ধর্ণায় মা-বাবা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরের তামান্না খুনের ঘটনায় পেরিয়ে গেছে ৮১ দিন। অথচ এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি কোনও চার্জশিট। তদন্তে গতি নেই, নেই কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি-এমনই অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মৃত তামান্নার পরিবার। এই অবস্থায় এদিন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের (এসপি) সঙ্গে দেখা করতে যান তামান্নার মা। কিন্তু, অভিযোগ, তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ সুপারের অফিসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাঁর সামনে। এই অপমানে এবং দীর্ঘদিন ধরে বিচারের আশায় অপেক্ষা করতে করতে ক্ষুব্ধ তামান্নার মা ও বাবা শেষে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনেই বসে পড়েন ধর্ণায়। শুরু হয় নীরব প্রতিবাদ। তামান্নার পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। একাধিকবার তাঁরা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন, প্রমাণ দিয়েছেন, তবু পুলিশ কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়নি। মামলার তদন্তে তেমন গতি নেই। এমনকি ঘটনার এতদিন পরেও চার্জশিট জমা না পড়ায় তাঁরা চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিন তামান্নার মা বলেন, আমার মেয়ে আজ নেই। আমরা শুধু চাই, দোষীরা যেন শাস্তি পায়। কিন্তু ৮১ দিন পেরিয়েও চার্জশিট দেয়নি পুলিশ। এখন এসপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেও দিচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মুখের ওপর। তাহলে আমরা যাব কোথায়? তামান্নার পরিবারের দাবি, শুরু থেকেই পুলিশ গড়িমসি করছে। ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী তদন্ত হয়নি। এখন তারা আরও উদাসীন হয়ে পড়েছে। এমনকী জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ নাগরিকের কি তাহলে প্রশাসনের কাছে গিয়ে বিচার পাওয়ার অধিকারটুকুও নেই? এক সন্তানহারা মা যখন বিচার চাইতে গিয়ে অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরছেন, তখন প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তা আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে মানবিকতার উপর। তামান্নার মা ও বাবা পুলিশ সুপারের অফিসের সামনেই ধর্ণায় বসে প্রতিবাদ জানান। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে সেই প্রতিবাদ। হাতে ছিল 'বিচার চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড। উপস্থিত ছিলেন আরও কয়েকজন আত্মীয়ও। তাঁরা জানান, যদি প্রয়োজন হয়, তাঁরা অনশনেও বসবেন, কিন্তু বিচারের লড়াই থেকে সরবেন না। তামান্নার বাবা বলেন, আমাদের মেয়ে আর ফিরে আসবে না জানি। কিন্তু যে অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করা হল, তার বিচার চাই। পুলিশের যদি কিছু করার না থাকে, তাহলে আমাদের জানিয়ে দিক। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব, প্রয়োজনে আদালতের দ্বারস্থ হব। এই বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে, এসপি অফিস সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে এবং চার্জশিট তৈরির প্রক্রিয়া চলছে বলেই দাবি করা হয়েছে। যদিও পরিবার বা স্থানীয়দের অভিযোগ, এটি শুধুই অজুহাত মাত্র। প্রসঙ্গত, তামান্না খুনের ৮১ দিন পার হয়ে গেলেও, ন্যায়বিচার আজও অধরা। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, পুলিশের গাফিলতি এবং এসপি অফিসের দরজা বন্ধ রাখার ঘটনার বিপরীতে বিচার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছে তামান্নার পরিবার। এখন দেখার, প্রশাসন কবে তাদের আওয়াজে সাড়া দেয়।

প্রাতঃভবনে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ব্যক্তির, শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রাতঃভবনে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির, শোকের ছায়া পরিবারে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে আলীনগর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম দিবাকর হালদার (৪৫) বাড়ি ফরাক্কা সাহা নগর কলোনী। প্রতিদিনের মতো আজকে সকালে বাড়ি থেকে প্রাতঃ ভ্রমনে বেরিয়ে ছিলো দিবাকরবাবু। আলীনগর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ধরে বাড়ি দিকে আসছিলো সে। ঠিক সেই সময় ধুলিয়ানের দিক থেকে মালদা যাওয়া একটি গাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা মারে দিবাকরকে বলে জানা যায়। তারপর রক্ত অবস্থাই রাস্তায় লুটিয়ে পরে। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি দিবাকর হালদারকে বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজ কুমার ভার্মা, পিং- কেবল কিষান ভার্মা মহাশয় গত ইং-২২-১২-২০২৩ তাং-এ এ্যাডিঃ রেজিঃ অফিস হাওড়ায় রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং- ১ ভল্যুম নং-০৫০২-২০২৪ পাতা নং -১৩৮১৯ হইতে ১৩৮৩২ বিয়িং নং ০৫০২১৩৪২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী মুকেশ কুমার সিং- রাম ভরোশা সিং-এর নিকট হইতে লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোনা মৌজার জে.এল. নং ১০৭ সাবেক দাগ ১৭১ হাল ১৭৩ নং দাগের হাল ৯৯৫২ নং খতিয়ানের ০৮ কাঠা ০৮ ছটাক শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী চন্দন ঘোষ পিং-শ্রী দুলাল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইং- ০২.০২.২০২৩ তারিখে বুক নং-১ ভলুম নং-০৫০২-২০২৩ পাতা-২৭৯০৮ হইতে ২৭৯২২ বিয়িং নং ০৫০২০০৭১৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১) শ্রীমতি সুশীলা দেবী মোহতা স্বাঃ তুলসি দাস মোহতা ২) শ্রীমতি মিনাক্ষী চন্দক স্বাঃ শ্রী কিশোর চন্দক গনের নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন লিলুয়া মৌজার জে.এল. নং ১২ সাবেক ৫১৮ নং হাল ৫৪৯৪ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ১৬৩১ নং দাগের ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ৩১ বঃফুঃ শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও বালি-জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT 18D.M/ENGG/ 2025-26 Date-11/09/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 10/25/MPLAD

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 5(Five) Nos. different works. Document download/sale start date from **11/09/2025 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **11/09/2025 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **19/09/2025 at 01.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **22/09/2025 at 01.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- 264/HGP/E-NIT, Dated:-10/09/2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 17(Seventeen) works. Bid Submission closing date (online): **19.09.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **22.09.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৯-২৫, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৯-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ০২ বছরের জন্য রামপুরহাট-মুরারই-তে নতুন ৩য় লাইন এবং রামপুরহাট-দুমকা শাখায় টিআরডি রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্রেকডাউন কার্যাবলীর আউটসোর্সিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,০১,৬৩,০১৪.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,০০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৭.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-286/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৩২, তারিখঃ ১০.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, হাওড়া স্টেশনের নিকটে যাত্রী নিবাস, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা হাওড়া ডিভিসনে তিন(৩) বছর সময়সীমার জন্য স্টেশন পরিসরে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৩২

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-২-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (অ্যানেক্সার-I-তে বর্ণিত অনুযায়ী শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুন্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং তারকেশ্বর) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এএ/২, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার-৩-এর অধীনে স্টেশনগুলিতে (অ্যানেক্সার-I-তে বর্ণিত অনুযায়ী ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম এবং কাটোয়া) ডায়নামিক বিএইচআইএম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সহ প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) কাউন্টার এবং আনরিজার্ভড় টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেটিএল-ওএসএন-১৯-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-নন-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের (ক) ঝাপটের ঢাল স্টেশন থেকে গুমানি স্টেশন (খ) আদলপাহাড়ী স্টেশন থেকে কুরভা স্টেশন (গ) আজিমগঞ্জ সিটি স্টেশন থেকে টাকিপুর স্টেশন এবং (ঘ) চৌহাট্টা স্টেশন থেকে অজয় কেবিন পর্যন্ত ক্লাস্টার-IV-এর অধীনে স্টেশনগুলির স্টেশন পরিসরের ভিতরে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/২, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-ওএসএন-২৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-নন-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের জনাই রোড স্টেশনের স্টেশন পরিসরের ভিতরে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/৩, লট নং.ঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-ওএসএন-২৭-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস-নন-ডিজিটাল)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের বারুইপাড়া স্টেশনের স্টেশন পরিসরের ভিতরে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এসি/১, লট নং.ঃ এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩০-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচ ইএমইউ রেকের সম্পূর্ণ সাইড ওয়ালের বাইরের দিকের সারফেসে (জানালা এবং বাধ্যতামূলক সাইনেজ ব্যতীত) এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্মস্) বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা।
HWH-289/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24-Parganas

NIT No.: 06/MGP/E-Tender/NIT 06/2025-26 Dated-11-09-2025
E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_1 Repairing of road from Bagdanga Bazar to Bhagiroth Mondal House. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899376_2 Repairing of Brick road from Pulak Maity house to Manik Lal Das house. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_3 Upgradation and repairing work of road from Sadhan Giri house to Bankim Manna house. E-Tender ID:2025_ZPHD_899376_4 Upgradation and repairing work road from the house of Anukul Kar to River embankment.E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_5 Construction of culvert near the house of Arabinda Mandal. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_6 Repairing the old culvert near Dipak Jana's house. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_7 Upgradation and repairing work of road from Bagdanga Bazar to Kalipada Jana's house. E-TenderID: 2025_ZPHD_899376_8 Upgradation and repairing work of road from Hemanta Mondal house to 162 no ICDS center. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899376_9 Upgradation of Brick Road from Gita Bhakta house to Jyotshna Roy house at Dk Durgapur. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_10 Upgradation of BP Road fro Nurhossain House to Sk Rejaul House. E-TenderID: 2025_ZPHD_899376_11 Upgradation of Brick paved Road from the house of Subedan Blbi to Rahim Mallik HouseE-TenderID: 2025_ZPHD_899376_12 Repairing of Concrete Road from house of Sk Ajbahar to house of jaynal Abedin. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_13 Construction of BP road from the Mini Market to River Embankment. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_14 Repairing of concrete road from the house of Manoranjan Khatua to Kheyaghat. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_15 Repairing of BP road repair from the School of Bhaktipalli FP to Sudam Das's Kheyaghat. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899376_16 Repairing of Culverts near the house of Kanai DasE-TenderID:-2025_ZPHD_899376_17 Repairing and Upgradation of road from the house of Julmat Babu to Imran Sk. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_18 Repairing and Upgradation of road from the house of Chandan Manna to Sibhu Ghosh. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899376_19 Repairing and Upgradation of road from the house of Panchanan saha to Jhareswar Manna. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_20 Repairing of road from the near of Khaspukur. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_21 Repairing and Upgradation of road from the house of Noren Babu to the house of Manas Mondal. E-TenderID:-2025_ZPHD_899376_22 Repairing and Upgradation of road near The ICDS Kendra to Sanjoy Dolul house. NIT No. :07/MGP/E-Tender/NIT 07/2025-26 Dated-11-09-2025. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_1 Sinking of new tube well near the house of Rathikanta Paul. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_2 Sinking of new tube well near the house of Gurupada Das. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_3 Sinking of new tube well near the house of Swapan Mandal E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_4 Sinking of tube well near the house of Shyamapada das. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_5 Sinking of Tube-well near the house of Haradhan Roy. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_6 Sinking of Tube-well near the house of Mobarak Mallik. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_7 Sinking of Tube-well near the house of Sk Mohinuddin. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_8 Road renovation and toilet renovation of Bhakti Palli ICDS. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_9 Sinking of Tube-well near the house of Gour Hari Jana. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_10 Sinking of Tube-well near the Kusumtala Paschim FP School. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_115inking of Tube-well near the House of Asit Maity. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382 12 Sinking of Tube-well near the house of Arabinda Mandal. E-TenderID:-2025_ZPHD_899382_13 Sinking of Tube-well near the house of Sajal Pramanik.NIT No.: 08/MGP/E-Tender/NIT 08/2025-26 Dated-11-09-2025. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899388_1 Construction of Rest Shed at Durgapur Baghdanga Ferry Ghat Near Baghdanga. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899388_2 Construction of Rest Shade near Netaji SSK. E-TenderID:-2025_ZPHD_899388_3 Re excavation of kaccha Drain from the house of Panchana Dey to the house of Bimal Maity to improve drainage facility. E-TenderID:-2025_ZPHD_899388_4 Repair of ICDS near Bakul Das' house. E-TenderID:-2025_ZPHD_899388_5 Construction of cultural stages at Vishalakshi Temple and Rana Durga. Temple. E-TenderID:- 2025_ZPHD_899388_6 Renovation of Bagdanga Kusumtala FP School and AWC No. 175 and construction of kitchen shab for AWC. last date of online bid submission is 22-09-2025. Details on www.wbtenders.gov.in.NIQ No.: 09/MGP/NIQ 09/2025-26 Dated-11-09-2025. 1) Installation of Street Light in front of Bana durga Mandir, near the house of Mrinal Das house. 2) Arrangement of Street Light near Bagdanga kheya Ghat. 3) Installation of solar street light near Ashok Palli Bishalakshi Temple. 4) Installation of street light near Bagdanga Bijoy Krishna SSK. 5) Installation of street light in front of Satyanarayan Club. 6) Installation of street light near the house of Lalmohan Giri. 7) Installation of garbage bin at different places under Sansad VI. 8) Installation of street lights near the house of Shukdev Giri / Radha Krishna Temple. 9) Installation of street light near the house of Tarun Ray. 10) Upgradation of Earthen road from the house of Dipali Das to Sakuntala Murmu House. 11) Repairing of concrete road from the house of Dula Mallik to Ruhul Khan House.12) Repairing of concrete road from the house of Lutfar Khan to Harmuj Sk house. 13) Upgradation of Concrete Road from the house of Mobarak Mallik to River Embankment. 14) Drainage renovation near Parul Maiti and Sampad Giri's house. 15) Construction of Culvert near house of Subrata Mondal. 16) Repairing and Upgradation of road from the house of Binit Saha. 17) Repairing of Tube-well near Khaspukur. 18) Construction new Tube-well platform near billa more. 19) Installation of Street light near Billa More. 20) Construction of Culvert near the house of Sattar Khan. 21) Construction of New Culverts near the house of Bhagyadhar mondal. 22) Repair of Aljor SSK. 23) Repairing and Upgradation of road from the house of Gour Barman to the house of Santosh pramanik. 24) Re-excavation of Drain from the house of Sushil Mondal to the River Side. 25) Reform of awc no 95. last date of NIQ bid submission is 27-09-2025. Details on Notice Board of Moushuni Gram Panchayat
Sd/-Pradhan
Moushuni Gram Panchayat

অফবিট

সকালে জলে ভর্তি থাকে... সন্ধ্যায় অদৃশ্য হয়ে যায় এই 'ভ্যানিশিং' হ্রদ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

উত্তর আয়ারল্যান্ডে একটি রহস্যময় হ্রদ আছে যার নাম দ্য ভ্যানিশিং লেক। বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে এই হ্রদের রহস্য বোঝার চেষ্টা করছেন। কারণ, সকালে এই হ্রদটি পূর্ণ থাকে কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে এটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। এই ঘটনার সমাধানের জন্য, বিজ্ঞানীরা ভূমি অনুসন্ধান শুরু করেছেন। এই মুহূর্তে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করছেন যে হ্রদের জল কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায়। স্থানীয় লোকেরা এই ঘটনাটিকে ভূতের সাথে যুক্ত করে। এখানে কি ভূত আছে? বিজ্ঞানীরা এটি তদন্ত শুরু করেছেন। তবে স্থানীয় লোকেরা এটিকে ভূত বলে বিশ্বাস করে এবং বলে যে যখন হ্রদটি পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেখানে একটি ভূত দেখা যায়। কিছু লোক এখানে কেল্পি নামক একটি ঘোড়ার মতো প্রাণী দেখেছেন বলেও দাবি করেছেন। পুরনো গল্প অনুসারে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে মানুষ ভর্তি একটি গাড়ি ডুবে যায় এবং তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কী বলার আছে?

ব্রিটিশ ভূতাত্ত্বিক জরিপের একজন জলভূতত্ত্ববিদ ডঃ পল উইলসন সম্প্রতি লোঘারিমা হ্রদ নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন যে, লোঘারিমা একটি পরিবর্তনশীল স্থান এবং যখন তিনি হ্রদের কাছে যান, তখন এটি কী অবস্থায় পাওয়া যাবে তা ভাবা আকর্ষণীয়। ডঃ উইলসন বিশ্বাস করেন যে, হ্রদের নীচে একটি সিঙ্কহোল রয়েছে যা সমস্ত জল মাটির মধ্য দিয়ে বের করে দেয়।

গবেষণার দুটি অংশ কী কী?

ডঃ উইলসনের গবেষণার দুটি অংশ রয়েছে, যার প্রথম অংশে তিনি হ্রদের ছবি তোলার জন্য একটি ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলেন। এটি সময়ের সাথে সাথে হ্রদটি কেমন দেখাবে তার একটি আভাস দেবে। অন্য অংশে, তারা হ্রদটি কত দ্রুত ভরাট এবং খালি হয় তা পরিমাপ করার জন্য বেশ কয়েকটি স্থানে লট লেভেল লগার স্থাপন করেছেন।

গবেষণাটি কী প্রকাশ করেছে?

লাইভ সায়েন্সের মতে, চাপ এবং পলির সাথে সম্পর্কিত আরেকটি তত্ত্ব রয়েছে। এই অনুসারে, হ্রদে প্রবাহিত তিনটি নদী তাদের সাথে মাটি এবং আবর্জনাও নিয়ে আসে, যা হ্রদের তলদেশে জমা হয় এবং ধীরে ধীরে জল বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। যখন এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, তখন হ্রদের জলের স্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যখন জল একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায়, তখন চাপের কারণে হঠাৎ পথটি খুলে যায়। এই সময়ের মধ্যে, জল আবার প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং হ্রদটি খালি হতে শুরু করে। তবে, এই বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

'ভাতৃসম কাতার'কে ফোন মোদির, কড়া নিন্দা করলেন ইজরায়েলি হানার

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কাতারে ইজরায়েলি হানা নিয়ে মুখ খুলল ভারত। দোহায় এয়ারস্ট্রাইকের নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানিকে ফোন করেন এবং এই হামলার তীব্র নিন্দা করেন। আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি। কাতারের রাজধানী দোহায় হামাস নেতাদের নিকেশ করতেই বুধবার হামলা চালায় ইজরায়েল। বেশ কয়েকটি জায়গায় এয়ারস্ট্রাইক চালানো হয়। ঠিক কোথায় কোথায় হামলা চালানো হয়েছে, ইজরায়েল তা স্পষ্ট না করলেও, ভারত সরকার উদ্বিগ্ন ছিল এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিল। বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানান যে কাতারের আমিরের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। এই হামলাকে কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন বলেই উল্লেখ করেছেন। কাতারকে

ভ্রাতৃসম বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, ভারত সমস্ত রকমের সন্ত্রাসের বিরোধী। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের সংঘাত শুরু হয়েছে হামাসের হামলার পর। এরপর ইজরায়েল গাজা স্ট্রিপ সহ কার্যত প্রায় গোটা প্যালেস্তাইনই ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। প্যালেস্তাইনের পাশাপাশি লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেনেও হামলা চালায়। ধ্বংস করে হিজবুল্লা ও হুথিদের ঘাঁটি। তবে কাতারে হামলা এই প্রথম। এতদিন কাতার ইজরায়েলের বন্ধু দেশ হিসাবেই পরিচিত ছিল। হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও কাজ করেছিল। সেই দেশেই আঘাত হানল ইজরায়েল। ইজরায়েলের হামলার পর তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বন্ধু দেশ আমেরিকাও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়েছেন, এই হামলার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তারা এই হামলার বিষয়ে জানতেন না।

'এটা ছিল বাইডেনের অহংকার', স্মৃতিকথায় বিস্ফোরক কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ১১ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকার রাজনীতিতে বড়সড় আলোড়ন তুলতে চলেছে প্রাক্তন সহ-রাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসের আসন্ন স্মৃতিকথা। দীর্ঘদিনের আস্থা ও আনুগত্য ভেঙে তিনি প্রথমবার প্রকাশ্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তুললেন তীব্র সমালোচনা। তাঁর অভিযোগ, ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত বাইডেন নিয়েছিলেন দেশ বা দলের স্বার্থে নয়, বরং ব্যক্তিগত অহংকার আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে। দ্য আটলান্টিক-এ প্রকাশিত অংশে হ্যারিস লিখেছেন, বাইডেনকে ঘিরে ডেমোক্র্যাট শিবিরের মধ্যে যেন এক অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব। হ্যারিসের দাবি, বাইডেনের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতারা ইচ্ছে করেই তাঁকে আড়ালে রেখেছিলেন, তাঁর সাফল্যকে কখনও সামনে আনতে চাননি। তাদের ভাবনা ছিল শূন্য-সমীকরণ-''আমি যদি আলোয় আসি, তাহলে বাইডেন ম্লান হয়ে যাবেন। অথচ তাঁর বয়স নিয়ে যেহেতু প্রশ্ন ছিল, আমার দৃশ্যমান সাফল্যই হতে পারত তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ, দেশের জন্য আস্থার বার্তা।'' তবে বাইডেনের সক্ষমতা নিয়ে তিনি কোনও বড় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলতে নারাজ। বরং তাঁর স্বীকারোক্তি, ''জো ছিলেন বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, নীতিগতভাবে দৃঢ়। কিন্তু ৮১ বছরে ক্লান্তি তাঁকে

ছাপিয়ে যেত, আর তখনই কথায় বা চলাফেরায় তাঁর বয়স ধরা পড়ত। বিতর্কিত টেলিভিশন ডিবেটের পর অবশেষে জুলাই ২০২৪-এ বাইডেন সরে দাঁড়ান পুনর্নির্বাচন দৌড় থেকে। মাত্র ১০৭ দিনে জাতীয় প্রচারাভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন হ্যারিস, যদিও নভেম্বরের নির্বাচনে পরাজিত হন রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে। এরপর থেকে রাজনীতির মঞ্চে তুলনামূলকভাবে নীরব হ্যারিস। এ বছরের জুলাইতে ঘোষণা করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদেও তিনি লড়বেন না। তবে তাঁর স্মৃতিকথা প্রকাশের আগেই যে ডেমোক্র্যাট অন্দরে নতুন বিতর্কের আগুন জ্বালাবে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত।

অদ্ভুত মন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, ''এটা জো আর জিলের সিদ্ধান্ত।'' তাঁর ভাষায়, ''আমরা সবাই যেন সম্মোহিতের মতো সেই বাক্য আওড়াতাম। তখন মনে হতো, হয়তো এটা সৌজন্য। কিন্তু এখন ফিরে তাকালে স্পষ্ট, ওটা ছিল বেপরোয়া সিদ্ধান্ত।'' হ্যারিসের মতে, উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকে তাঁর পক্ষে বাইডেনকে নিরুৎসাহিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ''আমি যদি বলতাম, প্রার্থী হবেন না, তাহলে ওটা মনে হতো স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হয়তো বিশ্বাসঘাতকতাও। অথচ আসল বার্তাটা ছিল একটাই, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিরতে দেবেন না।'' '১০৭ ডেজ' নামের বইটিতে আরও উন্মোচিত হয়েছে হোয়াইট হাউসের

রাস্তার অবস্থা নরকের চেয়েও খারাপ, অভিযোগ জানাবেন কীভাবে?

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ধরুন রাতবিরেতে বাইক নিয়ে কোনও হাইওয়ে ধরে ফিরছেন। হঠাৎই রাস্তায় গর্ত। আর সেই গর্তের কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন আপনি। এবার কপাল ভাল থাকলে বেঁচে গেলেন। কিন্তু কপাল যদি খারাপ থাকে, আপনার বাইকের ঠিক পিছনেই একটি ট্রাক থাকে তাহলে? মুহূর্তেই সব শেষ। বাইক, পেট্রোল, রাস্তা-সবকিছুর কর দিয়েছেন আপনি। কিন্তু তারপরও এমন দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়, যেখানে প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যেতে পারে! এমন অবস্থা কখনওই কোনও সভ্য দেশের কাম্য নয়। কিন্তু এটাই একাধিক জায়গায় বাস্তব চিত্র। আর এতে কেন্দ্রের CPGrams পোর্টালে এই ধরনের যে কোনও বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায় সরাসরি। কিন্তু অভিযোগ জানাবেন কীভাবে? গুগলে 'CPGrams' লিখে সার্চ করুন। একেবারে উপরেই পাবেন অভিযোগ জানানোর সেই ওয়েবসাইট। সেখানে ঢুকে আপনার এলাকার ভাঙা রাস্তার একটি ছবি তুলে, আপলোড করে নির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে আপনার অভিযোগ দায়ের করুন। এই একটি পদক্ষেপ সরকারি খাতায় আপনার সমস্যা প্রমাণ সহ নথিভুক্ত হয়ে থাকবে। অনেকে এমন ভাবতে পারেন যে একটা মাত্র অভিযোগে কী হবে? অন্য সব সমস্যার মাঝে

সমস্যায় পড়ছেন হাজার হাজার মানুষ। দুর্ঘটনায় প্রায়ই আহত হচ্ছেন বাইক আরোহীরা। চারচাকা গাড়ি এমন গর্তে পড়লে গাড়ির সকার থেকে সাসপেনশন, সবই খারাপ হতে পারে মুহূর্তে। তবে, প্রশাসন বিষয়টা সম্পর্কে অবগত না হলে, প্রশাসনকে অবগত করার দায়িত্ব এবার আমার, আপনার মতো সাধারণ মানুষের। আর এই কারণেই একটি পোর্টালও তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা চাপাই পড়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিন্দুতে বিন্দুতেই সিন্ধু হয়। সকলেই যদি কী হবে বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, তাহলে কিছুই হবে না। ফলে, দেশের হাজার হাজার মানুষ নিজেদের এলাকার ছোট-বড় সমস্যা নিয়ে সরব হলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর তাহলেই দেখবেন আপনার, আমার এই ধরণের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে খুবই তাড়াতাড়ি।

একাধিক রাজ্য থেকে ৫ জঙ্গিকে গ্রেফতার দিল্লি পুলিশের, সঙ্গে ছিল 'ভয়ঙ্কর জিনিস'

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ দেশে ফের বড় কোনও হামলার ছক? বড়সড় নাশকতা হতে পারে? বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৫ জঙ্গিকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু জিনিসও উদ্ধার করা হয়েছে, যা আইইডি বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়। এরা আইসিস জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, এই জঙ্গিদের মাথা আশার দানিশ নামক এক যুবক। বুধবারই দক্ষিণ দিল্লি থেকে আফতাব ও আবু বকর ওরফে সুফিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে বাকি সদস্যদের খোঁজ মেলে। এরপরই বাকি রাজ্যেও তল্লাশি শুরু করা হয়। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও ঝাড়খণ্ডের অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড অভিযান চালিয়ে রাঁচীর লোয়ার বাজার থেকে গ্রেফতার করা হয় আরেক জঙ্গি আশার দানিশকে। দানিশের কাছ থেকে দেশি পিস্তল, কার্তুজ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, কপার শিট, বল - বিয়ারিং, তার, সার্কিট বোর্ড, ল্যাপটপ, মোবাইল ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এনক্রিপটেড অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হত পাক হ্যান্ডলারদের সঙ্গে। পাক হ্যান্ডলারদের নির্দেশে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ও অ্যাপের মাধ্যমে গ্রুপ তৈরি করে ধর্মীয় উসকানি ও সাম্প্রদায়িক হিংসা মূলক প্রচার করছিল দানিশ। বোকারোর বাসিন্দা দানিশ দীর্ঘদিন ধরেই গোয়েন্দা এজেন্সির নজরে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়েই অভিযান চালানো হয়। তাঁর কাছ উদ্ধার করা কেমিক্যাল বিস্ফোরক তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হত। দেশজুড়ে সংগঠন বিস্তার করার পাশাপাশি বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করছিল গ্যাংটি। দিল্লি, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাঁচিতে ছড়িয়ে পড়েছিল এদের নেটওয়ার্ক। এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা স্লিপার সেল অ্যাক্টিভেট করেছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হওয়া জিনিসগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে।

নেপালের দাগী অপরাধীরা ঢুকে পড়ছে বাংলা-বিহার-ইউপিতে, হাতেনাতে ধরল এসএসবি

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ যে আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা-ই সত্যি হল। বাংলাদেশে অশান্তির পর যেমন ভারতে অনুপ্রবেশ বেড়েছিল, ঠিক তেমনই ঘটল নেপালের অশান্তিতেও। এবার আরও বিপদ, কারণ নেপালের জেল ভেঙে ভারতে ঢুকে পড়েছে অপরাধীরা, যারা এতদিন নেপালের জেলে বন্দি ছিল। সশস্ত্র সীমা বল ইতিমধ্যেই নেপাল থেকে পালিয়ে আসা ৩৫ বন্দিকে আটক করেছে। এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা আধিকারিকদের। বুধবারই জানা গিয়েছিল, নেপালে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, গণআন্দোলনের সুযোগ নিয়ে জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে বহু বন্দি। কাঠমাণ্ডু, পোখরা, ললিতপুরের কমপক্ষে ১৮টি জেল ভেঙে প্রায় ৬ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে বলেই নেপালি সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর। আর তারা পালিয়ে কোথায় প্রবেশের চেষ্টা করছে? ভারতে! ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে

এসএসবি। সূত্রের খবর, নেপালের জেল থেকে পালিয়ে আসা ৩৫ জন বন্দিকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২২ জনকে উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে আটক করা হয়েছে। ১০ জনকে বিহার থেকে এবং ৩ জনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধরা হয়েছে। অনুপ্রবেশের সংখ্যা আরও বাড়ছে বলেই খবর। উত্তর প্রদেশে ধৃত নেপালি বন্দিরা, যারা ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল, তাদের দেখেই সন্দেহ হয় এসএসবি-র। তারা এই ২২ জনকে আটকায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কাছে নথি দেখতে চাওয়া হয়। তারা কোনও নথি দেখাতে না পারার পরই আটক করা হয়। এখন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নেপালে অশান্তি শুরু হওয়ার পর থেকেই সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে সশস্ত্র সীমা বল। রক্সৌল, সুপৌল, সীতামারহি জেলায় টহল বাড়ানো হয়েছে, অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে সীমান্ত। স্থানীয় সূত্রে খবর, নেপালের জলেশ্বর জেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫৭৬ জন বন্দির মধ্যে একজন বাদে সকলে পালিয়ে গিয়েছে। পোখরা জেল থেকেও ৯০০ বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। কাঠমাণ্ডুর নাখু জেল ভেঙে বন্দিদের ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রবি লাচিমানের সমর্থকরা।

নাম পরিবর্তন

আমি Shaikh samser Ali (পুরাতন নাম) পিতা মৃত Ansar ঠিকানা Ghiya ওয়ার্ড নং ১০ পোঃ এবং থানা ও পৌরসভা আরামবাগ, জেলা, হুগলী পঃ বঃ পিন নং - ৭১২৬০১ স্থায়ী বাসিন্দা। ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Sekh samser Ali পিতা মৃত Anasar Sekh (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। তারিখ 09.09.2025 (SL-NO 2718) এফিডেভিট হল Shaikh Samser Ali (পুরাতন নাম) পিতা মৃত Ansar এবং sekh samser Ali পিতা মৃত Anaser Sekh (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Umme Surmila Bibi (Old Name) W/O–Nazem Ali residing at Mamlatpur, Natunparan Raipur, PS-Hariharpara, Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Umme Surmila Bibi to Umme Surmila Khatun and henceforth I shall be known as Umme Surmila Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Umme Surmila Khatun & Umme Surmila Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Palash Mandal (Old Name) S/O–Profulla Mondal resident of Vill- Goas, Po-Goas, Ps- Karimpur, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Palash Mandal to Palash Mondal and henceforth I shall be known as Palash Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 09/09/2025. My name Palash Mondal & Palash Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Rita Rajak (Old Name) W/O–Prabin Kumar Rajak residing at Vill-Kaladarbagh, PO & PS- Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal 742149 do hereby declared that I have changed my name from Rita Rajak to Rita Rajak Roy and henceforth I shall be known as Rita Rajak Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/09/2025. My name Rita Rajak Roy & Rita Rajak both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Jamaluddin, my father's (Old Name) Faju Sk resident of Vill- & Po-Purba nowpara, Ps-Mangolkot, Dist-Purba bardhaman, West Bengal, Pin-713147 do hereby declared that I have changed my father's name from Faju Sk to Sk Faju and henceforth my father's name shall be known as Sk Faju (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My father's name Sk Faju & Faju Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Babar Ali (Old Name) S/O–Kasem Mondal residing at Vill & PO-Baruipara, PS-Palashipara, Dist-Nadia, West Bengal 741156 do hereby declared that I have changed my name from Babar Ali to Mondal Babarali and henceforth I shall be known as Mondal Babarali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/09/2025. My name Mondal Babarali & Babar Ali both are same and one identical person.

Name Change

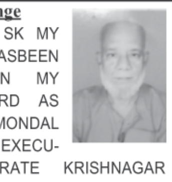

I MIRKASHEM SK MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER I CARD AS MIRKASHEM MONDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 9-6-2025 MIRKASHEM SK AND MIRKASEM MONDAL IS SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS MIRKASHEM SK. VILL NATUN NOW PARA AS DHUBULIA DIST NADIA.

Name Change

I, Fadan Bibi (Old Name) W/O–Abdul Hakim residing at Mamlatpur, Natunparan Raipur, PS-Hariharpara, Murshidabad, West Bengal 742165 do hereby declared that I have changed my name from Fadan Bibi to Fudan Bibi and henceforth I shall be known as Fudan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/09/2025. My name Fudan Bibi & Fadan Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MONALI KARMAKAR (Old Name) D/O ALOK MAJUMDAR Residing at 2nd Floor, Annapurna House, 114 Regent Estate, P.O.-Regent Estate, District - Kolkata, Pin - 700092 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MONALI MAJUMDAR (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 7 dated 11-09-2025. MONALI KARMAKAR (Old Name) and MONALI MAJUMDAR (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, AKBAR ALI (OLD NAME) S/O ABUBAKKAR MONDAL, RESIDING AT, AMRAGACHI SRIKRISHNAPUR ,N. 24 PGS.- 743711 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR ALI MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 11/09/2025 AKBAR ALI MONDAL (NEW NAME) AND AKBAR ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

CHANGE OF NAME

I, NARULLA GAZI (Old Name) S/O LUTFAR RAHAMAN GAZI Residing at Vill-Prasannakati, P.O.-Itinda, P.S.-Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743292 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NURULLA GAZI (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 11-09-2025. NARULLA GAZI (Old Name) and NURULLA GAZI (New Name) both are same and identical person.

NAME CORRECTION NOTICE

I AMIN SK S/O NASIR SK S/O MARIOM BIBI [OLD NAME] RESIDING AT VILL-CHANDIPUR P.O MOHONPUR P.S NANOOR DIST. BIRBHUM PIN.731301 W.B. I AMIN SEKH S/O SK NASIR S/O AMINA BIBI [NEW NAME] IS THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.VIDE AFFIDAVIT SL.NO-5284 DATED NO-30.08.25 IN THE COURT OF LD.J.M. 1ST CLASS AT BOLPUR, BIRBHUM.

NAME CORRECTION

I, MD TAUQIR ALAM S/o Late Md. Zahir Alam residing at 261, B.B Ganguly Street, P.S. Bowbazar, Kolkata-700012 West Bengal, do hereby declare my actual name MD. TAUQIR ALAM instead of MD. TAUQUIR ALAM, my daughter's actual name RIFA TAZAIN TAUQIR instead of RIFATAZAIN TAUQUIR and my wife's surname TAUQIR instead of TAUQUIR vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on dated 08/09/2025. That RIFA TAZAIN TAUQIR, daughter of MD. TAUQIR ALAM, mother of RUBINA TAUQIR, and RIFATAZAIN TAUQIR daughter of MD. TAUQUIR ALAM and RUBINA TAUQUIR are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mojjammel Hoque S/o Tachimuddin Sk residing at Vill-Bhakuri Dkashin Mathpara, P.O. Balarampur, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Mojjammel Hoque Sk(old Name)which is recorded in my 2002 Voter Card(No.WB/09/062/129251) to Mojjammel Hoque(New Name) and henceforth I shall be known as Mojjammel Hoque(New Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate 1st Class, Berhampore at Murshidabad on dated 10/09/2025. Mojjammel Hoque Sk and Mojjammel Hoque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amena Bibi W/o Mojjammel Hoque residing at Vill-Bhakuri Dkashin Mathpara, P.O. Balarampur, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, India do hereby declare that I have changed my husband's name from Mojjammel Sk(old Name)which is recorded in my 2002 Voter Card(No.WB/09/062/129252) to Mojjammel Hoque(New Name) and henceforth he shall be known as Mojjammel Hoque(New Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate 1st Class, Berhampore at Murshidabad on dated 10/09/2025. Mojjammel Sk and Mojjammel Hoque both are same and one identical person.

NAME CORRECTION

I, Mondal Abdus Salam alias Mondal Aabdus Salam(old Name) S/o Ajit Sekh residing at Vill.-Madanpur, P.O.-Maricha, P.S.-Raninagar, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Mondal Abdus Salam alias Mondal Aabdus Salam to Abdus Salam and henceforth I shall be known as Abdus Salam(New Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. J.M./J.M. Addl(1st Class)/S.D.E.M at Berhampore, Murshidabad on dated 22/08/2025. Mondal Abdus Salam, Mondal Aabdus Salam and Mandal Abdus Salam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdul Alim Sk S/o Md Mojam Sk residing at Vill-Lalnagar Puratanpara, P.O. Nowpara Shimulia, P.S. Hariharpara, Dist. Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, India do hereby declare that I have changed my & my father's name from Alimbox Sk(old Name) S/o Mojjammel Sk(old Name)which is recorded in my 2002 Voter Card(No.DRC1502665) to Md Abdul Alim Sk(New Name) S/o Md Mojam Sk(New Name) and henceforth we shall be known as Md Abdul Alim Sk S/o Md Mojam Sk in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. Sub-Divisional Executive Magistrate 1st Class, Berhampore at Murshidabad on dated 10/09/2025. I Alimbox Sk and Md Abdul Alim Sk and my father Mojjammel Sk and Md Mojam Sk both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Bimal Bajoria, পিতা-Kesram Bajoria, ঠিকানা-Nutanganj, Bankura নোটারি পাবলিক বাঁকুড়া কোর্ট WB Bankura-এর affidavit এর দ্বারা Bimal Kumar Bajoria নামে পরিচিত হলাম। Affidavit sl 1295 Vol (111) dated 30 Aug 2025 . Bimal Kumar Bajoria ও Bimal Bajoria একই ব্যক্তি।

NAME CORRECTION

I, Md Samsujha Mondal(old Name) S/o Late Abdur Rasid Mondal residing at Village+Post-Paikar, PS.-Murarai at present P.S Paikar, Dist-Birbhum, Pin-731221 West Bengal, India do hereby declare that I have changed my name from Md Samsujha Mondal to Md. Samsujjoha Mondal and henceforth I shall be known as Md. Samsujjoha Mondal(New Name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Rampurhat, Birbhum on dated 28/08/2025. Md Samsujha Mondal and Md. Samsujjoha Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Faijul (Old Name) S/o Fortaz Sekh Residing at Gayeshpur, P.o - Mondalgram, P.s - Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713426, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Faijul Haque Sekh (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Burdwan Sadar vide affidavit no 34091 Dated 08-09-2025. Sk Faijul (Old Name) and Faijul Haque Sekh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kondapalli Lokeswara Rao (Old Name) S/o Tarakeshwar Kondapalli Rao Residing at 5th FR FL C, 6 S P Mukherjee Road, Titagarh, Vtc - Titagarh (M), P.o - Titagarh, District- North 24 Parganas, Pin - 700119, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Kondapalli Lokeshwar Rao (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 69/2025 Dated 11-09-2025. Kondapalli Lokeswara Rao (Old Name) and Kondapalli Lokeshwar Rao (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abdur Rouf (Old Name) S/o Abdul Malek Residing at Vill - Chhoto Digha, P.o - Chhoto Jagulia, P.s - Duttapukur, District - North 24 Parganas, Pin - 743294, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Abdur Rouf (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-09-2025. Md Abdur Rouf (Old Name) and Abdur Rouf (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sushmita Sen Maity (Old Name) W/o Kuntal Maity Residing at Verdant Orchid, Block - B, Flat -4D, 21A, Paddapukur Road, P.o - Naktala, P.s - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sushmita Sen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 11-09-2025. Sushmita Sen Maity (Old Name) and Sushmita Sen (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Amartaya Rajwanshy (পুরাতন নাম) পিতা Anant Rajwanshy ঠিকানা 21D, Balaram Bose Ghat Road, Vtc - Bhawanipore S.O, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 11-09-2025 এর Affidavit no 43/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amritya Rajwanshy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amritya Rajwanshy (নতুন নাম) ও Amartaya Rajwanshy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Manimala Sharma, daughter of Late Guhiram Karmakar, and wife of Sri Dilip Sharma, resident of Mahabir Colliery, Post: Raniganj, Dist: Paschim Barddhaman, West Bengal, do hereby state that my name has been recorded differently in certain documents as Monimala Sharma, Moni Sharma, whereas my correct name as per Aadhaar Card is Manimala Sharma. All the aforesaid names refer to one and the same person, i.e., myself. Hereafter, I shall be known by my correct name MANIMALA SHARMA only.

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারিতে উদ্ধার হল ৫ কোটি টাকার সোনা, বিএসএফের হাতে আটক পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারিতে উদ্ধার হল ৫ কোটি টাকার সোনা। নদীয়ার ভারত

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে এই পাঁচ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট। বিএসএফ সূত্রে খবর, পাচারের সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরে পড়ে যায় ওই পাচারকারী। এযাবৎকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের সময় উদ্ধার হওয়া সোনার মধ্যে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ। পরে ধৃত যুবককে ও উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলিকে তুলে দেওয়া হয় ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের (ডিআরআই) হাতে। কোন পাচারের নেটওয়ার্ক ধরে বাংলাদেশ থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা এদেশে আসছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ডিআরআই। সূত্রের খবর বিষয়টি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরে আসতেই। সন্দেহজনক ওই যুবককে প্রথমে আটক করে। যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তার সমস্ত কিছুতে তল্লাশি শুরু করে। আর এই তল্লাশিতেই বিএসএফের চক্ষু চড়ক গাছ। কারণ তল্লাশিতে তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ৩৫ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক পাঁচ কোটি টাকা। বিপুল পরিমাণ এই সোনার বিস্কুট বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। বিএসএফের একটি সূত্র জানাচ্ছে, দুই দেশের মধ্যে সোনার দামের অনেক ফারাক, ট্যাক্স ফাঁকি বা বাঁচানো-সহ একাধিক কারণ রয়েছে। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই এই বিপুল অঙ্কের সোনার বিস্কুট নিয়ে আসা হচ্ছিল বাংলাদেশ থেকে এদেশে। প্রাথমিক তদন্তে বিএসএফ জানতে পেরেছে, ধৃত যুবক নদীয়ার ধানতলা থানা এলাকার হরিতলা পাড়ার বাসিন্দা। যদিও পরবর্তী তদন্তের স্বার্থে বিএসএফ অথবা ডিআরআই, উভয় পক্ষের তরফেই ধৃতের নাম ও পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সোনা পাচার চক্রের কোনও নেটওয়ার্ক জড়িয়ে রয়েছে কিনা, তা জানতে পরবর্তীতে বৃহত্তর তদন্ত করবে ডিআরআই। বিএসএফ সূত্রে আরও জানা গেছে মাঝেমধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে বিভিন্ন পাচারের ঘটনা বিভিন্ন সময় ঘটে। যার মধ্যে সোনা পাচার অন্যতম। সেই সোনা মূলত বিস্কুট রূপে এই দেশে নিয়ে আসা হয়। এদিনের ঘটনা এযাবৎকালের তৃতীয় সর্বোচ্চতম বলে জানিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ১৯৪ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ব্যবহার করে এক যুবক সোনা পাচারের চেষ্টা করে। সেই সময় ঐ যুবককে সোনা-সহ আটক করা হয় পরে গ্রেফতার করা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর গ্রেফতার হওয়া যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হবে এই ঘটনার সঙ্গে কারা কারা যুক্ত কোথায় এই বিপুল পরিমাণ সোনা পাঠানোর কথা ছিল। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধেও আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কবি সুদীপ চন্দ্র হালদারকে ভারত প্রতিভা সম্মান - ২০২৫ প্রদান

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদারকে প্রদান করা হলো রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ ভারত প্রতিভা সম্মান - ২০২৫। গতকাল, বুধবার বিকালে নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহশালা প্রাঙ্গণে এক অনাড়ম্বর কিন্তু

মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল ভারত প্রতিভা সম্মান কাউন্সিল, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অনুরাগ ঠাকুর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমান লোকসভার সদস্য। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট পদ্মশ্রী প্রাপ্ত - অধ্যাপক (ডা.) কমল কুমার শেঠী ও বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী শোভনা নারায়ণ। এই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২৫ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে, তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাটি পদ্মশ্রী পুরস্কারের আদলে তৈরি এক বিশেষ স্মারক ও মানপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অনুরাগ ঠাকুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, ভারত প্রতিভা সম্মান প্রাপ্ত প্রত্যেকে তাঁদের কাজের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। সরকারের অঙ্গীকার হচ্ছে প্রকৃত কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি দুখু মাঝিকে দেওয়া পদ্মশ্রী পুরস্কাররের প্রসঙ্গ তুলে এনে বলেন, এখন সময় এসেছে প্রকৃত কর্মীদের সম্মান জানানোর। শ্রীমতি শোভনা নারায়ণ বলেন, এই স্বীকৃতি প্রাপ্তি গর্বের, তবে এই সম্মান যেন সবার কর্মযজ্ঞকে আরও গতিশীল করে তোলে। আর ডা. কমল কুমার শেঠী সমাজসেবায় অধিকতর সক্রিয় হবার আহ্বান জানান সবাইকে। সম্মাননা প্রাপ্তির পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কবি সুদীপ চন্দ্র হালদার বলেন, ভারত এগিয়ে যাচ্ছে, ভারত এগিয়ে যাবে। মহান ভারত বিশ্বগুরু হবে। আজকের এই সম্মান শুধু ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, বরং এটি আরও বড় দায়িত্বের প্রতীক। তিনি বলেন, আজকে জাতীয় ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত সবাই ভারতকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি আরও যোগ করেন, আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগতির পথে সামান্য হলেও কিছু অবদান রাখতে চাই। এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আমাকে আরও দায়বদ্ধ করেছে। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজন করা হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের, যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। গানে, নৃত্যে ও কাব্যের মধ্য দিয়ে গোধূলি হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় মিলনমেলা।

আমমোক্তার

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিকাশ আইন, পিতা- সঁন্তোষ আইন, সাং- জগদীশপুর, রামকৃষ্ণ পাড়া, পোষ্ট- জগদীশপুর হাট, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১১৪। শ্রীমতি পাপিয়া আইন হাওড়া ডিস্ট্রিক রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ৪, ভলুম নং- ১, পাতা নং- ৬৫২৬ হইতে ৬৫৪০, দলিল নং- ০০৫৬৮, তারিখ ০৮.০৭.২০১৪ দলিল দ্বারা শ্রী বিকাশ আইন মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ক্ষমতা বলে মৌজা - জগদীশপুর, জে. এল. নং- ২, সাবেক দাগ নং- ৪৮২২, হাল দাগ নং- ৪৮৭০, জমির পরিমাণ - ৯ শতক, জমি পাপিয়া আইন চারটি আলাদা দলিলে ক্রয় করেন, দলিল নং ৮৮৭০/ ২০২৫, ৮৮৭১/ ২০২৫, ৮৮৭২/ ২০২৫, ৮৮৭৩/২০২৫ দ্বারা শ্রী রঘুনাথ দাস দ্বিগরের থেকে ক্রয় করেন। তারপর পাপিয়া আইন উক্ত জমি আমার মক্কেল শ্রী বিকাশ আইনকে দানপত্র দলিল করে দেন যাহার দলিল নং- ৯৩২৫/২০২৫। বর্তমানে আমার মক্কেল হাওড়া বালি জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে পরচার জন্য আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করাইয়া যাইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুক আধিকার বা আপত্তি থাকে, তাহলে হাওড়া বালি জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে এসে বক্তব্য রাখতে পারেন। যাহার মিউটেশান নং- ৯৪০৭ সাল ২০২৫।

E-Teneder Notice

e-Tenders are invited for Dewats Integrated Settler with ABR and HPGF work under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.– 04/HBDO/SBM-G/25-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **25/09/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara, Murshidabad

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER No.
(1)NAH/851/2025, (2) NAH/852/2025, Date: 11.09.2025

Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 5(Five) Nos. different works at different places. Source of Fund: APAS & Own Fund. Bid submission closing date(online) **20.09.2025 at 12.00 Noon**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **22.09.2025 at 12.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-2/BDO/25-26, Dt.-11/09/2025 for 01 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2025_ZPHD_901086_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

ফুটপাত উচ্ছেদে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ফুটপাত উচ্ছেদ করতে গিয়ে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধে পিছু হটতে হল মহকুমা প্রশাসনকে। প্রশাসন জোর করে উচ্ছেদ করলে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করার হুমকি দেন ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। ফলে উচ্ছেদ না করেই ফিরে যেতে হলো উচ্ছেদ করতে আসা আধিকারিকদের। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। বুধবার রাতে বীরভূমের রামপুরহাট শহরের পশু হাসপাতালের বাইরের দিকের দেওয়াল ঘেঁসে থাকা বেশ কয়েকটি ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে পে লোডার নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রামপুরহাট মহকুমা আধিকারিকেরা। তারা ফুটপাতে থাকা দোকান গুলি উচ্ছেদ করতে গেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপুরহাট ফুটপাত ব্যবসায়ী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। তারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাদের দাবী রাতের অন্ধকারে পুজোর মুখে পুনর্বাসন না দিয়ে কোন ফুটপাত ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা যাবে না। প্রশাসন জোর করে উচ্ছেদ করলে গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করার হুমকি দেন ফুটপাত ব্যবসায়ীরা। রাত যত বাড়তে থাকে প্রতিবাদও তত বাড়তে থাকে। প্রতিবাদ বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ না করেই ফিরে যেতে হয় প্রশাসনকে। তবে এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি উচ্ছেদ করতে আসা আধিকারিকেরা। যৌথ মঞ্চের সদস্য শাহাজাদা হোসেন কিন্তু বলেন, এখানকার বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দিনে বহুজাতিক সন্দ্থার মলের উদ্বোধন করছেন। আর রাতের ফুটপাত ভাঙতে যে সি বি পাঠাচ্ছেন। এটাই ওদের দুমুখো নীতি।

মা দুর্গা আগমন - ২০২৫ কলকাতায় ইন্ডিয়ান হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হস্তশিল্প প্রদর্শনী সহ বিক্রি শুরু

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড হল বস্ত্র মন্ত্রকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ, এটি সারা দেশের কারিগর, তাঁতি এবং শিল্পকার দের একটি বিপনম প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। সি সি আই সি ভারত এর হস্তশিল্প এবং তাঁত পণ্য বিক্রির জন্য নয়াদিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইতে নামী শোরুম এর পরিচালনা করে যার মাধ্যমে এটি হস্তশিল্প এবং তাঁত পণ্যের খুচরা বিক্রি করে। এই পণ্যগুলি তাঁতি, মাস্টার তাঁতি, কারিগর, কারুশিল্প ব্যক্তি, মাস্টার কারুশিল্প ব্যক্তি, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, শিল্প গুরু এবং গোষ্ঠীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। আমাদের লক্ষ্য তাদের সাথে অংশীদারিত্বে করা এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্নত জীবিকা, সাংস্কৃতিক জীবনীশক্তি এবং ওই সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রচার করা। এই এম্পোরিয়ামে এক ছাদের নীচে সারা ভারত থেকে ভারতজুড়ে সেরা হস্তশিল্পগুলোর প্রদর্শিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ভাস্কর্য, পেইন্টিং, আর্টওয়ার্ক, ধাতব পাত্র, কাঠের কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, পাথর এবং মার্বেল কারুশিল্প, কার্পেট, আসবাবপত্র, আসবাবপত্র, টেবিল লিনেন, শাড়ি, রেডিমেড কাপড়, আনুষাঙ্গিক, গহনা, নৈপুণ্য উপকরণ, ভেষজ পণ্য এবং আরও অনেক কিছু। প্রতিটি পণ্য অনন্য, ভারতীয় লোককাহিনী, ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। ভারতীয় হস্তশিল্প উদ্‌যাপন এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে, এই দুর্গা পূজায় সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিসিআইসি) কলকাতার সিসিআইসি এম্পোরিয়াম ৭, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০১৩, মা দুর্গা আগমন - ২০২৫ হ্যান্ডিক্রাফট এবং হ্যান্ডলুম প্রদর্শনী সহ বিক্রয় অনুষ্ঠিত করছে, যেখানে উভয় ভারতীয় হ্যান্ডলুম এবং হ্যান্ডিক্রাফট পণ্য প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনী ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ (সকাল ১০.৩০ - সন্ধ্যা ৭.৩০)

পর্যন্ত খোলা থাকবে। রুপোর জিনিস বাদে হস্তশিল্প ও তাঁতের উপর ১৫ ছাড় থাকবে। (শর্তাবলী প্রযোজ্য) যেহেতু প্রদর্শনীটি সারা দেশ থেকে এই সেক্টরে কর্মরত দক্ষ ওস্তাদ কারিগর, জাতীয় পুরস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং কারিগরদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রমের সাথে সম্পাদিত ভারতীয় তাঁত এবং হস্তশিল্পের পণ্যগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমরা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষায় রয়েছি এবং আমরা চাই আপনার নামকরা সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এটি কভার করার মাধ্যমে ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রচারের জন্য সি সি আই সি -কে সমর্থন করুন। সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম, ৭, জে এল নেহেরু রোড, কলকাতা - ৭০০০১৩, আমাদের মূল্যবান গ্রাহক দর্শনার্থীদের জন্য ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah

Notice Inviting e-Tender No.: **AGP/eNIT/05/25-26, Dated: 10/09/2025**
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 07 (Seven) Nos. similar works. Bid submission start dt.: **12/09/2025 at 10:00 Hrs.** Bid submission closing dt.: **19/09/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **22/09/2025 at 10.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

Office of the
Paschim Bishnupur Gram Panchayat
Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas
E TENDER NOTICE
E-Tender No - PASGP/744/2025, Date:- 08/09/2025

ETender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur-I for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date **08/09/2025 at 18.00** and Bid Closing Date **16/09/2025 at 13:00**.

Sd/- Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

আদ্রা ডিভিসনে "এক স্টেশন এক পণ্য" প্রকল্পের জন্য আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আগ্রহী পক্ষদের নিকট থেকে "আগ্রহের প্রকাশ" আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে **বিষ্ণুপুর-পিএফ-২ এবং ৩ (স্টল), ইন্দ্রবিল, আনারা, গড়বেতা, বার্নপুর পিএফ-১ এবং বার্নপুর পিএফ-২ এবং ৩ (ট্রলি) স্টেশনে (১টি স্টল এবং ০৫টি ট্রলি)** "এক স্টেশন এক পণ্য" প্রকল্পের পরিচালনা। **কাজের স্থান ঃ** যে স্টেশনের জন্য আবেদন করা হবে। **চুক্তির মেয়াদঃ** একটি পর্যায়ে ১৫ দিন (রোস্টার অনুযায়ী এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী)। **নথিপত্রাদি সহ পূরণ করা আবেদনপত্র** যা স্টেশন ম্যানেজারের কার্যালয়ে **২০.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা পর্যন্ত** রাখা ড্রপ বক্সে দাখিল করতে হবে তার **শেষ তারিখ ২০.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা পর্যন্ত।** উক্ত বাক্সটি **২০.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত** খোলা থাকবে। ইওআই ফর্মটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

(PR-618) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

তারাপীঠে ব্যবসায়ীরা বন্ধ করলেন সমস্ত ধরনের ইউপিআই লেনদেন

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কোনবিশেষ তিথি ছাড়াও প্রতিদিন বীরভূমের অন্যতম শক্তিপীঠ তারাপীঠে হাজার হাজার পর্যটক ভক্তরা আসেন। তবে এবার তারাপীঠে যারা তারা মায়ের দর্শন অথবা ঘুরতে আসছেন তাদের একটি খবর জানতেই হবে। নইলে মহা সমস্যায় পড়তে হতে পারে তাদের। আসলে বীরভূমের তারাপীঠের ব্যবসায়ীরা ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেন করতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ, প্রতারণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই সেটি ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকেই ডিজিটাল পেমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ ইতিমধ্যেই সাইবার প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন তারাপীঠের প্রায় ৩০০ ব্যবসায়ী। এক মদ ব্যবসায়ী ও হোটেল ব্যবসায়ীর সাত থেকে আটটি ভিন রাজ্য থেকে সাইবার মামলা শুরু হয়েছে, এর ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। সাইবার প্রতারণা নিয়ে বিরক্ত গোটা দেশের মানুষ। এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই এবার দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র, পর্যটনকেন্দ্র বীরভূম জেলার তারাপীঠের ব্যবসায়ীরা নিয়েছেন এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। তারা সমস্ত ধরণের ইউপিআই পেমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। হোটেল ব্যবসায়ী, মুদিখানা, মাংসের দোকান, সবজি দোকান, মদের দোকান সকল ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেভাবে অনলাইন পেমেন্টে সাইবার অপরাধ বাড়ছে তাতে তারা বিরক্ত এবং ভীত। তাই তারা সমস্ত ধরণের ইউপিআই লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারাপীঠে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী তারা এখন থেকে শুধু নগদ এবং ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করবেন। জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতারণা করে তারাপীঠে আসছেন প্রতারকরা, তারপর তারা প্রতারণার টাকা দিয়ে UPI-এর মাধ্যমে QR কোড স্ক্যান করে কেনাকাটা করছেন। আর কার্যত এর ফলেই বিপদ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের। প্রতারণার টাকা ঢুকলেই ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট। কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ফ্রিজ হয়ে যায়, আর সেভিংস অ্যাকাউন্ট হলে গোটা অ্যাকাউন্টটাই। আর এসবের ফলেই তারা আর এবিষয়ে কোনও ঝুঁকি আর নিতে রাজি নন।

দূর্গা পুজো উপলক্ষে সমন্বয় সভা নবদ্বীপে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ হাতে মাত্র কটা দিন, তার পরেই শুরু বাঙালির প্রণের

পুজো দূর্গা পুজো। আর এই পুজোকে সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু ভাবে করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক সমন্বয় সভারা আয়োজন করে নবদ্বীপ থানা ও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার তরফে। বৃহস্পতিবার বিকেলের পর নবদ্বীপ শহরের রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ থানার আইসি জলেস্বর তিওয়ারি, ছিলেন জেলা পুলিশের আধিকারিক নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, পৌরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহা, সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও পুজো কমিটির সদস্য - সদসারা। আসন্ন দূর্গাপুজো ২০২৫ এ সরকারি কি কি বিধিনিষেধ আছে ও পুজোর অনুমতি নিয়ে পুজো কমিটিগুলোর কি কি সমস্যা সহ বিভিন্ন বিষয়ে এদিন সকলের মত বিনিময়ের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সভার পাশাপাশি স্তরাজ্য সরকারের কতৃক প্রদেয় পুজো অনুদান প্রদানও করা হয় পুজো কমিটি গুলোকে। জানা যায় এবছর নবদ্বীপ থানা এলাকায় মোট পুজোর সংখ্যা ৩২৮ টি এর মধ্যে মহিলা দ্বারা পরিচালিত পুজো কমিটির সংখ্যা প্রায় ৭৫ টি, আর এবছর নবদ্বীপ থানা এলাকায় মোট ১৪০ টি পুজো কমিটিকে পুজো অনুদান দেওয়া হয়।

আরপিএফ, পূর্ব রেল যাত্রীদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে - অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং রেলওয়ে চত্বরে অপরাধ দমনের জন্য "মিশন যাত্রী সুরক্ষা"- এর অধীনে চলমান অভিযানের অংশ হিসাবে, শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরির এক কুখ্যাত অপরাধীকে সফলভাবে গ্রেপ্তার করেছে। ১০.০৯.২০২৫ তারিখে, স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, একজন যাত্রীর কাছ থেকে সোনার অলঙ্কার ছিনতাইয়ের অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার পর, আরপিএফ / পোস্ট / বারুইপুরের অধীনে লক্ষ্মীকান্তপুরের আরপিএফ কর্মকর্তারা, জিআরপিএস / লক্ষ্মীকান্তপুরের সাথে সমন্বয় করে, কুলপি রেলওয়ে স্টেশন থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। অভিযান চলাকালীন, প্রায় ১২ গ্রাম ওজনের

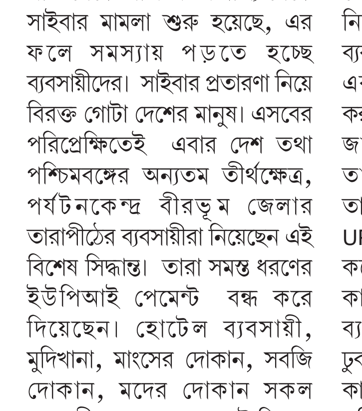

একটি সোনার অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে যার মূল্য প্রায় ১,২০,০০০ টাকা। আটককৃত অপরাধী, যাকে TOPB (যাত্রীদের জিনিসপত্র চুরি) অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাকে GRPS / বারুইপুরে হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে রেলওয়ে আইনের অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সমস্ত যাত্রীদের সতর্ক থাকার এবং নিরাপদ ভ্রমণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ দেখভালের জন্য শিয়ালদা এবং বিধান নগর রোড স্টেশনের মধ্যে ০১ নম্বর সেতুর ০৫ নম্বর লাইনে ২৪০ মিনিট (১১.০৯.২০২৫ তারিখের ২৩.৩০ ঘন্টা থেকে ১২.০৯.২০২৫ তারিখের ০৩.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত) যান চলাচল এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ ১১.০৯.২০২৫ তারিখে ট্রেন বাতিলঃ ৩২২৪৯ শিয়ালদহ - ডানকুনি লোকাল, ৩২২৫২ ডানকুনি - শিয়ালদহ লোকাল, ৩১৪৪৭ শিয়ালদহ - নৈহাটি লোকাল, ৩১৪৫০ নৈহাটি - শিয়ালদহ লোকাল। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তিঃ ৩১৫৪২ শান্তিপুর - শিয়ালদহ লোকাল ১১.০৯.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুরে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি করা হবে। ৩১৫১১ শিয়ালদহ - শান্তিপুর লোকাল ১২.০৯.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুরে সংক্ষিপ্ত পথে শেষ করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/BX/081/058/2025-2026
Name of the work: **Construction of semi underground water tank for Chhat Devotee beside Jhalder Math Bustee in Ward No.-81, BR-X.** Estimated value (including GST & CESS): ₹ **3,18,990.28.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Time of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/081/008/2025-2026
Name of the work: **Development of footpath near 91/21C, 11/D Charu Chandra Avenue, 10/38A T. G. Road etc. in Ward No.-81, BR-X.** Estimated value (including GST & CESS): ₹ **1,64,758.51.** Earnest money: ₹ **3,300.00.** Time of completion: **90 days.**

(3) NIT No. : EEC/BX/093/027/2025-2026
Name of the work: **Improvement of passage and drainage system near 94/1 P. G. Md. Shah Road in Ward No.-093, BR-X.** Estimated value (including GST & CESS): ₹ **2,77,862.31.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Time of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of bid: **24.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites quotation/e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/28/2025-2026
Name of the work: **Repairing of passages at Refuge Lane etc. in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,22,915.89.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/24/2025-2026
Name of the work: **Restoration of footpath with ancillary works at Clive Ghat Street etc. in Ward No.-045.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,69,910.55.** Earnest money: ₹ **7,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/18/2025-2026/2nd Call
Name of the work: **Repairing of I.P.S. footpath at Braboune Road from N. S. Road to India Exchange Place, etc. in Ward No.-045.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,69,675.29.** Earnest money: ₹ **7,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/048/020/2025-2026
Name of the work: **Dismantling of ward office, quarter etc. due to construction of UHWC at 4/1D Madan Dutta Lane in Ward No.-48, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,69,403.52.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/048/25/2025-2026
Name of the work: **Restoration of I.P.S. concrete & paver block passage due to Natural Wear & Tear and cutting by PU Agency at 11/4 Gobinda Sen Lane, 61/3 Nirmal Ch. Street etc. in Ward No.-48, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,83,273.50.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/048/24/2025-2026
Name of the work: **Painting of kerb stone at Sri Gopal Mallick Lane, Dr. Jagabandhu Lane etc. in Ward No.-48, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,51,189.81.** Earnest money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **21 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/048/21/2025-2026
Name of the work: **Restoration of I.P.S. and concrete passage at 29/A College Street, 14/1 Siddheswar Ch. Lane due to cutting by PU Agency and Natural Wear & Tear in Ward No.-48, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,63,444.25.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1, 4 to 7) and 23.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 2 & 3).** Date and time of opening of tender: **24.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1, 4 to 7) and 25.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1) and 13.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 2 to 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/12/2025-2026/R
Name of the work: **Repairing of damaged asphaltum surfaces near 32, 36 Lake Road, 38A, 43B Lake Place Road and other asphaltum surfaces in Ward No.-087.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,932.26.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/087/10/2025-2026/R
Name of the work: **Improvement of road surfaces by lowering of M.H. & allied civil works (Asphaltum surface lowering done by Mechanical Roads Department) from 1-16 Lake Temple Road & others in Ward No.-087.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,982.65.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/034/2025-2026/Uttaran
Name of the work: **Supplying of labour for sewer cleansing work at different Uttaran areas in Ward No.-88.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,36,178.40.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **24.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2) and 23.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3).** Date of opening of tender: **09.10.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2) and 25.09.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2) and 13.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/023/2025-2026/R
Name of the work: **Construction of sanitary latrine with septic tank (03 nos.) at H/Nos.-S-157/2, S-136 and S-139 under Uttaran Service in Ward No.-137 under BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,89,272.99.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/063/2025-2026/APAS/10/1
Name of the work: **Renovation of surface drain with ancillary works N/H/Nos. P-117, P-91 to P-93 etc. Tikiapara in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,05,955.75.** Earnest money: ₹ **8,200.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/062/2025-2026/APAS/5/2
Name of the work: **Renovation of drainage system with allied works N/H/Nos. P-106, P-107 Tikiapara Lane in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,82,173.53.** Earnest money: ₹ **7,700.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/068/2025-2026/APAS/8/2
Name of the work: **Development/renovation of drainage system with allied works N/H/Nos. P-30 to P-97 Chinapara in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,97,685.24.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/067/2025-2026/APAS/8/1
Name of the work: **Renovation of drainage system and allied works at Chinapara N/H/Nos. P-38/A to P-39 in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,97,346.58.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1) and 23.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 2 to 5).** Date of opening of tender: **24.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1) and 25.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 2 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1) and 13.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 2 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/012/023/2025-2026
Name of the work: **Urgent repairing of doors along with walls of store room and cleaning of underground and overhead reservoir and other ancillary civil work at UPHC 12, BR-2.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,52,210.76.** Earnest money: ₹ **3,050.00.** Period of completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/011/2025-2026
Name of the work: **Improvement of road surface by laying cement concrete in place of asphaltum road surface at 12B Ram Chand Ghosh Lane in Ward No.-18.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,32,154.43.** Earnest money: ₹ **4,650.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2025 up to 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid will be opened on: **22.09.2025 at 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **12.09.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/IX/073/019/2025-2026/UTTARAN
Name of the work: **Improvement of IPS and paver block passages at different areas of 9/1, 7/10, 10/1 Sashi Sekhar Bose Row, 12A, 3 Katua Khati Lane and etc. in Ward No.-73.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,295.91.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **75 days.** Last date and time of submission of bid: **22.09.2025 - 12 Noon.** Tender will be opened on: **24.09.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2025 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** (1055/25-26)

দিমির স্টোরিতে এবার ট্রেন্ডের ছোঁয়া

একসাথে বাগানের তিন তারকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ সাফল্যের মধ্য দিয়ে গত মরসুম শেষ করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের পাশাপাশি লিগ কাপ ও এসেছিল সবুজ-মেরুনে। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। এই নতুন সিজনে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য মেরিনার্সদের। পাশাপাশি গতবারের হতাশা ভুলে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট তথা এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের টায়ার টুয়ে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে গতবারের আইএসএল জয়ীদের। সেক্ষেত্রে এবারের এই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপকে কার্যত প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট হিসেবেই দেখেছিলেন বাগান কোচ। এক্ষেত্রে টুর্নামেন্টের প্রথম থেকেই দারুন ছন্দে ছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই দল উঠেছিল টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে। কিন্তু সেখানেই পরাজিত হতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের কাছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে সকলের। এক্ষেত্রে জেসন কামিন্স এবং জেমি ম্যাকলারেনের মতো তারকা ফুটবলারদের পাশাপাশি সকলের নজর থাকবে আরেক অজি তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোসের দিকে। গত ফুটবল সিজনে পূর্ব প্রত্যাশা অনুযায়ী খুব একটা ভালো ফুটবল উপহার দিতে পারেননি এই তারকা। তবে এবার নিজের ছন্দ ফেরানোর লক্ষ্য থাকবে এই ফুটবলারের। সেইমতো হোসে মোলিনার তত্ত্বাবধানে নিজেকে প্রস্তুত করছেন দিমি। তবে এসবের মাঝেই ট্রেনিংয়ে

গা ভাসালেন বাগানের এই তারকা ফুটবলার। সম্প্রতি এআইএয়ের সাহায্য নানা ধরনের ছবি সারা ফেলছে গোটা মাধ্যম জুড়ে। তাঁর মধ্যেই এবার থ্রি-ডি মডেলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে এমন ছবি বানিয়ে নেট মাধ্যমে ইতিমধ্যেই শেয়ার করে ফেলেছেন বহু নেটাগরিক। এবার দিমিত্রি পেত্রাতোসের সোশ্যাল সাইটের স্টোরিতে ও দেখা মিলল এমন ছবি। এক সমর্থকের তৈরি করা ছবি এবার নিজের সোশ্যাল সাইটে আপলোড করলেন তিনি। যেখানে তাঁর পাশাপাশি থ্রি-ডি মডেলে দেখা গিয়েছে বাগানের সবুজ-মেরুনে দাপিয়ে খেলা যাওয়া আরও দুই তারকা ফুটবলারকে। যাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা তথা বাগানের সবুজ তোতা হোসে ব্যারেটো এবং হাইতীয় তারকা সনি নর্দে। যা নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছে সকলের। পাশাপাশি আরও লেখা রয়েছে 'এই ৩ জন খেলোয়াড়। এই ৩ জনের খেলোয়াড় নয়। আমাদের আবেগ।'

সুপার সিক্সে দুরন্ত জয় ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবারের

দুরন্ত বার্তা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ দুরন্ত জয় দিয়ে কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্স পর্ব শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার এফসি। ইস্টবেঙ্গল এদিন ইউনাইটেড কলকাতাকে হারিয়েছে

৩-০ গোলে, আর ডায়মন্ড হারবার সুরুচি সংঘকে হারিয়েছে ৪-০ ব্যাবধানে। চলতি মরশুমে প্রথম বারের মতো নিজেদের মাঠে নেমেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ইয়ান লয়ের ইউনাইটেড কলকাতা। যারা গ্রুপ পর্বে দারুণ খেলে সুপার সিক্সে উঠে এসেছে। তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দলের দারুণ জয় দেখে হাসি মুখেই মাঠ ছাড়ল লাল-হলুদ জনতা। ম্যাচ শেষে সমর্থকরা স্লোগানও দিলেন, 'এই লিগে জিতবে কারা, ইস্টবেঙ্গল আবার কারা।' এদিন অবশ্য পুরো শক্তি নিয়ে দল নামাতে পারেননি বিনো জর্জ। গোড়ালিতে চোটের কারণে ছিলেন না সৌভিক চক্রবর্তী। দেবজিৎ মজুমদার ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল কার্ড সমস্যা। সুমন দেও পুরোপুরি ফিট ছিলেন না। তবে মাঠে যাঁর ছিলেন তাঁরা অবশ্য সায়নদের অভাব বুঝতে দেননি। ঘরের মাঠে প্রথম থেকে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ শুরু করলেও, পাল্টা দিচ্ছিল ইয়ান লয়ের ছাত্ররাও। দুই দলই বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করে। ২৯ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত ইউনাইটেড কলকাতা। কিন্তু সমীর বায়েন ইস্টবেঙ্গল গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি। ম্যাচের ৩৬ মিনিট ডেভিডের পাশ থেকে পাওয়া বল গোলে রাখতে পারেননি পিভি বিষ্ণু। এরপর ৩৯ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আমন সিকে। অবশেষে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব এগিয়ে যায় প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে (৪৫২)। আমন সিকের ভাসানো বল থেকে নসিব রহমানের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মশাল ব্রিগেড। প্রথমার্ধে ইউনাইটেড কলকাতা ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে চাপে রাখতে পারলেও বিনো জর্জের ছাত্ররা দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। ৪৮ মিনিটে ফ্রিকিক থেকে দুরন্ত গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলের লিড এনে দেন বিষ্ণু। ৬৮ মিনিটে গুইতের গোলে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এরপর আর কোনও গোল হয়নি। এদিন জয় পেয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসিও। সুরুচি সংঘকে তারা হারিয়েছে ৪-০ ব্যাবধানে। ১৬ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারের হয়ে প্রথম গোলটি করেন শৈবোরলাং খার্পন। এরপরের দু'টি গোল আসে ৩৭ এবং ৪০ মিনিটে। দুই ক্ষেত্রেই স্কোরার আকিব নবাব। ৭০ মিনিটে অমরনাথ গোল করে সুরুচির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। গতবারের কলকাতা লিগে প্রথম স্থানের জন্য লড়াই ছিল মূলত ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার এফসির মধ্যে। এবারও সম্ভবত সেটাই হতে চলেছে। যদিও গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে, তা এখনও ঘোষণা হয়নি।কব নবাব। ৭০ মিনিটে অমরনাথ গোল করে সুরুচির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন। গতবারের কলকাতা লিগে প্রথম স্থানের জন্য লড়াই ছিল মূলত ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার এফসির মধ্যে। এবারও সম্ভবত সেটাই হতে চলেছে। যদিও গতবারের লিগ চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে, তা এখনও ঘোষণা হয়নি।

'এত তাড়াহুড়ো কেন?'

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে আবেদনের জরুরি শুনানিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেমম্বরঃ রবিবার এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। কেন্দ্র সরকার ও বিসিসিআইয়ের এই ম্যাচ নিয়ে কোনও আপত্তি না থাকলেও দেশের সাধারণ মানুষ ও অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই এই ম্যাচ বয়কটের আবেদন জানিয়েছেন। পহেলগাম কাণ্ডের পর ভারত ও পাকিস্তানের

মধ্যে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়েছে। তাই গোটা দেশ জুড়ে দাবি উঠেছে, রক্তের থেকে একটি ম্যাচের দাম কখনওই বেশি নয়। এরই মধ্যে এই ম্যাচ বাতিলের দাবি নিয়ে একটি আবেদনের জরুরি শুনানি বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অস্বীকার করেছে। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চের সামনে একজন আইনজীবী ম্যাচ বাতিল নিয়ে জরুরি শুনানির আবেদন করেন। এর জবাবে দেশের শীর্ষ আদালত বলে, ''এত তাড়াহুড়োর কী আছে? এটি একটি ম্যাচ। হতে দিন। রবিবারের ম্যাচটি হতে দিন।'' আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন, রবিবার রয়েছে ম্যাচ। যদি শুক্রবার বিষয়টি তালিকাভুক্ত না হয়, তাহলে আবেদনটি অকার্যকর হয়ে যাবে। এর জবাবে বেঞ্চ বলে, ''এই রবিবার একটি ম্যাচ আছে। আমরা এতে কী করতে পারি? এটি হতে দিন। ম্যাচটি হওয়া উচিত।'' এই ম্যাচ বাতিলের দাবিতে উর্বশী জৈনের নেতৃত্বে চার আইন শিক্ষার্থীর দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন জাতীয় মর্যাদা ও জনসাধারণের অনুভূতির পরিপন্থী বার্তা পাঠায়। চার শিক্ষার্থীর আবেদনে বলা হয়েছে, ''দেশগুলির মধ্যে ক্রিকেটের উদ্দেশ্য হল সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করা। কিন্তু পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলায় যখন আমাদের মানুষ নিহত হয়েছিলেন এবং আমাদের সৈন্যরা ঝুঁকিতে পড়েছিলেন, তখন পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা বিপরীত বার্তা দেয়। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের সৈন্যরা জীবন উৎসর্গ করেছে ও যে দেশ সন্ত্রাসীদের ক্রমাগত আশ্রয় দিয়ে চলেছে, আমরা সেই দেশের বিরুদ্ধে খেলতে চলেছি।'' সেই সঙ্গে আবেদনকারীরা এটাও বলেছেন, ''এটি সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারানো পরিবারের অনুভূতির উপরও আঘাত হানতে পারে। জাতির মর্যাদা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিনোদনের আগে আসে। দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ জাতির স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং সশস্ত্র বাহিনী ও সমগ্র জাতির মনোবলের জন্যও ক্ষতিকর।''

বিজেপির নরেন্দ্র কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু কোচবিহারে, হেরিটেজ কাপ দেখে কটাক্ষ তৃণমূলের

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১২ সেপ্টেম্বরঃ কোচবিহারের এমজিএন স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা বিজেপির উদ্যোগে শুরু হল নরেন্দ্র কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিজেপির চার বিধায়ক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ২৪ দলের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজি বর্মন বলেন-নবসমাজকে বা যুব সমাজকে একমাত্র নতুন রূপে তৈরি করতে পারে এই খেলাধুলা। খেলার প্রতি যুবকদের আরও আগ্রহ বাড়াতেই

রাজ্য জুড়ে চলছে ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে কোচবিহারেও শুরু হলো ২৪ দলীয় এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। তিনি আরো বলেন বর্তমান যুবসমাজ বা ছাত্র সমাজ মোবাইলে ডুবে যাচ্ছে শারীরিকভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে সে কারণেই খেলাধুলায় একমাত্র পথ তাদের সেই নেশা মুক্তির। যদিও বিজেপি এই খেলা প্রসঙ্গে কটাকা করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বষিয়ান নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন- জনসংযোগ নেই বিজেপির। মাঠে খেলা হলেও দর্শক আসন শূন্য। আসলে হেরিটেজ কাপের মত টুর্নামেন্ট নকল করেই বিজেপির এই উদ্যোগ। যদিও তিনি বলেন যুব সমাজের প্রয়োজন মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে খেলাধুলা ও অন্যান্য বিষয়ে নজর দেওয়া যাতে আগামী দিনের নতুন প্রজন্ম ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হেরিটেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কোচবিহারে দারুণভাবে প্রশংসা অর্জনের পাশাপাশি জনপ্রিয় হয়েছে দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর খেলোয়াড় এই খেলা খেলতে আসেন আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির এই ফুটবল টুর্নামেন্ট কতটা দাগ কাটতে পারবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে উঠে পদক নিশ্চিত করলেন জেসমিন ও নূপুর, বিদায় জারিনের

তাজিকিস্তান, ১১ সেপ্টেমম্বরঃ বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করলেন ভারতের দুই বক্সার জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া ও নূপুর শিওরান। তবে শেষ আট থেকেই বিদায় নিয়েছেন ভারতের তারকা মহিলা বক্সার নিখাত জারিন। বুধবার হেভিওয়েট বক্সার নূপুর শিওরান উজবেকিস্তানের ওলটিনয় সোটিমবোয়েভাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করে চলতি বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম পদক নিশ্চিত করেছেন। তবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের কাকিরোগলু বুসে নাজের কাছে ০-

৫ ব্যাবধানে হেরে গিয়েছেন। কিংবদন্তি বক্সার হাওয়া সিংয়ের নাতনি নূপুর উজবেকিস্তানের প্রতিপক্ষকে ৪-১ ব্যাবধানে পরাজিত করে ৮০ কেজির বেশি বিভাগের শেষ চারে প্রবেশ করেছেন। এই বিভাগে মাত্র ১০ জন বক্সার অংশগ্রহণ করছিলেন। এই জয়ের মাধ্যমে, নূপুর কমপক্ষে একটি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন। অপর দিকে বিশ্ব বক্সিং কাপের সোনাজয়ী জেসমিন উজবেকিস্তানের খুমোরাবোনু মামাজোনোভাতোকে পরাজিত করে ৫৭ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে তাঁর স্থান নিশ্চিত করেছেন। জেসমিন তাঁর প্রতিপক্ষকে হারিয়েছেন ৫-০ ব্যাবধানে। এর আগে, মঙ্গলবার রাতে, যদুমণি সিং (৪৮ কেজি) এবং অবিনাশ জামওয়াল (৬৫ কেজি) সহজ জয় তুলে নিয়ে পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করেন।

মেসিকে ছাড়া কেমন খেলে আর্জেন্টিনা, তাঁর ১০ নম্বর জার্সি পরেন কে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৭ আগস্ট ২০০৫। বুদাপেস্টের ফেরেঙ্ক পুসকাস স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হাঙ্গেরি আর আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। দুই মিনিট পরই কোচ হোসে পেকারম্যান নামালেন এক তরুণ প্রতিভাকে। মাঠে নামার পরের মিনিটেই প্রতিপক্ষ ফুলব্যাককে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড! জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার নামতেই ড্রেসিংরুমের পথে হাঁটা। চোখ ভিজে যাচ্ছিল অঝোর কান্নায়। কে ভেবেছিল, সেই কিশোরই একদিন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলবেন সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৯৪), করবেন সবচেয়ে বেশি গোল (১১৪), হবেন শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞাপন। শুধু তাই নয়-তিন যুগের অপেক্ষা ঘুচিয়ে বিশ্বকাপও এনে দেবেন। কার কথা বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝেছেন-লিওনেল মেসি। অভিষেক হয়েছিল দুঃস্বপ্নের মতো, শেষটায় তিনি আর্জেন্টিনার সব স্বপ্ন পূরণের রূপকার। কিন্তু ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে এসে চোট যেন মেসির স্থায়ী সঙ্গী। সর্বশেষ হ্যামস্ট্রিং চোটের পর কোচ লিওনেল স্কালোনি তাঁকে বিশ্রামে রেখেছেন। গতকাল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই নেমেছিল আর্জেন্টিনা। ফল- ইকুয়েডরের কাছে ১-০ গোলে হার। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্রীড়া সাময়িকী এল গ্রাফিকো আর ফুটবলের দলবদল, বাজারমূল্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেটের তথ্য অনুযায়ী, মেসির অভিষেক থেকে গতকাল পর্যন্ত আর্জেঃটিনা খেলেছে ২৬৪

কোন কোচের অধীন কত ম্যাচ মিস করেছেন লিওনেল মেসি

কোচ	মোট ম্যাচ	মেসিহীন ম্যাচ	শতাংশ
লিওনেল স্কালোনি	৮৭	২১	২৪.১৪
জেরার্দো তাতা মার্তিনো	২৯	৯	৩১.০৩
আলোহান্দ্রো সাবেয়া	৪১	৯	২১.৯৫
ডিয়েগো ম্যারাডোনা	২৪	৮	৩৩.৩৩
সের্হিও বাতিস্তা	১৭	৬	৩৫.২৯
এদগার্দো বাউজা	৮	৪	৫০.০০
হোর্হে সাম্পাওলি	১৫	৪	২৬.৬৭
আলফিও বাসিলে	২৮	৪	১৪.২৯
হোসে পেকারম্যান	১৩	৩	২৩.০৮
ওয়াল্টার স্যামুয়েল	২	২	১০০.০০
মোট	২৬৪	৭০	২৬.৫২

ম্যাচ। এর মধ্যে মেসি খেলেছেন ১৯৪ ম্যাচ। বাকি ৭০টিতে তাঁকে পায়নি দল। সেই ৭০ ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছে ৪৩টিতে, হেরেছে ১৪টিতে, আর ড্র করেছে ১৩ ম্যাচ। মানে, মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনার পরাজয়ের হার মাত্র ২০ শতাংশ। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হিসাব করলে ২২টিতে খেলেননি মেসি। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা জিতেছে ১২টিতে, ড্র ও হার ৫টি করে। এখানেও পরাজয়ের হার খুব বেশি নয়- ২২.৭৩ শতাংশ। এ কারণেই হয়তো স্কালোনি বলেছিলেন, ''আর্জেন্টিনা এখন মেসিকে ছাড়া খেলতে শিখে গেছে। আমরা আর মেসিনির্ভর দল নই।'' মেসি সবচেয়ে বেশি মিস করেছেন আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ-৪৮টি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ১৮টি, আর বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকার ২টি করে ম্যাচেও তাঁকে পায়নি আর্জেন্টিনা। মেসির অভিষেকের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ১০ জন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ মিস করেছেন বর্তমান কোচ স্কালোনির অধীন-২১টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯টি করে ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি জেরার্দো তাতা মার্তিনো ও আলোহান্দ্রো সাবেয়ার সময়ে। স্কালোনির অনুপস্থিতিতে সহকারী কোচ ওয়াল্টার স্যামুয়েল ২টি ম্যাচে আর্জেন্টিনার ডাগআউটে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ২ ম্যাচে মেসি ছিলেন না। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে কয়েকটি ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চ গরম করতে হয়েছে। তবে তারকাখ্যাতি পাওয়ার পর থেকে তিনি বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে পারেননি চোট ও বিশ্রামের কারণে। কিছু ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণেও খেলতে পারেননি। আবার কিছু ম্যাচে তরুণদের পরখ করতে কোচ তাঁকে স্কোয়াডে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। মেসির অনুপস্থিতিতে অনেকেই আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৭ জন। এই তালিকায় সর্বশেষ নাম ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। কাল ইকুয়েডরের বিপক্ষে থিয়াগো আলমাদার ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের 'মাস্তান'। মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেননি-এমন ২৮টি ম্যাচে ১০ নম্বর জার্সি কাউকে দেওয়া হয়নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ৭ বার জার্সিটা পরেছেন বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ সের্হিও আগুয়েরো। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ বার পরেছেন আনহেল কোরোয়া। আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৫৯ বার ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলতে নামার রেকর্ডটা মেসিরই। প্রয়াত কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা পরেছেন ৮৫ বার। এ ছাড়া আরিয়েল ওর্তেগা ৫৯ বার ও হুয়ান রোমান রিকেলমে ২৯ বার আইকনিক এই জার্সি পরে দেশের হয়ে খেলেছেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com